বামা ও বালা।

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত।

কলিকাতা।

শ্রীসুবলচন্দ্রমিত্র প্রকাশিত।

১৩০৫ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা।

CALCUTTA : PRINTED BY N. C. PAL, AT THE "INDIAN PATRIOT PRESS"
108, BARANASHI GHOSE'S STREET.

পরম পূজনীয় পরমারাধ্য

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

পিতৃদেবের শ্রীচরণকমলে এই

ক্ষুদ্র মালা ভক্তিভাবে

উৎসর্গীকৃত হইল।

একান্ত বশংবদ

শ্রীমনোমোহন চট্টোপাধ্যায়।

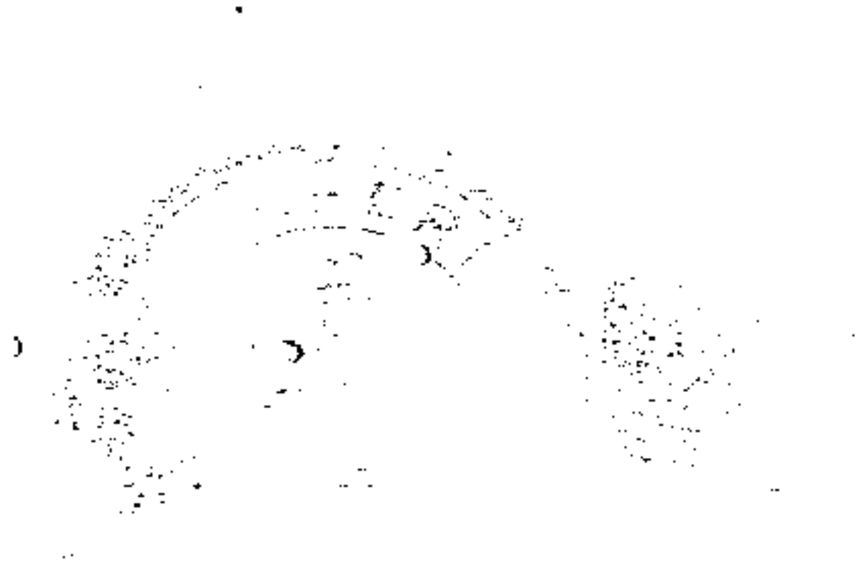

বামা ও বালা।

প্রথম উচ্ছ্বাস।

বামার কেবল ছিল একখানি ঘর,
আর ছিল মেয়ে এক পরম সুন্দর।
ছিল ঘর, কিন্তু তা'তে ছিলনাক দ্বার,—
কিন্তু তা'তে বারিত না বরষার ধার।
বয়স বছর চার বামার কন্যার,—
এতটুকু ছবি তা'র,—ছবি করুণার।
ছোট মুখে,—মেঘ-ঢাকা চাঁদের মতন,—
ভুলিয়া পেটের জ্বালা হাসিত যখন,

মনে হ'ত ছোট বুকে আছে বুঝি সুখ,
মনে হ'ত, জননীর হাসি-মাখা মুখ
নিরখিয়া ভুলে বুঝি জঠরের জ্বালা ;
মনে হ'ত আছে সুখে অভাগিনী বালা।
সত্যই বামার মেয়ে চাহেনা আহার,
ভিক্ষান্তে দিনান্তে যদি জননী তাহার
আসিয়া, তাহারে ল'য়ে বসিয়া বিরলে,
হাসিমুখে যদি দু'টা উপকথা বলে ;
সত্যই বামার সেই বস্ত্রহীনা মেয়ে
রাণীদের আভরণ দেখিবে না চেয়ে,
প্রভাতে উঠিয়া যদি দুঃখিনী মাতায়
ভিক্ষায় যা'বার আগে দেখিবারে পায় ;
সত্যই বামার মেয়ে আধ্‌পেটা খেয়ে
জননীর অশ্রুমাখা মুখ পানে চেয়ে,
ছোট সে বুকের মাঝে অন্তহীন সুখ
লুকা'য়ে রাখিত সদা ; সত্যই সে মুখ,
—শিশিরকণিকামাখা ফুলের মতন,—
হাসিত অনন্ত সুখে যখন তখন।
বালার সে হাসি মুখ বিরলে বিরাজে,—
প্রসূন-প্রফুল্ল লতা যথা বনমাঝে ;

নী বালার কাছে ধনীদের ছেলে
সেনাক ; আসেনাক খেলা ধূলা ফেলে.
সেনাক দেখিতে সে মলিন মূরতি ;
আসেনাক, আসিবার নাহি অনুমতি
ফেলে খাদ্য অম্বুধার, অভৃঙ্গার জল,
ফেলে দূরে খোষামুদে চাকরের দল।
কেন বা আসিবে তা'রা ? কি কাজ তা'দের
শুনিয়া দুঃখের কথা দুঃখের প্রাণের ?
যাহাদের আছে খাদ্য প্রচুর মধুর,
যাহাদের আছে বেশ সাধ যতদূর,
তা'রা কি দেখিতে চায় কেমন দুঃখি রি
তা'রা কি শুনিতে চায় দুঃখের ক র
যবে বামা ভিক্ষাতরে যাইত ব রিবে।
একাকিনী ক্ষুদ্র বালা নীরব ব ফুরাইবে কবে ?
রহিত বসিয়া, কোন নী দুঃখীর কারণ,
ক্ষুদ্র কুসুমের মত, য় দয়ার নয়ন ?
ক্ষুদ্র প্রদীপ যেমন। কালে বিলাস-মন্দিরে
লইয়া ধূলার রাশি
প্রজ্বালিত দীপ প্রাচীরে প্রাচীরে
একটী তাহার যদি না জ্বলিত হায়,
থাকিত সে গৃহগুলি মলিন ব তাতায় :

সেইখানি ল'য়ে বুকে মনোসুখে বাল
একেলা কাটা'ত বেলা ; কভু গাঁথি'
জড়া'ত ইটের গায়ে ; কভু দুলে দুলে
'আয় আয় আয়', ব'লে কোলে ল'য়ে তুলে
স্পন্দহীন সে ইটেরে পাড়াইত ঘুম ;
কভু দুধ খা'য়াবার প'ড়ে যেত ধুম
ল'য়ে জল বাটী বাটী ; এরূপে একেলা
অভাগিনী শিশু বালা কাটাইত বেলা।
  সন্ধ্যা হ'লে, চারি দিক হইলে আঁধার
রাণী ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য ল'য়ে জননী তাহার
প্রভাতে া আসিত ঘরে ; করিয়া ধারণ
ভিক্ষায় যা ত তনয়ার সুচারু আনন
সত্যই বামা ন তা'তে কত শতবার ;
জননীর অশ্রুমা রে, দুঃখে, দুঃখিনী বামার
ছোট সে বুকের মা আলো, সেই চির সুখ,
লুকা'য়ে রাখিত সদা ; সিমাখা মুখ।
—শিশিরকণিকামাখা ফুঁ
হাসিত অনন্ত সুখে যখন উ
  বালার সে হাসি মুখ বিরলে বিরাজে,—
প্রসূন-প্রফুল্ল লতা যথা বনমাঝে ;

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

এক দিন দীনা বামা সারাদিন পরে
ভিক্ষা ক'রে ধীরে ধীরে ফিরে এল ঘরে ;
আসিয়া, বালার তরে রাঁধিল আহার
সফেন মলিন অন্ন ; তাই তনয়ার
মুখে দিয়া, অভাগিনী কাঁদিল নীরবে।
—কে জানে বামার কান্না ফুরাইবে কবে ?"
কে জানে উন্মত্ত নর দুঃখীর কারণ,
কবে উন্মীলিবে হায় দয়ার নয়ন ?
আজি এ সাঁজের কালে বিলাস-মন্দিরে
প্রজ্বলিত যত দীপ প্রাচীরে প্রাচীরে
একটী তাহার যদি না জলিত হায়,
ষ্ঠিগুলি মলিন ক
তাহায় :–

পাপের সে কাল ছবি অভাবে তাহার,
জানি আমি, এতটুকু হ'ত না আঁধার ;
কিন্তু সেই আলোকের মূল্য-বিনিময়ে
অভাগিনী কাঙ্গালিনী বামার হৃদয়ে
জ্বলিত সুখের আলো ; সজল নয়নে,
দিনান্তে আসিয়া ঘরে, কন্যার আননে
কাঁদিয়া কদন্ন রাশি হ'ত না তুলিতে ;
দুঃখের সে অশ্রুধারা হ'ত না ঢালিতে।

দুঃখিনীর মেয়ে বালা, হায় কতদিন
এমনি সফেন অন্ন,—এমনি মলিন,—
খাইয়াছে, নিবারিতে জঠর অনল ;
আজিও হাসিয়া বালা, ক্ষুধায় বিহ্বল,
খাইল সে অন্নগুলি ; ম্লানমুখে তা'র,
—যুঁই জাতি ফুটে যথা পরশে ঊষার,
চন্দ্রমার হাসি যথা আঁধার অম্বরে,—
ফুটিল সুখের হাসি মায়ের আদরে।
মায়ের আদর-মাখা ভাত, ভাত নয়,
স্বরগের দেবতার অমিয় নিশ্চয় ;
অথবা তাহা[illegible] মধুর
মাছি [illegible]তা যথা বনমাঝে ;

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

দেবতার বক্ষঃস্থলে দিতে নাহি পারে,
এত প্রীতি নাহি দেয় দুঃখের সাবারে।
বালার আহার হ'লে তাহার জননী
নিরখিয়া তনয়ার তরল চাহনি
—ঈষদ-আমোদ-মাখা,—সোনার বরণ
দিবাকর-কর-মাখা নলিনী যেমন,—
আধেক ভুলিল ক্ষুধা; আধেক তখন
অবশিষ্ট অন্ন খেয়ে হ'ল নিবারণ।—
সারাদিন দ্বারে দ্বারে ভ্রমিয়া কাতরে,
ক্ষুধাক্লিষ্ট দেহ ল'য়ে, ফেরে যারা ঘরে;
ঘরে ফিরে দেখে যা'রা প্রীতির আলয়,—
হাস্যমুখে খেলা করে তনয়া তনয়;
তা'রাই বুঝিবে শুধু, কিসের কারণ
বামার আধেক ক্ষুধা হয় নিবারণ।

আহারান্তে, অভাগিনী তনয়ার তরে
রচিল অঞ্চল-শয্যা ধূলার উপরে;
অঞ্চলের গ্রন্থিগুলি পাড়ে পৃষ্ঠে, হায়,
ব্যথা দেয়, ভাবি তাই, বামা নিরুপায়
ব্যাকুল হইল বড়; কাতরে, যতনে,
ঢাকিল সে গ্রন্থিগুলি মলিন বসনে;

একটী কোমল বাহু প্রসারিয়া ধীরে,
ধীরে ধীরে, দিল বামা তনয়ার শিরে।
শিরে যা'র জননীর বাহু উপাধান,
যে বলে বলুক্ তা'রে দুঃখীর সন্তান,
সে দুঃখী, অনন্ত সুখী আমার নয়নে,
সে দুঃখী, দেবের বেশী মরত ভুবনে।
অঞ্চলের শয্যা'পরে ছোট সে শরীর,
জননীর বাহু'পরে রক্ষা করি' শির,
ঘুমা'ল বামার মেয়ে, -চপলা শীতল
সহসা মেঘের কোলে হইল অচল।
দূরে,—কাছে,—ঝিঁঝিঁগণ, ধরিয়া সুতান,
গাহিল মধুর ঘুম পাড়ানর গান;
বনে, বনে, পাতাগুলি, কুসুমের শিরে
যতনে ব্যজন করি', ধীরে, -ধীরে, -ধীরে,- -
মর্ মর্ রবে, কত- -কত উপকথা,
কত—কত রাজাদের প্রণয়ের ব্যথা
কহিল তা'দের কানে;—শুনিয়া কাহিনী
ঘুমা'ল গোলাপ, যুঁই, ঘুমা'ল মলিনী।
একটু পবন আসি' পাদপের কানে
ধীরে যেন গেল গেয়ে, সুমধুর তানে,—

'ঘুম আয়, ঘুম আয়' ; অমনি লতাগ
সযতনে বুকে ধরে বালিমা শাখায়
ঘুমাইল তরুবর ; পতি কণ্ঠ ধরি'
ঘুমাইল শঙ্খাহীনা লতিকা সুন্দরী।
একটী তটিনী খালি সুদূর প্রান্তরে,
(বিরহিণী নারী যথা জনহীন ঘরে,)
ঘুমা'ল না সারা রাত ; - কুল্ কুল্ স্বরে,
বিরহের গান কত গাহিল কাতরে।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

রজনী প্রভাত হ'ল ; বালার তল্লাসে
ঊষার আলোক আসি' আগোড়ের পাশে
একটু মারিল উঁকি ; একটী পাপিয়া
পাদপের অন্তরালে শরীর ঢাকিয়া
'চোখ খোল' বলে, ধীরে বালারে ডাকিল ;
পবন কানের কাছে মধুর গাহিল,—
'খেলার সময় যায়
আয় বালা উঠে আয় ;'
দূরে, হেলাইয়া মাথা, রাজার বাগানে
ঝাউগুলি মৃদু গান ঢেলে দিল কানে ;
সারা রাত পরে এবে বালার বদন
দেখিবারে, লতাগুলি আলো করি' বন

মেলিল ফুলের আঁখি। গেল অন্ধকার ;
জাগিল নূতন দিনে নূতন সংসার।
এক রাশ্ হাসি ল'য়ে বামার নন্দিনী —
জাগিল জননী-কোলে ; বামা অভাগিনী
আপনারে ভাগ্যবতী ভাবিয়া তখন
বালার বদনে কত করিল চুম্বন।
রাজার নন্দিনি ! জননীর ভালবাসা
কা'রে বলে জান কি গো ? স্নেহের পিপাসা
মিটে কি গো দাসীদের স্তুতি-সম্ভাষণে,—
রতনে জড়িত চারু মহার্ঘ ভূষণে ?
জননীর সুধামাখা স্নেহের চুম্বন
কেমন জান কি তুমি ?—জানিবে যখন
দূরে ফেলে স্বর্ণ-সজ্জা, খাদ্য তৃপ্তিকর
খুঁজিবে একটু খানি স্নেহের আদর ;
খুঁজিবে বালার মত করিয়া শয়ন
জননীর আদরের একটী চুম্বন।
তোমরা কি রাজমাতা আমাদের মত,—
এই আমাদের মত স্নেহেতে জাগ্রত।
তোমাদের হৃদয়ে কি স্নেহ, ভালবাসা,
সুখ, দুখ, লোকভয়, প্রেমের পিপাসা,

আমাদের মত সদা করে বিচরণ ?
কেবা জানে তোমাদের হৃদয় কেমন ?
মানি আমি তোমাদের লোক-বিমোহন
আছে রূপ ;—আছে কান্তি চন্দ্রের মতন ;
তবু যেন মনে হয়, এরূপ অতুল
মানুষের(ই) হাতে গড়া কলের পুতুল !—
ললাটে নয়নে গণ্ডে সুচারু নাসায়
স্বভাবের কোন কিছু নাহিক তাহায়।
তোমাদের প্রতি কার্য্য, প্রত্যেক বচন,
তোমরা যতেক কর অঙ্গ সঞ্চালন,
অন্যের শাসনে সদা হইয়া চালিত
সমস্ত(ই) যেন হায়, হ'য়েছে বিকৃত।
ওই যে হাসিলে তুমি, উহা কি তোমার
যথার্থ হৃদয়-ভাব করিল প্রচার ?
যাহারে দরিদ্র বলি' বিতরিলে ধন
হৃদয় তাহার তরে করে কি রোদন ?
তোমাদের মন যেন পাষাণ কঠিন,
তোমরা মানুষ যেন মনুষ্যত্বহীন !—
পার যদি শিখে যাও, আজিকে এখন
বামার নিকটে আসি', নন্দিনী নন্দন

কেমনে করিতে হয় লালন পালন ;—
মার কাছে ছেলে কত আদরের ধন।
ধূলার শয়ন ত্যজি' বালার জননী
যতনে লইয়া বুকে নয়নের মণি
উঠিল নয়ন মেলি'। কন্যা ল'য়ে কোলে,
অঞ্চল ভিজা'য়ে বামা অঞ্জলির জলে,
মুছাইল তনয়ার আনন সুন্দর ;—
সহসা আলোকে যেন আলো করি' ঘর
নিশার নীহারে ধোয়া একটী কমল
ফুটিল বামার ঘরে ; পবন চঞ্চল
উড়াইল মুখ-পাশে অলকা ভ্রমর ;
পদ্ম ভ্রমে রবিকর চুম্বিল অধর।
কৃষ্ণতার নয়নের কোমল পল্লবে
আঁকিল আকর্ণ রেখা কজ্জল বিভবে।
এক খণ্ড শতছিন্ন মলিন বসন
কন্যার কোমল অঙ্গে দিল আচ্ছাদন।
এইরূপে কতক্ষণে সাজা'য়ে নন্দিনী,
লইয়া কুলসীকক্ষে, বামা অভাগিনী
অদূর তটিনী হ'তে ল'য়ে এল জল।
সলিল-সিঞ্চনে গৃহ হ'ল সুশীতল ;

মল্লিকার গাছ দু'টী উঠানের পাশে
বালারে পাইয়া যথা মৃদু মৃদু হাসে,
সেইখানে গেল বামা, যতনে তখন
সলিল তা'দের অঙ্গে করিল সিঞ্চন ;
উঠানের অন্য পাশে, গালিচার মত,
ছোট্‌টো একটী ক্ষেত, শোভিত সতত,
তাহাতেও বারি কিছু করিয়া সিঞ্চন,
বামার গৃহের কাজ হ'ল সমাপন।
এই বার রান্না ক'রে, করিয়া আহার,
ভিক্ষায় যা'বার বেলা হইল বামার।
সারা দিন দ্বারে দ্বারে হইবে ঘুরিতে ;
নন্দিনীর চন্দ্রানন পা'বে না দেখিতে
একটী দু'পর দীর্ঘ, একটী বিকাল ;—
সে যেন বামার কাছে অন্তহীন কাল।
তনয়ার হাতে দিয়া, একখানি ইট,
খুরী এক, দুই খানা পুরাণ টিকিট,
(দুঃখিনী বালার কাছে তাই চমৎকার
খেলার জিনিষ) মুখে কত শতবার
করিয়া চুম্বন, বামা বিশুষ্ক বদনে
হইল বাহির পুনঃ ভিক্ষা অন্বেষণে।—

একটী ছায়ার মত, একটী মলিন
মুখ ল'য়ে ক্ষুদ্র বালা কত লক্ষ্যহীন
সুদীর্ঘ চাহনি, কত সুদীর্ঘ নিশ্বাস
পাঠা'ল মাতার পাছু ; হইয়া নিরাশ
ক্ষণ পরে আন মনে লইয়া খেলনা
খেলিতে লাগিল দুঃখী বামার ললনা।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

ধীরে, ধীরে,—দিনমণি ; ওই তীক্ষ্ণ কর
হেন না বামার শিরে হেন না ভাস্কর !
দুর্ব্বলচরণ ভরে, মুষ্টি-ভিক্ষা তরে
কত কষ্টে অভাগিনী এসেছে সহরে ;
কাতরে সুদীর্ঘ পথ করিয়া ভ্রমণ
পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হ'য়েছে এখন ;
এ সময় দিনমণি হইয়া নিদয়,
দুঃখিনীর শির'পরে ওই অগ্নিময়—
জ্বালাময় বৃষ্টি হায় ক'রনা বর্ষণ ;
ক্ষণেক গুটাও কর সহস্রকিরণ।
তুমি হে দেবের শ্রেষ্ঠ, বীরের প্রধান,
সাজে কি একাজ তব ? দুঃখিনীর প্রাণ,—

এতটুকু কণ্ঠাগত,—করিতে নিঃশেষ
এই বেশ ধরিয়াছ কেন হে দিনেশ ?
ফিরে যাও, ফিরে যাও, বামা অভাগিনি,
ফিরে গিয়ে লহ কোলে প্রাণের নন্দিনী।
যথায় ভিক্ষার তরে আসিয়াছ, হায়,
একটু দয়ার লেশ নাহিক তথায়!
উত্তপ্ত মাথার পরে ছায়া সুশীতল
ঢালিতে, এখানে হায় নাহি তরুদল ;
এই কোলাহল মাঝে জুড়াইতে কান
পাখিরা এখানে হায় গায়না'ক গান ;
এই দুর্গন্ধের মাঝে জুড়াতে নাসিকা।
হেথা হায় ফুটেনা'ক কুসুম-কলিকা।
ফিরে যাও ফিরে যাও থেকনা হেথায়,—
বজ্র হানে একে হেথা অন্যের মাথায় ;
এতটুকু স্বার্থসিদ্ধি করিবার তরে
পাপে পাপে করে খেলা অন্তরে অন্তরে ;
হেথা ধর্ম্ম, ধর্ম্ম নহে, আচ্ছাদিত পাপ,
কথাগুলি, কথা নহে, স্বার্থের প্রলাপ।
ক্ষণেক ভাবিল বালা আপনার মনে ;—
"ফিরে যা'ব ? ফিরে গিয়া কমলার বদনে

কি দিব তুলিয়া ? যবে হাসিয়া কাতরে
মুখ পানে চেয়ে বালা, সুমধুর স্বরে
চাহিবে চারটী ভাত, হায়রে তখন
কি ব'লে বুঝা'ব তা'রে ? বিশাল নয়ন
ফাটিয়া, দুঃখের ধারা জানাবে যখন
নিদারুণ হৃদয়ের করুণ রোদন ;
মাতা হ'য়ে কেমনে তা দেখিব চাহিয়া ?
এখনি ভাবিতে হায় ফেটে যায় হিয়া !"
দয়াময়, যে দয়ায় তনয়া এমন
দিয়াছ আমারে নাথ, আজিকে এখন
সেই করুণার কিছু করিয়া প্রদান,
বাঁচাও আহার-দানে বাছার পরাণ।
কত লোকে, কত চায়,—কত ঘরবাড়ি
কত অশ্ব, কত হাতি, কত পাল্কি গাড়ি,—
অভাগিনী আমি নাথ, অন্য কিছু আর
নাহি চাই, পাই যদি দিনে একবার
ক্ষুধার্ত্ত কন্যার তরে আহারীয় দু'টী ;—
একটু দেখিতে তা'রে এক দণ্ড ছুটী।"
এতেক ভাবিয়া বামা উঠিল আবার ;
দুর্ব্বল হৃদয়ে পুনঃ হইল সঞ্চার

আশার একটু বল ; আশ্বাসে আশ্বাসে
নিশ্বাস ফেলিয়া অন্য দোষারের পাশে
দাঁড়াইল অভাগিনী ; ডাকিল কাতরে,—
'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও' ;—বাহিরে ভিতরে
ব্যঙ্গ ক'রে প্রতিধ্বনি করিল উত্তর,—
'ভিক্ষা দাও, ভিক্ষা দাও"—কিছুক্ষণ পর
নির্দ্দয় ভবন পুনঃ হইল নীরব ;
দুঃখিনীর যত আশা নিভে গেল সব।
আবার আশায় ভুলি' ভগ্ন মনোরথে
অন্তহীন নগরের অকরুণ পথে
অগ্রসর দীনা বামা ; অন্য এক দ্বারে
চলৎশকতিহীন বিষাদের ভারে
দুঃখের পসরা ল'য়ে দাঁড়া'ল দুঃখিনী ;
দ্বারের নিকটে এক দেখিয়া কামিনী,
উপহার দিয়া তা'রে নয়নের জল,
পাতিয়া আশায় পূর্ণ শীর্ণ করতল,
যাচিল কাতরস্বরে ;—"আমি গো দুঃখিনী,
রাখিয়া নির্জ্জন ঘরে ক্ষুধিত নন্দিনী,
আসিয়াছি কত কষ্টে সুদূর নগরে ;
যাচি মাগো ভিক্ষা কিছু তনয়ার তরে"।

দারুণ রোদনে দয়া হ'ল না নারীর,
কহিল, প্রখর ক্রোধে উচ্চ করি' শির ;—
"দূর হ,' দূর হ,' দূরে পাপিষ্ঠা অভাগি
চুরির আশায় বুঝি আসিয়াছ মাগি।"
হায়, চুরি!—কেন চুরি সংসার-ভিতরে ?
জান কি তোমরা হায়, কেন চুরি করে
দরিদ্র মানব যত ? করি অপহার
পরিতে দেখেছ কা'রে সুবর্ণের হার ?
অতৃপ্ত তৃষ্ণার তাপে, ক্ষুধার অনলে
ঘরে ব'সে অহরহ পেট যার জ্বলে ;
ঘরে ব'সে দেখে যারা রাহুর মতন
সন্তানের চাঁদমুখ গিলে অনশন ;
তাহাদের অন্তরের নিদারুণ জ্বালা
একদিন বুঝা দেখি ; মুকুতার মালা,—
বিন্দু বিন্দু অহঙ্কার যেন হার গাথা,—
ছিঁড়িয়া ঘুচাও দেখি, দুঃখীদের ব্যথা ;
দেখিবে, দু'দিন পরে চুরি অপহার
সংসারের অভিধানে থাকিবে না আর।
'চোর,' 'অপহারী,'—এত নির্দ্দয় মানব।
তোমাদের(ই) সৃষ্ট এক বিকট দানব!!

দুর্মুখীর তিরস্কার করিয়া শ্রবণ
অপমানে দীনা বামা করিল রোদন ;
ভাবিল,—'খা'বনা আর যা'বনা ভিক্ষায়,
পাপ প্রাণ রাখিব না নরের দয়ায় ;
বরঞ্চ সহিবে ভাল চির অনাহার,
স'বে না এরূপ তবু মিথ্যা তিরস্কার ;
ফিরে যাই, ফিরে যাই আপনার ঘরে।
ফিরে গিয়া কি দেখিব ? ঘরের ভিতরে
শুষ্কমুখে ব'সে আছে তনয়া আমার,
ভাবিতেছে, গিয়া আমি করা'ব আহার।
না, না, না, হ'বে না ফিরা, হই অগ্রসর
অবশ্য, অবশ্য কেহ হইবে কাতর
দেখিয়া আমার দশা ; দুঃখের কাহিনী
শুনিলে, আহার দিবে বাঁচাতে নন্দিনী !'
এতেক ভাবিয়া, করি' আশায় নির্ভর,
অভাগিনী ক্লান্তপদে হয় অগ্রসর।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

পাঠক! বামার কথা থাকুক্ এখন।—
একবার চল যাই রাজার ভবন;
পরিধানে চাপকান, শিরে পেঁচ বাঁধা,
হরকরা, জমাদার, সিপাই, পিয়াদা,
করিয়া লঙ্ঘন, চল রাজার সভায়;
মণিময় কনকের আসনে, যথায়
শত 'হুজুরের' মাঝে জুজুর আকারে
ব'সে মহা নরপতি শরীরের ভারে
করে হাঁস ফাঁস; যথা স্তাবকের দল
শ্রবণ-বিবরে তাঁ'র ঢালে অবিরল
অর্থ-আশে অর্থশূন্য অমোঘ বচন;
হাসি যথা হাসি নয় কর্ত্তব্যপালন;

যথা রাজশির'পরে হীরক উজ্জ্বল,
অথবা অভাগাদের নয়নের জল,
করে ঝল মল প্রতি হাসির তরঙ্গে,
—প্রীতিময় প্রশংসার মধুর প্রসঙ্গে।
ওই দেখ, নরপতি উপেন্দ্রকিশোর,
স্তাবকের বচনের নেশায় বিভোর,
হেলাইয়া ভীম দেহ করে ধূমপান,
নীচে প'ড়ে ফেটে মরে দুঃখী উপাধান।
আজিকে ফুটেছে হাসি রাজার অধরে,
—ধরে নাই এত হাসি বিশাল উদরে।
আজি কিছু আমোদের হ'বে আয়োজন;
—নাটকের অভিনয়ে রাত্রি জাগরণ,
নিশীথের অন্ধকারে আলোর বাহার,
বাবুদের নিমন্ত্রণে অযথা বাহার।
রাজাদের উহাতেই হয়গো আহ্লাদ॥
অহর্নিশ তাহাদের অনন্ত বিবাদ
শান্তিময়ী শোভাময়ী স্বভাবের সনে;
স্বভাবের সুনিয়ম দলিতে চরণে,—
অত্যাচারে জাগরণে অখাদ্য ভোজনে
রাজাদের বুঝি হায় তৃপ্তি হয় মনে।

ইচ্ছা যাহা ইচ্ছাধীন ভূপতির দল
করুক্ তা ; আমাদের নাহিক সম্বল
প্রকৃতির প্রতিকূলে করিতে উত্থান ;
আত্মঘাতী আমোদের মধুর আহ্বান
শুনিব না কানে মোরা ; নয়নের দ্বারে
আসিলে সুনিদ্রা, কভু ফিরা'ব না তা'রে ;
স্বাস্থ্য আর উদারতা পূরিব আদরে
উদরের অর্দ্ধশূন্য ক্ষুধিত বিবরে ;
নদীর তরল জলে মিটা'ব পিপাসা ;
—এই শুধু, আমাদের হৃদয়ের আশা।

তুলিয়া, উপাধি যত, তত খানি হাই
উপেন্দ্রকিশোর রাজা-কে, সি, এস্, আই,—
উঠিয়া আসন ত্যজি,' কষ্টে ধীরে ধীরে
বহিয়া ভুঁড়ির বস্তা, আসিলা বাহিরে।
হরকরা, আরদালী, করি গোলমাল
অমনি হাঁকিল ভয়ে, "সামাল সামাল"
নীরব সরসী-বক্ষে নামিলে বারণ,
কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম কম্পিত যেমন
সলিলের সঞ্চালনে ; তেমনি এখন,
সহসা রাজার মূর্ত্তি করিয়া দর্শন,

আরক্ত পাকুড়ি যত উঠিল কাঁপিয়া।
কেহ জোড় হস্তে, কেহ দুরু দুরু হিয়া,
কেহ থর থর কাঁপি' হা-করা বদনে
দাঁড়াইল ধীরে আসি রাজার সদনে।
রাজা! রাজা!—রাজা যেন কি এক জিনিষ!
রাজা যেন নর নয়—বনের মহিষ!!
ভূপতি জলদ নাদে নাদিলা তখন,—
"শোন্, শোন্, তোরা সব আমার বচন;—
আজিকে বিশেষ মতে কর্ আয়োজন
অভিনয় উৎসবের; কর্ নিমন্ত্রণ
আম্‌লা বাবুর দলে আহারের তরে;—
যেথা চাই, জ্বাল্ আলো বাহিরে ভিতরে।"
অমনি, একটী দ্বীপ, জ্বালিলে যেমন
আলোকিত হয় তা'তে সমস্ত ভবন,
তেমনি, রাজার সেই অধরের হাসি
সমস্ত অধরে ওই উঠিল প্রকাশি'।
রাজার আদেশ সব করিয়া শ্রবণ
আহ্লাদে অধীর হ'ল রাজপরিজন।
রাজার আদেশমত সাজাতে ভবন
হইল প্রস্তুত সবে; কেহ নিমন্ত্রণ

করিতে হইল ব্যস্ত বাবুদের দলে ;
গাড়ি ঠিক করিবারে রাজ-আস্তাবলে
পাঠা'ল আদেশ কেহ ; কুসুম-পল্লবে
করিল আসর-সজ্জা কেহ কলরবে।—
—হায়রে হীরক, মুক্তা, কনক, জহর,
ঘরে যার ঝক্ মক্ করে নিরন্তর,
সেও উৎসবের দিনে বুঝে একবার
বনের পাতার ফুলে আছে সে বাহার।
ঝুলাইয়া মালাকারে জবা গাঁদা ফুল
সিংহ-দ্বারে ফুলসজ্জা হইল অতুল ;
বাঁধিয়া কোমর যত রাজভিস্তিগণ,
রাস্তায় সুগন্ধি জল করিল সিঞ্চন ;
রজতের দীপাধারে, না হতে আঁধার
জ্বলিল শতেক দীপ প্রাসাদে রাজার।
পাহারার কাণে কাণে হইল আদেশ,
"অনাহূত দুঃখীদের নিষেধ প্রবেশ"।
এইরূপে উৎসবের হ'ল আয়োজন,
এইরূপে ভৃত্যদল উৎসবে মগ্ন।
ব্যস্ত রাঁধুনীর দল রন্ধনশালায়,
উৎসবের কোলাহল একটু বাড়ায় ;

হত্যাকালে ছাগ মেষ প্রাণের জ্বালায়
আরও একটু হায় যোগ দিল তায় ;
পাহারার অত্যাচারে ফটকের ধারে
দুঃখীদের হাহাকার, উৎসব চীৎকার
মাত্রাপূর্ণ যোগদান করিল এবার !
রাজার ধরেনা হাসি হৃদয়েতে আর ! !
—বায়ুমুখে পাল ভরে তরীর মতন
আহ্লাদে সমস্ত পুরী করিল ভ্রমণ।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

প্রকাণ্ড প্রাসাদ প্রান্তে হ'ল প্রতিঘাত
আনন্দের কোলাহল ; নীরব নির্বাত
অন্তঃপুর অবরোধ করিয়া লঙ্ঘন
তুমুল বহিল তথা আনন্দ-পবন।
অগ্রে দাসীদের পরে মহিষীর হিয়া
আনন্দের সমীরণে উঠিল কাঁপিয়া।
—প্রভাতের বাতস্পর্শে পদ্মিনী যেমন,
তেমনি আমোদ-স্পর্শে প্রত্যেক বদন
হাসিতে উঠিল ফুটে ;—ধবল দশন
সৃজিল গৃহের মাঝে মল্লিকা কানন।
মহারাজ, অপরাধ করিও মার্জ্জনা,
অন্তঃপুর অবরোধে শতেক অঙ্গনা

বসিয়া যথায়, তথা করিব প্রবেশ,
দেখিব ললনাদের উৎসবের বেশ।
চিকের আড়াল হ'তে রূপের বাহার
খুলিবে কেমন করে; স্বর্ণ-অলঙ্কার
চিক-মেঘ অন্তরালে, চিকুর হাসিয়া
কেমনে মোহিবে নর-নয়ন ধাঁধিয়া;
ভাবি তাই পুরাঙ্গনা, কত-অলঙ্কার
শত সূর্য্যপ্রভা মাখা কত সূর্য্যহার,
অনন্ত বলয় কত, কত বাজু চিক
জসম, তাবিজ, চূড়—জানিনা অধিক,—
প্রকোষ্ঠে হৃদয়ে কণ্ঠে বাঁধিল যতনে;
বাঁধিতে পুরুষ-আঁখি কনকের সনে।
কেহ এলাইয়া চুল, দোলাইল ফুল
মালা গেঁথে; কেহ অঙ্গে পরিল দুকূল,
অঙ্গ দেখাইবার তরে; কেহ সযতনে
নিভৃতে আপন ঘরে বসিয়া গোপনে,
বয়সে মলিন গণ্ড আলতার রঙে
আরক্ত করিল কিছু; অভিনব ঢঙে
কবরী বাঁধিল কেহ,—পড়িল ঝুলিয়া
কাল-ফণী-সম, অভাগা নরের হিয়া।

দংশিবার ছলে যেন ; অসহ্য হইল
কাহার কুন্তল কাল, তাই জড়াইল
রজতের ফিতা এক বেণীতে তাহার ;
ধরিল মাথায় কেহ অলঙ্কার ভার।
এইরূপ সজ্জা করি,' বেড়াইয়া পুরী,
মুকুরে দেখিল নিজে রূপের মাধুরী।—
—সবাই সবারে দেখে, মনে হ'ল ঠিক
সকলের চেয়ে তার লাবণ্য অধিক।
দাসীরাও কর্ত্রীদের পাইয়া আদেশ
উৎসাহে পরিল ত্বরা উৎসবের বেশ ;—
কণ্ঠতলে কণ্ঠী দিল, বাহুতে অনন্ত,
মিশিতে রঞ্জিত হ'ল বিকশিত দন্ত ;
সাদা সাদা বস্ত্রমধ্যে চিকণ চিকণ,
কাল কাল মুখে তৈল করিয়া লেপন
শোভিল দাসীর দল ; সার্থক নয়ন
দেখিয়া তা'দের রূপ, তা'দের বচন।
রাণী কই ? চল যাই রাণীর আলয়ে,
দেখে আসি মহারাণী প্রফুল্লহৃদয়ে
সাজাইল কিবা বেশে কমনীয় কায়া,
দেখে আসি চুপি চুপি রাজাদের জায়া

সুন্দরী কেমন ,—আহা কতই না জানি
রূপবতী হ'বে বুঝি রাজাদের রাণী।
অপরূপ রূপ যার বাঁধিবার তরে
ভূপতির আজ্ঞামতে, বীর দর্পভরে,
অতি ঊর্দ্ধে নভো'পরে উচ্চ করি' শির,
প্রকাণ্ড শরীর ল'য়ে দাঁড়া'য়ে প্রাচীর,
না জানি তাহার রূপ আশ্চর্য্য কেমন,
না জানি বিধাতা কোন্ করেছে সৃজন
রাজাদের রাণীদের ;—মোদের শরীর
যে বিধাতা, সেই কিরে রাজার রাণীর
কমনীয় বর দেহ করিলা সৃজন ?
—চল যাই দেখে আসি মহিষী কেমন।
রাণী কই ? অই দেখ অলঙ্কারে ঢাকা
একখানি ছবি, যেন দেয়ালেতে আঁকা ;
—ছবি শুধু ;—ভালবাসা দয়া মায়া স্নেহ
কিছু নাই ;—আঁকা শুধু একখানি দেহ।
অথবা বেশের যেন একটী কামনা
রয়েছে প্রাচীরে আঁকা ; অথবা গহনা
জীবন্ত হইয়া যেন পেতেছে দোকান
কিনিতে রাজার এক এলো মেলো প্রাণ।

হেন রাণী একাকিনী উৎসব সজ্জায়
আপন প্রকোষ্ঠে বসি' শরীর সাজায়।
কণ্ঠ হতে ছিঁড়ে শিশু, দাসীর গলায়
পরাইয়া তাহা, নিজে পরিল তথায়
উজ্জ্বল হীরক এক ; মস্তক উপর
ঢাকিল অলকা-শোভা মুকুট সুন্দর ;
হাতের লাবণ্যটুকু করিয়া হরণ
প্রকোষ্ঠে পরিল বেড়ী—বলয় কঙ্কণ ;
বুকের সে কোমলতা ঢাকিতে যতনে,
পরিল শতেক বজ্র জড়িত কাঞ্চনে ;
শত ছিদ্র ঝর ঝরে দুইটী শ্রবণ,
ছিদ্রে ছিদ্রে কর্ণভূষা করিয়া ধারণ
ফলন্ত লতার মত পড়িল ঢুলিয়া।
হায় রাজা, ধিক তব নিদারুণ হিয়া ;
রাণীর নাসিকা, দুষ্ট গরুর মতন
দিয়াছ ফুঁড়িয়া কেন ?—দেখরে নয়ন,
সে ছিদ্রে ধরেছে রাণী কতখানি ভার,
হীরাতে মতিতে বাঁধা কত অলঙ্কার।
পায়ে ও কি ? স্বর্ণ বেড়ী ;—উন্নত প্রাচীর
বাঁধিতে অক্ষম বুঝি ক্ষুদ্র রমণীর

আকাঙ্ক্ষা দুর্জ্জয়, তাই রাজার শাসনে
রাণীরা সোণার বেড়ী পরিবে চরণে
সামান্য চোরের মত ? রাজার রমণি,
হায় একি দশা তব ?—আমার ব্রাহ্মণী
না পরুক হার বালা, না পরুক চিক,
তথাপি তোমার চেয়ে সুখী সমধিক।
এইরূপ সজ্জা করি', না হ'তে আঁধার,
না হ'তে সে অভিনয়, রাজার সংসার
আসিয়া চিকের পাশে ধরিল বচন,
চুপি চুপির চীৎকারে ছাইয়া ভবন।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

অস্তমিত দিনমণি ;—সমস্ত সংসার
এখনি রজনী এলে হইবে আঁধার।
ভানুর কিরণগুলি আকাশের সনে
করিছে আবির-খেলা ;—যেন বৃন্দাবনে
হাস্যময়ী জ্যোতির্ম্ময়ী গোপ-বালাগণ,
কানায়ের কাল গায়ে করিছে লেপন
দোলের আবিররাশি ; যেন নভোতল
হৃদয়ে ধরিবে বলে চন্দ্রমা উজ্জ্বল
আহ্লাদে হয়েছে রাঙা ; রাজার ভবন
রাজাদের(ই) মত এক উজ্জ্বল বরণ
কনকের শিরশোভা ধরিয়া মাথায়,
দিনান্তে দিনেশে দিল দুঃখের বিদায়।

একে একে ছুয়ে ছুয়ে পারিষদ দল
উৎসব-আলয়ে আসি' করিল চঞ্চল
চিক ঢাকা চোখগুলি ;—সুনীল গগনে,
একটী একটী তারা হিমাংশু দর্শনে
উজ্জ্বল হইল যেন ; উজ্জ্বল চঞ্চল
রমণীর আঁখিগুলি কত বক্ষঃস্থল,
চোগা চাপকানে ঢাকা, চেনেতে সজ্জিত,
অশ্বত্থ পাতার মত, করিল কম্পিত ;
চিক পাশে রমণীর কটাক্ষ উৎসব
অচল করিল কত নয়ন-পল্লব।
রাজবাটী পরিপূর্ণ হইল এখন,
সৃজন হইল যেন মানব-কানন
রাজার ভবন মাঝে ; কে করে গণন
কত পাল্কি, কত গাড়ি, কত লোকজন,
রাজার প্রাসাদে আজ করে আগমন
উৎসব দেখিতে, কিম্বা দেখাতে আপন
অপূর্ব্ব মহার্ঘ বেশ ; কত চেন, হার,
অঙ্গুরীয়, উত্তরীয়, করিল উদ্গার
গর্ব্বের উজ্জ্বল রশ্মি, কত পরিমল
উৎসবের সভাতল করিল বিহ্বল

বিতরিয়া সৌরভের দুর্গন্ধ বিষম ;
তীক্ষ্ণ পরিমলরাশি দুর্গন্ধের সম
মানবের নাসিকায় নহে তৃপ্তিকর,
মোহে না সৌরভ তীক্ষ্ণ মানব অন্তর।
প্রকৃতি আপনা হ'তে যতটুকু সুখ
দিবে তোমা, হে মানব হয়োনা বিমুখ
আদরে লইতে তাহা ; ভুলিয়া আপনা
তাহার অধিক কিছু কর' না কামনা ;
মল্লিকা গোলাপ ফুলে আছে যে সৌরভ;
তা'ই ঢের, তা'র বেশী নির্ব্বোধ মানব
কর' না কামনা কিছু ; আমোদের তরে,
ডুব'না কষ্টের এক অনন্ত সাগরে।
প্রাসাদের সিংহদ্বার করি' অতিক্রম,
এখন(ও) তুমুল রবে হয় সমাগম,
ধনীর পশ্চাতে ধনী, গাড়ি তা'র পর,—
আর(ও) ধনী, আর(ও) গাড়ি ; প্রফুল্ল সুন্দর
ফুলিয়াছে কোন ধনী চোগা চাপকান
পরিধান করি ; কেহ বস্ত্রের দোকান
বেঁধেছে আপন পিঠে ; দিয়েছে নয়নে
চস্‌মার ঠুলি কেহ ; কেহ সযতনে

গেঁথেছে পাষাণ বুকে কুসুমনিচয়,
—কুসুমের কোমলতায় কঠিন হৃদয়
লুকায়ে রাখিতে বুঝি।
হে দরিদ্রগণ,
বিশুষ্কবদনে আজি কেন অকারণ,
স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কটকের ধারে,
ডুবে মর অকরুণ বাবুর পাথারে ?
তোমরা কি ভাবিয়াছ বস্ত্রের ভিতরে,
লুক্কায়িত আছে হায়, তোমাদের তরে,
একটু করুণা-কণা ?—কাহার অন্তরে,
এক বিন্দু আছে জল মুছিবার তরে
কষ্টের কালিমা-রেখা ? ধীরে যাও ফিরে
আপনার অন্ধকার নীরব কুটীরে।
পাইবে সলিল-ভিক্ষা অনল-সদন,
তথাপি একটু শুধু করুণ বচন
পা'বেনা এদের কাছে ; জানিও নিশ্চয়,
ধনীর হৃদয় নয় সামান্য হৃদয়।
ফিরে যাও, ফিরে যাও ;—কেন অকারণ
দাঁড়াইয়া পথ-পাশে করিছ রোদন ?
কে তুমি গো কাঙ্গালিনি কটকের ধারে,
ভাসিতেছ দাঁড়াইয়া নয়ন-আসারে ?

কেগো তুমি ? বামা নাকি ? এখানে এখন
দাঁড়াইয়া কেন হায় করিছ রোদন ?
পাও নাই কি গো তুমি তনয়ার তরে,
পথে পথে সারাদিন ভ্রমিয়া সহরে,
আহার-সামগ্রী কিছু ? তাই কি এখন
ভিক্ষাতরে আসিয়াছ রাজার সদন ?
বৃথা আসা ; বৃথা আশা ; যারে কাঙ্গালিনি,
ফিরে গিয়ে কোলে নেরে প্রাণের নন্দিনী।
রাজার বাটীতে আছে আলোর বাহার,
কাঙ্গালের তরে কিছু নাহিক আহার ;
দ্বারবানে রক্ষা করে রাজার শ্রবণ,
পশিতে দেয় না তথা দুঃখীর রোদন ;
দেখিও তোমার যেন নিদারুণ রব,
আমোদে ব্যাঘাত দিয়ে ভাঙ্গে না উৎসব।
একি এ ঘর্ঘর রব,—সামাল সামাল,
যে যথা আছিস্ যত দরিদ্র কাঙ্গাল ;—
উৎসবের নিমন্ত্রণে ভূপতির বাড়ী
আসিছে দারুণ বেগে একখানি গাড়ী।
ফটকরক্ষক ! হায়, মিনতি তোমায়,
এখন দিওনা হাত দুঃখীর গলায় ;

তোমার ও নিদারুণ ধাক্কার তাড়ায়
এখনি পড়িবে কেহ ঘোড়ার তলায় ;—
মের না, এখনি সবে ফটক ছাড়িয়া,
আপনি আপন পথে যাইবে চলিয়া।
শুনিল না দ্বারবান কঠিন-পরাণ
দুঃখীদের অতি ক্ষীণ দয়ার আহ্বান,
কঠিন যষ্টির হায় দারুণ প্রহারে
বিতাড়িত ব্যতিব্যস্ত করিল সবারে।
বামা, বামা, সাবধান! নির্দ্দয় প্রহার
একটু সহিয়া থাক ; শতেক প্রকার
সহিয়াছ কষ্ট তুমি নির্দ্দয় সংসারে,
আজিকে প'ড়না ঢলে রক্ষীর প্রহারে ;
অই দেখ, তীব্র বেগে, নিতান্ত নিকট,
ভীষণ ঘর্ঘর রবে, নির্দ্দয় শকট
আসিছে তোমার দিকে, হও সাবধান,
করিবে নিঃশেষ বুঝি দুঃখের পরাণ!

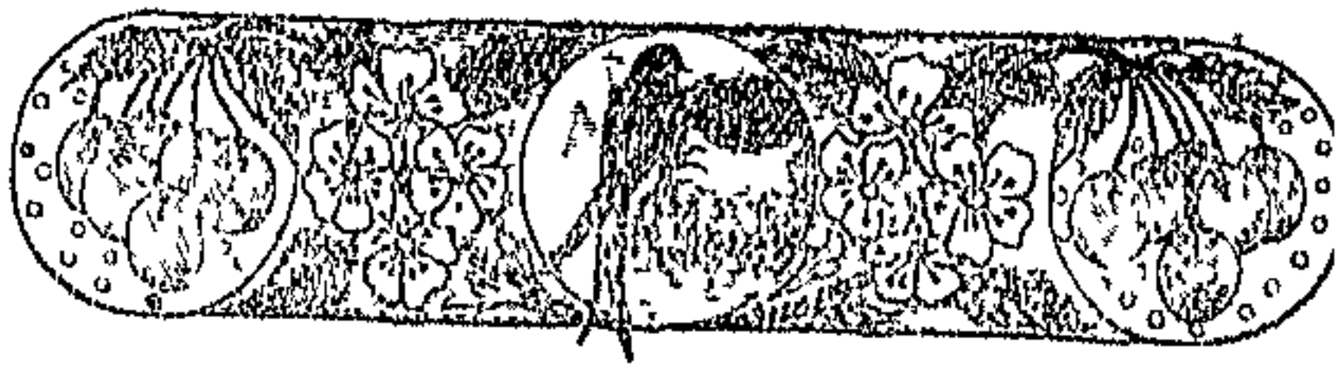

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

একটী সুদীর্ঘ পথ চলেছে চরণ,
অকরুণ অরুণের দারুণ কিরণ
সহেছে মাথায় বামা ; প্রাণের ভিতরে
বহেছে দুঃখের বোঝা সারাদিন ধরে ;
নির্দ্দয় প্রকাণ্ড এক সহর বাজারে,
করেছে করুণা-ভিক্ষা দোয়ারে দোয়ারে ;
অবসন্ন ক্লান্ত দেহে রক্ষীর প্রহার
দুঃখিনী সহিতে হায়, পারিল না আর ;—
ছিন্ন বল্লরীর মত, প্রহারের ঘায়,
ক্ষীণ দেহ লুটাইয়া পড়িল ধুলায়।
অমনি তীরের মত, বামার উপরে,
আসিয়া পড়িল গাড়ী ; নিদারুণ স্বরে,

বুকফাটা বেদনার করুণ রোদন,
একবার শুধু সবে করিল শ্রবণ ;
সভয়ে তাহার পর করিল দর্শন,
হস্তিপদতলে ছিন্ন পদ্মের মতন,
রক্তাক্ত একটী দেহ রহেছে পড়িয়া ;
অদূরে ছুটেছে গাড়ী উৎসবে মাতিয়া।
কে বলিবে, গর্ব্ব তলে, কত দেহ হায়,
মিশায়েছে এইরূপে মাটীতে ধূলায়।
'বামা, শুইয়াছ কিগো জনমের তরে,—
আর কি জনমে হায়, আপনার ঘরে
যাবে না ফিরিয়া তুমি ? একাকী যথায়
আছে গো তোমার বালা, এ জনমে হায়,
যাবে না কি তথা, শুষ্ক বালার বদন
বুকের মাঝারে ধ'রে করিতে চুম্বন
যাবে না ?—যাবার কিগো নাহিক শকতি,
দেখিতে সে তনয়ার প্রসন্ন মূরতি ?
নিরমল স্নেহভরা বুকটী ফাটিয়া,
সে অগাধ স্নেহরাশি গেছে কি চলিয়া ?
বলদেখি একবার পাষণ্ড মানব,
বিভবের সনে এই নির্দ্দয় গৌরব,

কে দিয়াছে তোমার ও হৃদয়ে পূরিয়া ;
—কে গঠিল তোমার ও পাষাণের হিয়া।
আজিকে যে হৃদয়টী অবহেলা ক'রে,
খানিকটা বিভবের অহঙ্কার ভরে,
দলিত করিলে হায়,—তোমার সংসারে,
তোমার যে অত্যুজ্জ্বল অর্থের আগারে
নাই তাহা ;—অর্থ দিয়া পাবে না কিনিতে
তেমন জিনিস এই নশ্বর মহীতে।
স্নেহে ভরা বক্ষঃস্থল প্রেমের পরাণ
জানিও, স্বর্গের চেয়ে বেশী মূল্যবান ;
জান কিহে ধনগর্ব্বি ? শকটের তলে
নিদারুণ নিষ্পেষিত তপ্ত বক্ষঃস্থলে
যে ধন লুকান ছিল, ধন বিনিময়ে,
কুবেরের ঘরে, কিম্বা ইন্দ্রের আলয়ে,
কোথাও মিলেনা তাহা। তোমার হৃদয়,
আকাঙ্ক্ষায়, কামনায়, সদা অগ্নিময় ;
কেমনে বুঝিবে তুমি বামার হৃদয় ?
তাহাতে দর্পের এক অনন্ত নিরয়,
ক্রোধের অনলকুণ্ড হিংসার শ্মশান,
কামনার রক্তস্রোত চির বেগবান,—

কিছু নাই ;—আছে শুধু শিশিরের জলে
বিধৌত, অমল শুভ্র ফুল্ল ফুলদলে
গড়া, স্নেহ একখানি,—পবিত্র কোমল ;
আছে শুধু স্বচ্ছতোয়া, চির সুশীতল,
কষ্টের উপলাঘাতে মধুরনাদিনী,
অপত্য-স্নেহের এক ক্ষুদ্র নির্ব্বারিণী ;
আছে শুধু হৃদি জুড়ে পূর্ণ ভালবাসা,
আলোকে উজ্জ্বল ক'রে দুঃখের নিরাশা।
একবার দুঃখী বামা করিল যতন,
অতি ক্ষীণ দেহখানি করি' উত্তোলন,
দিনান্তে সূর্য্যের কাছে মাগিতে বিদায়
চির তরে ; চির তরে ক্ষুদ্র অসহায়
তনয়ারে সমর্পিতে, অকরুণ হিয়া
ধরার নির্ম্মম করে ; ভাবিল কাঁদিয়া,
কাতর বালার মুখ জলহীন ঘরে,
কাতর বালার হাসি বিশুষ্ক অধরে।
হায় হায় অভাগিনি বৃথা আশা তোর।
একখানি ভগ্ন বুকে যত টুকু জোর
ছিল তা'র, সব টুকু করিয়া সঞ্চয়
অসহায় রুধিরাক্ত দুঃখের হৃদয়.

ক্ষীণ দেহখানি তার, বামা অভাগিনী
পারিল না উঠাইতে ; প্রাণের নন্দিনী,
অনাহারে অন্ধকারে দুর দুর হিয়া,
অসহায় একাকিনী রহিল পড়িয়া ;
এ জনমে, ফিরে বামা আপনার ঘরে,
প্রাণের অধিক প্রিয় বালার অধরে,
স্নেহের চুম্বন হায় করিবে না আর ;
দিনান্তে ফিরিয়া ঘরে দুঃখিনী কন্যার,
বিষাদের হাসিটুকু, আনন্দের ধার,
কোমল আঁখির কোলে দেখিবে না আর।
ফুরাইল সব, খালি দারুণ উৎসব,
বাবুদের আমোদের ঘোর কলরব,
রহিল পড়িয়া একা ; স্নেহের প্রদীপ—
—পৃথিবীর বুঝি তাই সপ্তম ত্রিদিব,
নিভিল বামার সাথে ; যাতনার রব,
তপ্ত শোণিতের বেগ, ফুরাইল সব।

নবম উচ্ছ্বাস।

নীরব নির্জন ঘরে, বামার নন্দিনী
'খেলি'ছে আপন মনে বসি' একাকিনী ;
জানে না, জননী তার দুঃখের কুটীরে,
এ জনমে কভু আর আসিবে না ফিরে।
জানে না, আজিকে যারে দিয়াছে বিদায়
সন্ধ্যাকালে, কুটীরে সে আসি পুনরায়,
দিবেনা তাহার মুখে ক্ষুধার আহার—
চুমিবে না দুটী গাল শত শত বার।
হায়রে, বালিকা ক্ষুদ্র জানিবে কেমনে
দুর্জ্ঞেয় বিধির বিধি ? এতটুকু মনে,
এত কথা শিশু বালা পারেনা ভাবিতে ;
অথবা সে অন্য কিছু চাহে না জানিতে ;

হৃদয়ে বিশ্বাস তার, 'হইলে আঁধার,
আহার লইয়া হাতে, জননী আবার
নিশ্চয় ফিরিবে ঘরে ;—সুস্থির অন্তর,
সুখের বিশ্বাসে এই করিয়া নির্ভর।
সারাদিন ধ'রে হায়, বসি' একাকিনী,—
কত খেলা খেলিল যে বামার নন্দিনী ;
মালাতে লইয়া জল, কোলেতে তুলিয়া
ইটখানি,—ছেলে তা'র,—কত কি বলিয়া,
কাল কাল চুলে ঢাকা মুখখানি তা'র,
দুলাইয়া কত ছলে শত শত বার,
তরল জলের দুধ ইটের তনয়ে
পিয়াইল সযতনে ; ধরিয়া হৃদয়ে
কত পাড়াইল ঘুম ; মাতার আদরে,
করিল চুম্বন কত ইটের অধরে।
পুরাণ টিকিটগুলি ভিজাইয়া জলে
দেয়ালে আঁটিয়া দিল ; কভু কুতূহলে
তুলিয়া টিকিটখানি আপন উদরে
বসাইয়া সযতনে, আহ্লাদের ভরে
হাসিল আপন মনে ; কভু আনমনে,
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কম কুসুম-কাননে,

অস্ফুটন্ত ফুলগুলি নয়ন ফেলিয়া
ফুটিয়া উঠেছে কিনা আসিল দেখিয়া।
বেলা গেল ; এইবার বালার জননী
ফিরিয়া আসিবে ঘরে ; সমস্ত রজনী,
ঘুমাইবে অভাগিনী জননীর পাশে ;
জননীর মুখখানি দেখিবার আশে,
আগড়ের পাশে আসি' দাঁড়াইল বালা,
আহ্লাদে ভাবিল হায়, উদরের জ্বালা
নিভাইতে খাদ্য দিতে বালার বদনে,
এখনি জননী তা'র আসিবে ভবনে।
কই এল, শুত শুধু পতিত পাতার,
বৈকালের সমীরণে কম্পিত লতার,
মধুর মর্ম্মর রব ; শুত শুধু হায়,
পাখীর পক্ষের রব গাছের শাখায়।
এখন(ও) হয়নি সন্ধ্যা, হয়নি আঁধার,
আরও একটু পরে জননী বালার,
ফিরিয়া আসিবে ঘরে ; আসিয়া, বালারে
আদরে রাখিবে চেপে বুকের মাঝারে।
সন্ধ্যা হ'ল ; তারাগুলি সুনীল আকাশে,
আসিয়া দাঁড়া'ল অই শশাঙ্কের পাশে ;

পাখীগুলি, একে একে, শাবকের তরে,
মুখে ক'রে খাদ্য ল'য়ে ফিরে এল ঘরে ;
গাছগুলি, লতাগুলি, গোপনে গোপনে,
খদ্যোতের দীপগুলি জ্বালিল কাননে।
চারি বছরের মেয়ে, সন্ধ্যার আঁধারে,
একলা নীরবে অই আগড়ের ধারে,
পারে না থাকিতে আর ; উদরের জ্বালা,
পারে না সহিতে আর অভাগিনী বালা।
কেগো তুমি, বামা নাকি ? বালার জননী ?
—ফিরে এলে ?—এতক্ষণে দেখিয়া রজনী,
বালারে পড়েছে মনে ?—ছুটে গেল বালা !

* * * *

কেহ নাই, কেহ নাই,—জ্যোছনার আলা,
গাছের আড়ালে শুধু করে ঝল ঝল,
বালার প্রাণের আশা করিতে বিফল।

রাত্রি এল ; তবে কিগো বালার জননী
ফিরে আর আসিবে না ? তবে কি এমনি,
বিশুষ্ক বদনে বালা, বেড়াটী ধরিয়া,
সারা নিশা, একাকিনী রবে দাঁড়াইয়া ?

তবে কি আজিকে আর সারা দিন পরে,
পড়িবে না ভাত দু'টী বালার উদরে ?
তবে কি সমস্ত স্নেহ গিয়াছে চলিয়া, —
বামা কি চলিয়া গেল বালারে ফেলিয়া ?
কে জানে কোথায় গেল বামা অভাগিনী,
আঁধারে ফেলিয়া ঘরে প্রাণের নন্দিনী।
আঁধারে, নীরব ঘরে, কম্পিত-অন্তরে,
কত কথা ক্ষুদ্র কন্যা ভাবিল কাতরে ;
—আশার আলোক, কত নিরাশার ছায়া,
কম্পিত করিল ক্ষুদ্র বালিকার কায়া।
একটু আলোর মত, দুরু দুরু হিয়া,
কতবার গৃহদ্বারে আসিল ছুটিয়া ;
কতবার, কতবার, ধীরে,—ধীরে,—ধীরে,
একটু ছায়ার মত ঘরে গেল ফিরে।
কতবার কাণ পেতে করিল শ্রবণ
অন্ধকারে কত রব ; ক্ষুদ্র সে জীবন
কাণেই রহিল সব ; স্বপ্নের মতন,
একটী চরণধ্বনি করিতে শ্রবণ।
তথাপি তথাপি সেই দুঃখের কুটীরে,
বালার জননী হায়, এলনাত ফিরে !

আর যে নীরব ঘরে, আঁধার নিশীথে,
ক্ষুদ্র বালা একাকিনী পারে না থাকিতে।
আঁধারে, আতঙ্কে তার সুকোমল হিয়া,
দুরু দুরু ক'রে বুঝি যাইবে ফাটিয়া;
পিপাসায় শুকাইয়া, ক্ষুধায় জ্বলিয়া,
ছোট সে প্রাণটী বুঝি যাবে পলাইয়া
ছোট সে দেহটী ছেড়ে! হায়, নিরুপায়
বালারে কে দিবে খাদ্য জ্বলন্ত ক্ষুধায়,
কে দিবে একটু জল তপ্ত পিপাসায়,
কে দিবে বলিয়া তারে জননী কোথায়?

দশম উচ্ছ্বাস।

আকাশে জ্বলেনা তারা, ঢেকেছে বয়ান,
ধরায় জ্বলেনা দীপ, হয়েছে নির্ব্বাণ।
—মানুষের অত্যাচার করি দরশন,
তারাগুলি বুঝি আজ ঢেকেছে বদন ;
পাবক পাপীর চেয়ে (ও) সকরুণ হিয়া
দেখাইতে, দীপগুলি গিয়াছে নিভিয়া।
জ্বলেনা জোনাকি—আর আঁধার বিজনে,
জ্বলেনা নদীর জল চাঁদের কিরণে।
আকাশ পাতাল বন আঁধার আঁধার,
সে আঁধারে জ্বলে শুধু দু'টী অশ্রুধার
বালার নয়ন প্রান্তে।

কাঁদিছে দুঃখিনী,
কাঁদিছে নীরব ঘরে বসি' একাকিনী ;
কাঁদিছে, কাতর পদে করিয়া ভ্রমণ
পথে পথে, একখানি ছায়ার মতন ;
এতটুকু মুখখানি, ক্ষুধায় তৃষ্ণায়
শুকা'য়ে গিয়াছে হায় ; নয়নধারায়
কম্পিত হৃদয়খানি গিয়াছে ভাসিয়া ;
ক্লান্ত পদে, পথে পথে, ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
ছোট সে চরণ দু'টী হয়েছে অবশ,
তথাপি দুঃখিনী হায়, হয়নি অলস
বারেক বাহিরে যেতে মায়ের তল্লাসে,
বারেক ফিরিতে ঘরে নূতন আশ্বাসে।
চারি বছরের মেয়ে, নীরব আঁধারে,
একাকিনী, পথে পথে, তপ্ত অশ্রুধারে
ভাসিয়া, কাঁদিয়া ফেরে ; ক্রন্দনের স্বরে,
অই দেখ নিশীথিনী উঠি'ছে শিহরে।
অই শোন, কাঁদে বালা—শিশির ধারায়
কাঁদা'য়ে পাদপ-দলে, কাঁদা'য়ে লতায় ;
—নির্জ্জীব পাদপ-লতা, নির্জ্জীব কানন,
তা'রাও বালার তরে করি'ছে রোদন ;

গর্ব্বিত মানুষ তুমি, হৃদয় তোমার,
বুদ্ধির জ্ঞানের এক অনন্ত আধার,
তোমার হবে না দয়া ; তোমার নয়ন
কিগো আজ ভিজিবেনা, বালার রোদন
শ্রবণ করিয়া কাণে ?—এ নহে সম্ভব,
মানব ত নহে এক নির্দ্দয় দানব !
অই শোন কাঁদে বালা, বিশুষ্ক অধরে,
আধ স্বরে জননীরে ডাকিয়া কাতরে ;—
"আয় আয় মা আমার, ঘরে ফিরে আয় ;
এ আঁধারে ফেলে মোরে লুকালি কোথায় ?—
ক্ষুধায় বিশুষ্ক মুখ,
তরাসে কাঁপিছে বুক,
অবশ হ'য়েছে পদ ঘুরিয়া ঘুরিয়া,
আয়না মা, ঘরে আয়, আয়না ফিরিয়া।

"আর মা কাতরস্বরে চা'ব না আহার,
তোমারে ভিক্ষায় যেতে দিবনাক আর ;
ক্ষুধা যায়, তৃষ্ণা যায়,
মা গো, দেখিলে তোমায়,
কাজ কি ভিক্ষায় তোর, কাজ কি ভিক্ষায়—
আহার চাহেনা বালা, ঘরে ফিরে আয়।

"তরুবরে লতিকারে ডেকে বার বার,
সুধাইনু সমাচার জননি, তোমার ;
উত্তর দিল না তারা,
খালি নয়নের ধারা
টপ্ টপ্ শতবার লাগিল ফেলিতে ;
—কেন যে কাঁদিল তা'রা পারিনা বুঝিতে।

"সুধাইনু পাখীটীকে তোমার খবর,
আমার কথার সেত দিল না উত্তর,
কেবল বিকট ডেকে,
শাখান্তরে শাখা থেকে,
'নাই,—নাই' ব'লে যেন গেল সে উড়িয়া ;
—এখন (ও) সে রব কাণে রহেছে লাগিয়া।

"বল না মা, কাঁদে কেন তরুলতা বন,
আমার রোদন শুনে বিহঙ্গমগণ,
'নাই নাই' শব্দ ক'রে,
শাখা হ'তে শাখান্তরে,
কেন মা উড়িয়া গেল ;—তুই মা কোথায় ?
—আহার চাহেনা বালা ঘরে ফিরে আয়।"

কতই কাঁদিল বালা ; কতই কাঁদিয়া,
তরুবরে লতিকারে কাতরে ডাকিয়া
কতই কহিল কথা ; শত শত বার
সুধাইল কোথা গেছে জননী তাহার।
বালিকার দুঃখ-গীত করিয়া শ্রবণ,
নিশ্বাস ফেলিল জোরে নিশীথ পবন ;
শিশিরের অশ্রু কত করিল মোচন,
পত্রের আঁখিটী দিয়া নিশীথ কানন ;
তথাপি কেহ ত তা'রে বলিল না হায়,
অভাগিনী বালিকার জননী কোথায় !
কেঁদে কেঁদে, ডেকে ডেকে, ফুরা'ল রজনী,
তথাপি এলনা হায়, বালার জননী ! !

* * * *

পাঠক, দুঃখীর কন্যা বালারে এখন,
তোমার করুণ করে করিয়া অর্পণ,
বিদায় লইব আমি কিছু দিন তরে ;
অসহায় বালিকারে রাখিও আদরে ;
তনয়ার মুখখানি দেখিবে যখন,
মনে ক'র বালার সে করুণ বদন ;

মনে ক'র, আর দু'টী তেমনি নয়ন
চেয়ে আছে তোমা পানে,—সারাদিন পরে,
অনশন হুতাশন নির্ব্বাণের তরে ;
মনে ক'র, সেও হাসে, সেও কাঁদে কত,
তোমার সে আদরিণী তনয়ার মত ;
তাহার (ও) বুকের মাঝে কত ভালবাসা,
কত আলোময়, কত সুখের পিপাসা
দিন রাত জাগে হায় ;—একটী তাহার
পূরাইবে নাকি তুমি ?—ক্ষুদ্র সে বালার
অশ্রুধার মুছাইতে, শিশু বালিকার
বিশুষ্কবদনে দু'টী দিবে না আহার ?
তোমার ত মন নহে দয়ামায়াহীন,—
মানুষ ত নহে কভু পাষাণ কঠিন !

সমাপ্ত ।

182. No. 899.16.2

জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন
প্রণীত ও প্রকাশিত।

শ্রীকৃষ্ণপাঠশালা, ৬২।৬৩ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট—কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীআশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়।
মেট্‌কাফ্ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস,
৩৪ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

মূল্য ⁄০ এক আনা।

IMPERIAL LIBRARY
28. JUN. 18

উৎসর্গ।

যিনি মা জগদ্ধাত্রীর নাম করিলেই
ভক্তি-গদ্‌গদ-কণ্ঠ হন,
যিনি অতি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত
হইয়াও
ব্যক্তি-নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসেন,
যাঁহার চরিত্র মধুর বিনয়ে পরিপূর্ণ,
যিনি অশেষ বিদ্যার ও গুণের আকর,
সেই সাহিত্য-কণ্ঠহার কবিবর বন্ধুবর
শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র
মহাশয়ের শ্রীকর-কমলে
তদীয় ভক্তের দ্বারা
এই ক্ষুদ্র "জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল"
সাদরে অর্পিত হইল।

জগদ্ধাত্রী-মঙ্গল।

আয় মা আয় মা, আরক্তবসনা,
বালার্ক-সদৃশগাত্রি,
সিংহস্কন্ধারুঢ়া, চতুর্ভুজা দেবি,
আয় আয় জগদ্ধাত্রি!
নানা অলঙ্কারে, কি শোভন তনু!
কঙ্কণ-কিঙ্কিণীরোলে
কি মধুর ধ্বনি! মুগ্ধ শ্রোতৃহিয়া
দোলে আনন্দের দোলে।
কি লাবণ্য আহা চৌদিকে উথলে
নাগ-যজ্ঞ-উপবীতে,—
বাল-কিরণের বরমাল্য কণ্ঠে,
হাসিরাশি চারি ভিতে
ছড়াইয়া যেন, এসেছে প্রাচীতে,
হেমাঙ্গিনী উষা সতী।
এসেছে যেন গো শারদী পূর্ণিমা,
হয়ে আজি মূর্ত্তিমতী।

তুই নিখিলের আধার-স্বরূপা
আধেয়-স্বরূপা তুই—
যেই দিকে চাই, তোরি নাম রূপ—
অয়ি ত্রিভুবনময়ি !
তুই ধৃত-রূপা, সারা জগতের
তুই মা বহিস্ ভার,
অচল স্বরূপা,—বিশ্বে নাই নাই,
হেন ভাব চমৎকার !
কোটী কোটী বিশ্বে চালাও ইঙ্গিতে,—
এ যেন রে উপকথা !
অপূর্ব্ব এ দৃশ্য ! যেন রে বালিকা
কন্দুক-লীলায় রতা !
অপূর্ব্ব রহস্য ! নখের দর্পণে
কোটী বিশ্ব পরকাশ,—
ইচ্ছাময়ি, তোর ইচ্ছায় পলকে,
কোটী বিশ্ব হয় নাশ !
লো আনন্দময়ি, দরশনে তোর
ভক্ত-চিত্তে কি উল্লাস
ভ্রূকুটি-কুটিল দৃষ্টির বিক্ষেপে,
অভক্তের সর্ব্বনাশ !

ওলো লীলাময়ি, অহি হয়ে তুই
দংশিস্ দুষ্টের দেহে,—
শিষ্টজন-তরে ভরা তোর বুক,
কি মধুর মাতৃ-স্নেহে।

* * * *

এসেছিস্ যদি হৃদয়-মন্দিরে,
দয়া করি, বিশ্বরমে!
দে রে দিব্যজ্ঞান, কর্ পরিত্রাণ
এ পতিতে, এ অধমে!
তোর ওই সিংহ করিছে গর্জ্জন,
করীর সর্ব্বাঙ্গ দলি।
এ দৃশ্যেও আছে অপরূপ শিক্ষা—
নহে শুধু কবী-বলী!
তম নামে করী মোরো দেহে আছে,—
ঘোর রাবে, তার ঘাড়ে,
রজ নামে সিংহ, পড়ুক্ আসিয়া!—
তুই বিনা আর তারে,
কে আর সংহারে? ওলো নিস্তারিণি,—
আকুল চীৎকারে ডাকি,

কত কাল আর, ও মা মহামায়া,
এ তনয়ে দিবি ফাঁকি ?
তার পরে তুই—বোস্ মা হাসিয়া,
সিংহের উপরে চাপি—
সত্ত্বগুণময়ি, লো ত্রিলোকজয়ি,
উভয়ে উঠুক কাঁপি,
তম আর রজ, তোর পদভরে।
এ কি জয়! এ কি জয়!
তম আর রজ হইলে বিজিত,
আর না রহিবে ভয়।
তার পরে মা গো, আমিও সাজিব
নাগ-যজ্ঞ-উপবীতে,
জ্ঞানের আলোক ছড়ায়ে পড়িবে
তনু হ'তে, চারি ভিতে।
রূপসীর পুত্র হয় কি কুৎসিৎ ?
কোটী কোটী কাম জিনি,
হইব সুন্দর। সে মাহেন্দ্র-ক্ষণে
তোর বরে, নিস্তারিণি!
চন্দ্রমণ্ডলেতে যে নক্ষত্র হাসে,
সেও হয় জ্যোৎস্নাময় ;

স্বর্ণচম্পকেতে যে পতঙ্গ থাকে,
সেও আহা স্বর্ণ হয় !
কাঁচপোকা হয়ে, আজি কুহকিনি,
ধর্ তৈল-পায়িকারে—
তো বিনে জননি, শক্তিস্বরূপিণি !
তনয়ে আর কে তারে ?
কাম ক্রোধ লোভ, ক্রূর ও ভীষণ,
দেহের অসুরত্রয়,
হোক্ আজি বলী, মা তোর সম্মুখে,
ঘুচুক্ ঘুচুক্ ভয়—
শক্তি মন্ত্রে দীক্ষা, হইবে আমার !
বাসনা-দানবী-রক্ত
হুম্ শব্দে আজি করিব মা পান—
লেহু-পানে কি উন্মত্ত !
দিয়া করতালি, তা থেই তা থেই ,
আমিও নাচিব রঙ্গে—
ভৈরব-উল্লাসে হইব বিভোর,
জননি লো, তোর সঙ্গে !
রাগ দ্বেষ, দুই দুর্দ্দান্ত অসুরে,
তোর পদে দিলে বলী,

গালভরা হাসি, জয়লক্ষ্মী আসি,
দিবে করে পুষ্পাঞ্জলি !
আকাশ হইতে হবে পুষ্পবৃষ্টি,
লাজবৃষ্টি, হুলুধ্বনি ;—
ত্রিভুবন-মাঝে পড়ে যাবে সাড়া—
আনন্দের রণরণি
হইবে চৌদিকে ! যশ বিশ্বচারী
বাজাইবে মহাশঙ্খ,—
সে মহা-আহ্বানে প্রতিধ্বনি আসি,
লীলায় বাজাবে ডঙ্ক !
হইয়ে উৎকর্ণ, তুইও শুনিবি
তনয়-মঙ্গল-গান,—
তোরি হাতে মাগো, যশ অপযশ,
মান আর অপমান !
তবু লীলাময়ি করিস্ এ খেলা,
কি প্রশান্তি ! কি তুফান !
সুপুত্রের যশে হইবি উৎফুল্ল ।
অপরূপ-হর্ষ-রাগে
হইবি রঞ্জিত। কে না জানে বিশ্বে,
ঘোর মহানন্দ জাগে

মায়ের পরাণে, সুপুত্রের যশে ?
বাহুযুগে, অনুরাগে
জননী সুপুত্রে তুলে লন্ ক্রোড়ে।
কে না জানে লাগে
কালিমার দাগ মায়ের শ্রীমুখে,
পুত্র হলে লক্ষ্মীছাড়া ?
ওগো, ত্রিভুবনে নাই, দরদে দরদী,
আপন মায়ের বাড়া !
সে মাহেন্দ্র-ক্ষণে এ বিজয়ী-পুত্রে,
ও তোর আদেশে আসি,
সারা বিশ্ব দিবে বিচিত্র নৈবেদ্য,
উপহার রাশি রাশি।
বশিষ্ঠ আসিয়া দিবেন আমারে,
অপরূপ দিব্যজ্ঞান ;
শুকদেব হাসি দিবেন আমারে,
আলা ভোলা খোলা প্রাণ।
গণেশ আসিয়া দিবেন আমারে,
সর্ব্ব কার্য্যে মহাসিদ্ধি ;
কার্ত্তিক আসিয়া দিবেন আমারে,
বীর্য্য ও সৌন্দর্য্য-ঋদ্ধি।

নারদ আসিয়া দিবেন আমারে
প্রেমে মাতোয়ারা প্রাণ ;
যিশুখ্রীষ্ট আসি দিবেন আমারে,
ভ্রাতৃপ্রেম সুমহান্ !
প্রহ্লাদ আসিয়া দিবেন আমারে,
প্রেম, ভক্তি, শিশুভাব ;
প্রেমে গরগর গৌরাঙ্গ আসিয়া,
দিবেন গো, মহাভাব !
শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকা যুগল-মূবতি,
বাহিরি ও তনু হতে,
ভাসায়ে দিবেন এ অঙ্গ আমার,
রাসের উল্লাস-স্রোতে !
আজি কি আনন্দ ! আজি কি আনন্দ !
আজি জগদ্ধাত্রী-পূজা !
সিংহস্কন্ধারুঢ়া, জয়শ্রী-স্বরূপা,
এসেছিস্ চতুর্ভুজা !
নাহি জানি মন্ত্র, নাহি জানি তন্ত্র,
নাহি জানি স্তুতি তোর ;
না জানি আহ্বান, নাহি জানি ধ্যান,
আমি মা অজ্ঞান ঘোর !

নাহি জানি মুদ্রা, আকুল ব্যাকুল,
নাহি জানি বিলপন—
এই জানি সার, সর্ব্বক্লেশহারী
তোর ওই শ্রীচরণ।
অজ্ঞানে, আলস্যে, শক্তির অভাবে,
করেছি মা তোর হেলা।
তুই না বলিলে, কে আর বলিবে,
"দোষ নয়। ছেলে-খেলা?"
কুপুত্র যদিও হয় মা হয় মা,
কুমাতা কখন নয়;
এই জ্ঞান মোরে করেছে দুরন্ত—
ভয়েরে করেছি জয়।
মা গো মা আমার, এ পৃথিবী-মাঝে,
বহু পুত্র আছে তোর—
সরল ধীমান তাহারা সকলে,—
এক মাত্র দুষ্ট ঘোর
অধম সন্তান আমিই মা তোর—
তবু তাহে নাহি ডরি।
কুপুত্র যদিও, কুমাতা কখন
নাহি হয়, হে শঙ্করি।

আমি ত্যজ্য পুত্র, তবুও আমারে,
কভু না করিবি ত্যাগ—
কুপুত্র উপর স্নেহময়ী মার
শতগুণ অনুরাগ।
তুই বিশ্বমাতা, রচিনি কখন,
মা তোর মঙ্গল-গাথা।—
তবু এত দয়া! কুপুত্র যদিও,
কভু নহে দুষ্ট মাতা।
পঞ্চাশ-অধিক হইল বয়স,
যম করে টানাটানি—
করিনি, করিনি, কভু দেব-সেবা,
যোড় করি যুগ্মপাণি!
কভু ভিখারীরে করি নাহি দান—
ধরা করি সরা-জ্ঞান;
তবু এত দয়া! ননী দিয়ে গড়া,
মা তোর কোমল প্রাণ!
চিতা-ভস্ম অঙ্গে, গরল, অশন,
পশুপতি দিগম্বর,
রুক্ষ জটাধারী, কণ্ঠে ফোঁশ্ ফোঁশ্
ভুজঙ্গম ভয়ঙ্কর,

ভূতেশ কপালী, জগদীশ-পদ
পেয়েছেন, বলিহারি !
সাধে কি মা তোর ও রাঙ্গা চরণ,
বক্ষে ধরে ত্রিপুরারি ?
মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা, নাহি মোর, নাই !
বিভব-বাসনা নাই।
জনমে জনমে, মা গো মা আমার,
ও তোর চরণ চাই।
জনমে জনমে মা মা মা মা ডাকি,
হোক্ সুধু এই শিক্ষা,—
শক্তি-মন্ত্রে মোর হউক্ মা দীক্ষা,
মাগি শুধু এই ভিক্ষা !
"শিব শিব শিব, ভবানী ভবানী"—
এই মন্ত্র উচ্চারিয়া,
এ জনম মোর কেটে যায় যেন !
ঝঙ্কারিয়া, ঝঙ্কারিয়া,
গুণ গুণ মন্ত্র কমলের গর্ভে,
ভৃঙ্গ যথা মহাসুখী,
ওপদ-কমলে প্রমত্ত মধুপ,
আমিও গো শশীমুখি,

গুণ গুণ স্বরে, মধুর মা-নাম,
ঝঙ্কারিয়া ঝঙ্কারিয়া,
কাটাইব দিন, কটাইব রাতি,
তনু-মন সমর্পিয়া।
মোর সম বিশ্বে নাই মা পাতকী—
তোর সম নাই, নাই
দয়াময়ী বিশ্বে। সাধে কি জননি,
ও তোর চরণ চাই ?
কি বলিব আর ? জানিস্ মা সবি,
পড়েছি বিপদ-ঘোরে।
অধম সন্তানে করিস্‌নে ত্যাগ,—
ডাকিতেছি কর-যোড়ে।

IMPERIAL LIBRARY.

182. No. 899. 16.3.

গণেশ-মঙ্গল

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন

প্রণীত ও প্রকাশিত

শ্রীকৃষ্ণ পাঠশালা, ৬২।৬৩ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

নিউ আর্টিষ্টিক প্রেস

১২।১ নং রামকিষণ দাসের লেন, কলিকাতা

শ্রীশরৎশশী রায় দ্বারা মুদ্রিত

২৮শে কার্ত্তিক, ১৩১৯

মূল্য ৵০ দুই আনা।

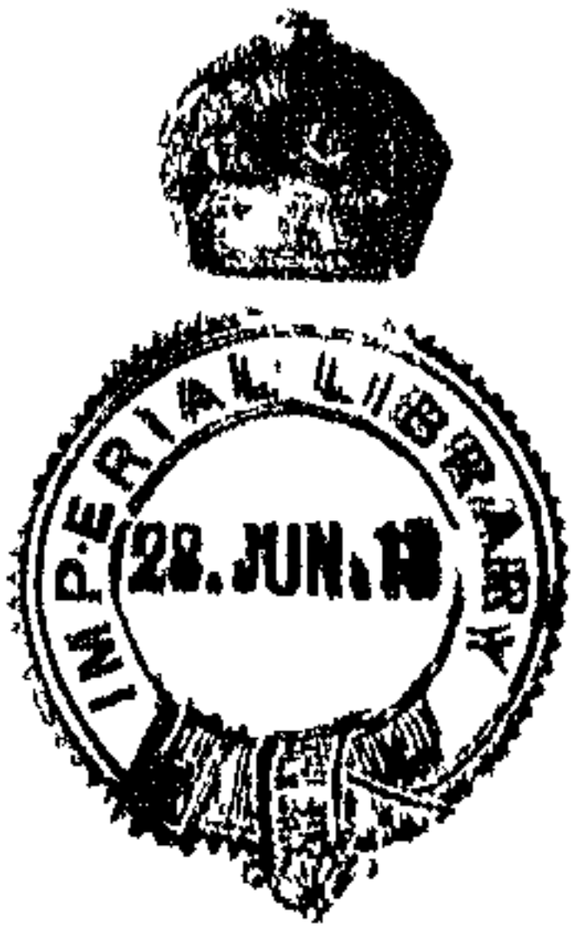
IMPERIAL LIBRARY
28. JUN. 19

উৎসর্গ

যিনি ইংলণ্ডের মহিলাদিগের মধ্যে

আদর্শ নারী,

হিন্দুজাতির সহিত যাঁহার অপূর্ব্ব সহানুভূতি,

যিনি

ধর্ম্মপ্রাণা ও সাম্প্রদায়িক-বিদ্বেষশূন্যা,

সেই

মিসেস্ ইউল মহোদয়ার

কর-কমলে

এই ক্ষুদ্র "গণেশ-মঙ্গল"

আন্তরিক ভক্তির সহিত

অর্পিত হইল।

গণেশ-মঙ্গল

জয় জয় জয়, বিঘ্নবিনাশন,
জয় জয় লম্বোদর,
সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, জয় পরিত্রাতা,
জয় জয় পরাৎপর!
হে আনন্দরূপী, প্রকৃতির অঙ্গে
হস্তি-শুণ্ড আস্ফালিয়া,
একি ঘন ঘন, বপ্র-ক্রীড়া তব,
ত্রিভুবনে মাতাইয়া!
হও গো প্রসন্ন, হও গো প্রসন্ন,
হে সুন্দর গজানন,—
জিনি মদনের কমল-নয়ন,
কৃষ্ণপিঙ্গ-দুনয়ন!

ভয়-বিনাশক, এস বিনায়ক,
এস, এস গণপতি।
জনমে জনমে থাকে যেন মোর
ও শ্রীপদে মতি, গতি।
হে অনন্তশক্তি, তোমা হ'তে ওই
প্রকাশে, অনন্তজীব,
তোমারি চরণ- সরোজ-আঘ্রাণে,
শিব হয়েছেন শিব!
স্বরূপে নির্গুণ, সত্ত্ব রজ তমে,
হইয়াছ গুণময়,
তোমা হ'তে সর্ব্ব জগৎ প্রকাশ—
জয় গণপতি জয়।
তোমা হ'তে ব্রহ্মা, তোমা হ'তে বিষ্ণু,
তোমা হ'তে মহেশ্বর—
ইন্দ্র বরুণাদি যত দেবগণ,
অসুর, গন্ধর্ব্ব, নর!
তুমি বুদ্ধিরূপী,— মুক্ত মুমুক্ষুর
তুমিই অজ্ঞান হর।
উর উর আজি ওহে দয়াময়,
দাসে পরিত্রাণ কর।

বেদবাক্য রাশি "নেতি নেতি" করি,
সদাই কুণ্ঠিত হয়—
মহাকাল আসি, হইয়ে বিস্মিত,
তব পদানত রয় !
তুমি গো মৃণাল, তোমারই বৃন্তে
এই সৃষ্টি-শতদল,
রয়েছে ফুটিয়া, সৌরভে গৌরবে,
মাধুরীতে ঢল ঢল !
অনির্ব্বচনীয়া, গুণময়ী মায়া,
গর্জ্জে যেন কাল-ফণী !
তুমি তার শিরে অপূর্ব্ব ভাস্বর,
দীপ্ত পদ্মরাগ-মণি !
এ অপূর্ব্ব সৃষ্টি কৃষ্ণ ও ভীষণ,
শ্রাবণের মেঘরাশি,
হে চির-সুন্দর, লাবণ্য-নির্ঝর,
তুমি সৌদামিনী-হাসি !
চির রহস্যের এই মহাব্যাপ্তি,
শ্মশানের দিগম্বর,—
তুমি গৌরী-রূপে সর্ব্বাঙ্গ তাহার
করিয়াছ কি সুন্দর !

মধুর মাধুর্য্য, তুমি বিনায়ক,
কোমলের কোমলতা,
সুন্দরের মাঝে, তুমিই সৌন্দর্য্য,
সরলের সরলতা।
সতীর সতীত্ব, ভকতের ভক্তি,
প্রেমিকের মহা-প্রেম,
অপূর্ব্ব আকাশে, অপূর্ব্ব সুধাংশু,
লাবণ্যে জিনিয়া হেম।
না জানি ভকতি, নাহি জানি স্তুতি,
নাহি দ্রব্য, নাহি ঋদ্ধি,
শুণ্ডের সঙ্কেতে কর কর দয়া,
তবেই হইবে সিদ্ধি।
আদিতে হে দেব, কর্ম্মের প্রসঙ্গে
করিয়াছি পাপ কত ;
তাই—জনমে জনমে, মাতার গরভে,
সহি ক্লেশ অবিরত।
সে ঘোর যন্ত্রণা, করিতে বর্ণনা,
শকতি-বিহীন আমি—
সকলি তো জান, কি আর জানাব,
হে দেব অন্তরযামী!

সেই অপরাধ, ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—
তুমি না ক্ষমিলে কে ক্ষমিবে তাহা,
হে গণেশ গুণাকর ?
শৈশবে ছিলাম, কি ঘোর অশুচি,
হইয়ে অজ্ঞান-মুগ্ধ !
হইলেও ইচ্ছা নাহি পাইতাম,
জননী-স্তনের দুগ্ধ।
কি ক্লেশ পেতাম মশক-দংশনে !
সে ক্লেশ দারুণ ঘোর—
ভুলে তব নাম করি নাই কভু,
আমি অপরাধী চোর !
সেই অপরাধ ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—
তুমি না ক্ষমিলে কে ক্ষমিবে তাহা,
হে গণেশ গুণাকর ?
যৌবনেও দুষ্ট,— প্রৌঢ়-বয়সেও
ছিনু ঘোর দুরাচার—
পিশাচ দানব, জিনিয়া কুৎসিৎ
ছিল মোর ব্যবহার।

সদা পরদারে ছিলাম আসক্ত,
নারী ধ্যান, নারী জ্ঞান,
নারীর অধর- সুধায় বিভোর—
ভাঙিতে নারীর মান,
কতই যতন, সারা রাত্রি জাগি।—
যোগীও ঋষিও এত
করে না সাধনা! আশ্চর্য্য আমার
নারী-পদ-সেবাব্রত।
বাসন্তী নিশায় একটি চুম্বনে,
নিশি হ'ত অবসান!
সারা দিন আমি, গাহিতাম উচ্চে,
নারীর মঙ্গল-গান।
সেই অপরাধ ক্ষমা কর, দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর,—
তুমি না ক্ষমিলে, কে আর ক্ষমিবে,
হে গণেশ গুণাকর?
ওহে বিনায়ক, বার্দ্ধক্য আমার,
হের দেখ উপস্থিত!
শত ধৌতে হায় যায় না কলঙ্ক,
একি কলুষিত চিত!

নারী-রূপ হেরি, এখনো এখনো,
চিত্ত হয় কি অস্থির !
নারীর কটাক্ষে, বিদ্ধ পাখী সম,
চিত্ত মম কি অধীর !
দেব-পূজা তরে বসি গো আসনে,
রূপসীর রূপ জাগে,—
ভাবি মনে মনে নারী-মূর্ত্তি-কাছে,
দেব-মূর্ত্তি কোথা লাগে ?
হইয়ে অজ্ঞান, মান-অপমান,
ভুলে যাই, ভুলে যাই।
হইয়ে পাগল, রূপসী-কুসুমে
ভৃঙ্গসম, সুধা পাই।
এই অপরাধ ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—
তুমি না ক্ষমিলে, কে ক্ষমিবে আর,
হে গণেশ গুণাকর ?
হইয়াছি বুড়া, যমদূত আসি,
করে সদা টানাটানি—
তবু ও নারীরে সাষ্টাঙ্গে প্রণমি,
যোড় করি দুটি পাণি !

সদা হিংসা দ্বেষ, পরনিন্দা শুনি,
ফুল্ল হয় কলেবর—
তাজ-মহলের মন্দির জিনিয়া,
অপরূপ, মনোহর,
গড়েছি দেউল নিন্দা দেবতার !
নিন্দাদেবী কোটী-ভুজা—
যশ-ছাগ-শিশু খড়্গাঘাতে কাটি,
করি আমি তাঁর পূজা !
নন্দন-কানন হরিয়া লইয়া,
দেবেরে করেছি দূর—
ত্রিদশ-আলয়, কম্পিত, বিস্মিত,
আমি যেন বৃত্রাসুর !
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তারো প্রতি লোভ !
বুঝি এই ঘোর পাপে,
সবংশে মজিব ! বিনষ্ট হইব,
বুঝি কোনো দেব-শাপে !
এই অপরাধ, ক্ষমা কর দেব,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর—
তুমি না ক্ষমিলে, কে আর ক্ষমিবে,
হে গণেশ গুণাকর ?

কুম্ভীপাক-আদি ভীষণ নরক,
আনন ব্যাদন করি,
আছে মোর লাগি। এ বিপত্তি-কালে,
তোমার শ্রীমুখ স্মরি,
ডাকিতেছি তোমা! এস দয়াময়,
এস, এস, ভয় হর,—
তুমি না রাখিলে, কে আর রক্ষিবে,
হে গণেশ গুণাকর?

সন্ধ্যা গেছে চলি, এসেছে রজনী,
সঙ্গে লয়ে আঁধিয়ার—
একি ঘোর বিঘ্ন! বিঘ্ন বিনাশন,
করুণার অবতার,
এস এস এস, সম্মুখে আমার,
অজ্ঞান-আলেয়া জ্বলে!
চাহিনু হেরিতে, তাও দূরে গেল,—
বুদ্ধি গেল রসাতলে!
ওহে জ্ঞান-রবি, এস এস এস,
মানস-তিমির হর।
তুমি না হরিলে কে আর হরিবে,
হে গণেশ গুণাকর?

ওহে গণপতি, বুঝেছি বুঝেছি,
আগে ভক্তে বিঘ্ন দাও—
কত তার ভক্তি, কত তার প্রেম,
আগে বুঝিবারে চাও !
সৌভাগ্য-কমল, করি ঢল ঢল,
বিপদ-মৃণালে ফোটে ,
কণ্টকের বনে, ফুটিলে কেতকী,
অলি ঝঙ্কারিয়া ছোটে !
বিরহের শেষে, বুঝেছি বুঝেছি,
মিলন মধুর হয়—
আপনা হারালে, সর্ব্বস্ব খোয়ালে,
তবে হয় বিশ্বজয় !
তাই বিঘ্ন-বাণে, ভকতের তনু,
কর আগে জর জর,
তার পরে হেসে, নিজে দাও ধরা,
হে গণেশ গুণাকর !
কত বিঘ্ন-বাধা, ঠেলিয়া ঠেলিয়া,
উত্তাল তরঙ্গ-ভঙ্গে,
এসেছি সৈকতে, ওহে সুধাসিন্ধু,
মিলিবারে তব সঙ্গে !

আমি ব্রহ্ম-পুত্র, নদ ভয়ঙ্কর,
গরজিয়া, আস্ফালিয়া,
আসিয়াছি দেব, তোমার সকাশে !
কোটি বাহু বিস্তারিয়া,
ধর ধর বক্ষে,— হে পরম-ব্রহ্ম,
পুত্রে ধর আলিঙ্গিয়া !
পাষাণ-আঘাতে কি দারুণ ক্লেশ,—
দুরু-দুরু কাঁপে হিয়া !
হেথা কি প্রশান্তি ! মাথার উপর
কি বিরাট মহাকাশ,—
ওই যে হইছে, অপূর্ব্ব সুন্দর
পূর্ণচন্দ্র-পরকাশ !
এ আনন্দ-চন্দ্রে ধরেছ হৃদয়ে-
কোটি বাহু প্রসারিয়া,
কি তব হরষ ! হে সিন্ধু, তোমার,
কি উচ্ছ্বাসে কাঁপে হিয়া !
লভিব নির্ব্বাণ, কোটি-জনমের
কর্ম্মভোগ সাঙ্গ করি,
হে সুধা-জলধি, ও অনন্ত বক্ষ,
চিরতরে বুকে ধরি !

* * * *

এবে গণপতি, দাওগো বিদায়, গণেশ-মঙ্গল শেষ,—
কে পারে বর্ণিতে, তব গুণাবলী ? নাহি তার কাল, দেশ !
ওহে সিদ্ধিদাতা, দাও দাও বর, রজ-রূপী হস্তি-মুণ্ডে
করি সুসজ্জিত সত্ত্ব-বরতনু, কর্ম্মযোগে করী-শুণ্ডে
করি আস্ফালন ! আলস্য ও তম চিরতরে করি দূর—
কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গিয়া, বিশ্বপ্রেম-চক্রে, হই যেন মহা শূর !
করুণার গদা আঘাত করিয়া, এ বিশ্বে জিনিব রণে,
এ বিশ্ব বলিবে,—"হেন শূর বীর, নাই, নাই ত্রিভুবনে !"
জ্ঞান-গ্রন্থ আর ভকতি-লেখনি, তব সম লয়ে করে,
দিব মহা-শিক্ষা, দিব মহা-দীক্ষা, এ বিশ্বের নারী-নরে ।
ওহে গণপতি, তোমার উদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করি,
রচেছি "মঙ্গল"—এ নৈবেদ্য আজি লও দেব, শুণ্ডে ধরি' !
জানি আমি দেব, তব যোগ্য নহে, এই ক্ষুদ্র উপহার !
দীন বিদুরের প্রীতি-উপহার, হয়ে কৃষ্ণ-অবতার,
করিলে গ্রহণ ! তাই দেব দেব, সাহসী হইনু আমি—
কি আর বলিব ? জানিছ সকলি, ওহে কাঙ্গালের স্বামি !
সোণা কোথা পাব ? রূপা কোথা পাব ? এনেছি, এনেছি কড়ি,--
সংসার-জলধি করিছে গর্জ্জন ! দাও চরণের তরী !

An Ode to the Lord Ganesh

BY

Devendranath Sen, M. A.,

VAKIL, HIGH COURT.

FOREWORD

The foregoing poem in Bengalee and the following poem in English are both laudatory addresses to the Lord Ganesh, one of the celebrated Hindu deities. His name is a household word in every Hindu family, for, enjoined by his holy scriptures, the Hindu utters His name before uttering the name of any other deity. As this utterance of the God's holy name in a truly devotional spirit, ensures success to all his undertakings the orthodox Hindu never fails to secure an image of the God for daily worship. The sceptic is no doubt immensely amused at the idea of an elephant's trunk being thus honoured and revered, because he is not aware that every true Hindu is perfectly conscious

of the fact that behind this mask of grotesque symbols, there is the Universal Spirit, who is

"The Father of all, in every age,
In every clime adored,
By saint, by savage or by sage,
Jehovah, Jove or Lord."

Accordingly, knowing as he does that a plural God is a contradiction in terms, the truly devout Hindu, focussing his attention on the image of his own favourite deity (*Ist Devatá*), really tries to transcend all limitations and reach the Universal Spirit. No bluuder is more huge than to suppose that the trne Hindu is *idolatrons and given to superstitions.*

Devendranath Sen.

IMPERIAL LIBRARY.

DEDICATION.

To Mrs. Yule.

O thou ideal lady ! ever green
Is thy rich heart, in whose sweet vernal bower,
The Bird of Universal Love, unseen,
From its secluded nest, doth daily shower
Celestial melody, whose magic power,
Ah, gently steals our soul ! Thy arrows keen,
Have shot Bigotry, and his crew. They cower
Lo, at thy sight ! Hail ! Hail ! O Warrior-Queen !
As when a child, wild-dancing in full glee,
In haste, brings nameless Jungly-flowers, to greet
Her mother dear, with smiles she gazes on
Those flowers, all scent-less, hue-less, though
they be,—
No roses—wild flowers, in Devotion's Dawn,
I culled ! Oh smile ! I lay them at thy feet. !

Ode to the Lord Ganesh.

All hail ! All hail ! O thou dispeller

of Pale Fear !

O Lord ! this suppliant's story hear,—

O deign to hear !

Thou potent Lord, at whose bidding,

man and nation,

Rise and fall, like sun-rise, sun-set,

in creation !

Thou art formless, Oh yet Lord ! Thou art

form and name,—

Thou willest and anon,

this Universal Frame

Doth rise ! This solid Edifice melts

at Thy breath !

O Mystery of mysteries !
White Life, Black Death,
Art Thou ! Pursuits, Thou dost elude,
e'en like a hart,
That arrow-like, doth fly from
hunter's cruel dart ! ,
The fool doth fancy, he has found
Thee,—O All-Wise !
Who can discover Thee ?—
The Ever-New Surprise ?
Cameleon-like or dolphin-like,
Thou changest hues,—
Thou blushest in the roses red !
Anon in dews,
Thou smilest, pearl-like,—
oh thou droopest in the vine !
Ah who can guage thy Beauty—
Beauty Superfine ?
The Vedas, Reeshees stand,
awe-struck, in mute surprise !

They cry "Not this ! Not this !"
Oh, can the Eagle rise,
To greet the dazzling splendour
of the midday-sun ?
He, gazing at the Light of lights,
blind, all un-done,
Falls headlong down from
that mad, giddy height,
Half-dead, with feathers torn,
And bleeding in the flight !
O Lord ! O Lord ! Omnicient !
O Full Glory !
Full-well thou knowest
all *my life's sad story* !
While yet a baby, weak and crying
for the breast,
For milk, I cried in vain,
For though sad, woe-oppresst,
I could not speak ! Ah me,
none heard me ; I was dumb.

No signs, no nods I knew—

the Mother would not come !

And fevers, agues did afflict me !

What a sight !

The gnats would buzz around me,

Oh stinging me, all-night !

Thus speechless, helpless, O my Lord,

no prayer I knew,—

Forgive, forgive my sins !—

am shiv'ring in thy view !

* * *

In youth, Mad Joy did seize me !

Woman's lovely face,

Lord ! was the goal of my pursuits,—

her sweet embrace

Did hold me, spell-bound !

Oh no rest I knew ! Her tear

Of joy, was like a pearl to me !

I knew no fear—

Like knights of old I stood by her—
her champion bold !
My Love-shield glittered, like
the varnished yellow gold !
Thus helpless—woman's slave—
Lord, no prayer, I knew !
Forgive ! Forgive my sins !
Am shiv'ring in Thy view
And now, O Lord, am old—
two scores and ten have passed—
Yet in this Play, love-scenes of
youth, are not the last !
My hairs are grey, my eyes are dim,
Death grins at me—
And yet, Oh like a wingless bird,
I sing in glee,
Imprisoned in the cage of woman's Love
Her smile,
Like moonlight of Autumnal Night,
me doth beguile !

I try to pray—with eyes full-
closed in meditation—
But Love, with loud, loud claps, cries—
"Woman is salvation !"
Thus helpless, caged in woman's love,
no prayers I knew—
Forgive, forgive my sins,—
Am shiv' ring in Thy view !

* * * *

Lo ! Greed and Avarice, like snakes
hiss in my heart,
And Anger, like a she-wolf, howls !—
Lust flings her dart !
In dire dismay I shudder, Lord !
I stand before
Thy threshold—in despair
I knock ! Oh ope the door !
Oh send me not away
the demons flock around,

They mock me with their jeers
and dire unearthly sound !
Oh come, Oh come, O Captain,
in thy weapons dight—
And slay the demons and the monsters
in the Fight !

The night is dark, the lightning
flashes in the sky :—
And I am night-blind, Lord—
no soul, no inn, is nigh !
O help me, help me, Lord,
I do beseech and pray—
Hark ! how they hiss and howl,
Oh send me not away !
How ugly is my heart !
How awkward is her gait—
She stoops—Lord ! by thy magic-wand,
Oh. make her straight,
And lovely, Great Magician,
potent in Thy might—

Ev'n as touched by Thy wand,

the black, black, ugly night,

Smiles, lovely in her moonlight-

glory—as the shell

Of oyster, bears a precious pearl,

Oh, by thy spell

And incantations wild !

E'en as, O Lord, touched by

Thy Hand, the ugly insect

turns a butterfiy,—

E'en as a poor sweet lovely girl

by country-green,

All-sudden, courted by the king,

becomes a Queen !

I thank thee, Lord ! O Bliss Incarnate !

God of Glory !

That Thou hast deigned to hear

a sinner's mournful story—

Ah, Thou smilest ! That smile forebodes

for me, sweet Joy—

The Joy that Time and Death

are powerless to destroy !

So, when the rose-bud blooms,

the incense of the pan

Of its sweet crimson-heart, and smile,

briug Joy to man,

And wealth to murm'rous bees !

What fragrance fills the air !—

All Nature seems a Rosy Dawn—

a Grand May-Fair !

Farewell ! That smile again !

This smile will bring me Joy—

The Joy that Time and Death

are powerless to destroy !

IMPERIAL LIBRARY.

NEW ARTISTIC PRESS
12-1 Ramkissen Das Lane, Calcutta.
PRINTED BY SARATSASI RAY
1912

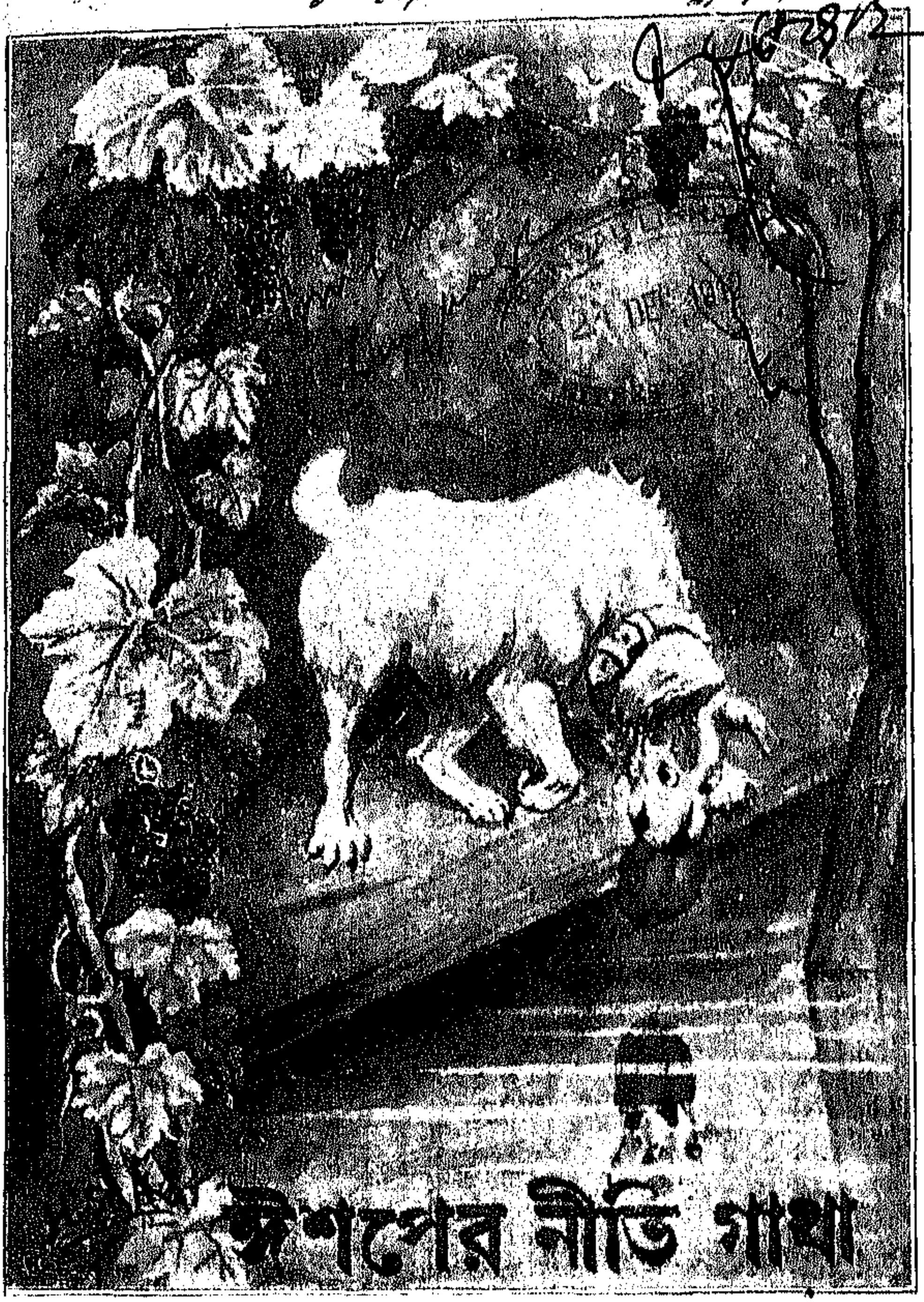

29641 12998

ঈশপের নীতি গাথা

182. Nc. 899. 16.4.

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম শ্রেণীর উপযোগিনী

ঈশপের

নীতি-গাথা।

শ্রীবিষ্ণুচরণ ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

মেট্রোপলিটান কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীকালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য সংশোধিত।

মিনার্ভা লাইব্রেরী,

৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৯১২।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

Published by
T. S. Bannerjee & Co.
26, Shampukur Street, Calcutta.

Printed by N. N. Kongar,
The Victoria Press,
2, Goabagan Street, Calcutta.

উৎসর্গ।

পূজনীয় অগ্রজ শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য

শ্রীচরণেষু।

হে দেব, হে বন্ধুশ্রেষ্ঠ, গুরু, শিক্ষাদাতা !
তোমার অগাধ স্নেহে পরিপ্লুত দেহ
লুটিবারে চায় আজি তোমারি চরণে
সাথে ল'য়ে উচ্ছ্বসিত ভক্তিধারাটুকু।

ডিসেম্বর, ১৯১২।

স্নেহের
বিষ্ণুচরণ।

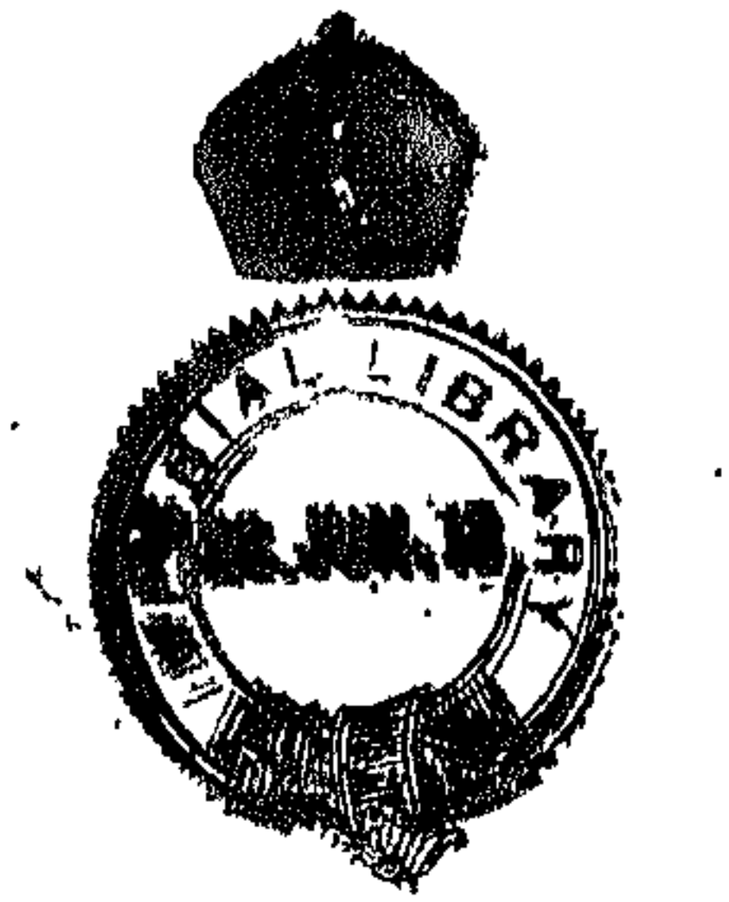
IAL LIBRARY

বিজ্ঞাপন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ঈশপের পুস্তক নানা উপদেশে পূর্ণ দেখিয়া তাহার কয়েকটী কথা অনুবাদ করিয়া কথামালা প্রণয়ন করেন। টাউন্‌স্‌এণ্ড ও হামিল্‌টন্‌ গ্রীক্‌ হইতে যে অনুবাদ করেন, তদ্দৃষ্টে এই নীতি-গাথা পুস্তকে বহু উপদেশ পদ্যে অনুবাদ করিয়া নিবেশিত হইয়াছে। উপদেশ-গুলি পদ্যে রচিত হইলে তাহা দুই একবার আবৃত্তিতেই যে শীঘ্র মনে অঙ্কিত হয়, চাণক্যের শ্লোক তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। এই কারণে ঈশপের উপদেশগুলি পদ্যেই রচিত হইল। বালকগণ জীবনের মিত্রভূত এই সকল উপদেশ যাহাতে হৃদয়গত করিতে পারে তজ্জন্য পদ্যগুলিকে সরল ও হৃদয়গ্রাহি করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। যে পদ্যগুলি গৃহপাঠের উপযোগি করা হইয়াছে, সেগুলি শিক্ষক মহোদয়গণ নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন।

এক্ষণে পণ্ডিত মহোদয়গণ ইহাকে অধিকতর উপযোগি করিবার জন্য যদি ইহার দোষাবিষ্কার করিয়া তৎপরিহারার্থ আমাদিগকে সহায়তা করেন, তাঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিব।

পরিশেষে ইহা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ কবিরত্ন মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া ইহার মুদ্রাঙ্কনের বিশুদ্ধির জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া আমাদিগকে চির কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ডিসেম্বর, ১৯১২। গ্রন্থকারস্য।

সূচিপত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
হরিণ-শিশু ও তাহার মাতা	...	...	১
গর্দ্দভ ও ক্রেতা	...	...	২
ব্রহ্মা ও বানর-শিশু	...	...	৩
তৃণপাত্রে কুকুর	...	...	৫
কর্কট ও তাহার মাতা	...	...	৬
সিংহী ও শিকারী	...	...	৬
কালো ক্রীতদাস	...	...	৭
হোগলা ও বট	...	...	৮
বরাহ ও শৃগাল	...	...	৯
উদর ও অন্যান্য অবয়ব	...	...	৯
কাক ও ঘুঘু	...	...	১০
সৈনিক ও বাদক	...	...	১১
পীড়িত চিল	...	...	১৩
কৃপণ	...	...	১৩
বৃষ ও ভেক	...	...	১৫
মশক ও বৃষ	...	...	১৬
গর্ব্বিত দাঁড়কাক	...	...	১৭
অশ্ব ও ছায়া	...	...	১৯
কৃষক ও সর্প	...	...	২০

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
কাক ও সর্প	...	...	২১
শৃগাল ও আঙ্গুর	...	...	২২
ভ্রমণকারী ও কুক্কুর	...	...	২৩
সিংহ ও ইন্দুর	...	...	২৪
ছাগ ও রাখাল	...	...	২৫
কাক ও জলের কলস	...	...	২৬
শিশু ও ভেক	...	...	২৮
শিশু ও বাদাম	...	...	২৮
রাখাল ও বাঘ	...	...	২৯
নেকড়িয়া ও সিংহ	...	...	৩০
প্রদীপ	...	...	৩১
শৃগাল ও চিতাবাঘ	...	...	৩২
তিতির ও ব্যাধ	...	...	৩৩
চিল, কপোত ও বাজ	...	...	৩৪
মেষপালক ও নেকড়িয়া-শিশু	...	...	৩৫
অশ্ব ও সহিস	...	...	৩৬
দুই ভেক	...	...	৩৭
পথিক ও বৃক্ষ	...	...	৩৮
মক্ষিকা ও মধুপাত্র	...	...	৩৯
সিংহ ও বরাহ	...	...	৪০
সিংহ ও শশক	...	...	৪১
কৃষককন্যা ও দুগ্ধভাণ্ড	...	...	৪২
দুই পথিক ও কুঠার	...	...	৪৬

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
সিংহ ও তিন বৃষ	...	...	৪৭
জ্যোতির্ব্বেত্তা	...	...	৪৮
কুকুর ও প্রতিবিম্ব	...	...	৪৯
গর্দ্দভ ও অশ্ব	...	...	৫০
শশকগণ ও ভেকগণ	...	...	৫১
বিড়াল ও পক্ষী	...	...	৫২
মৃগ ও দ্রাক্ষালতা	...	...	৫৩
মেষ-শাবক ও ব্যাঘ্র	...	...	৫৪
চোর ও কুকুর	...	...	৫৫
জ্যোতিষী	...	...	৫৬
অন্ধ ও নেকড়িয়া-শিশু	...	...	৫৭
কয়লা-ব্যবসায়ী ও রঞ্জক	...	...	৫৮
দুইটী পাত্র	...	...	৫৯
মূষিকের পরামর্শ	...	...	৬০
কৃষকগণ ও পুত্রগণ	...	...	৬১
বৃদ্ধা ও আতরের শিশি	...	...	৬৩
শিশু ও বৃশ্চিক	...	...	৬৪
মেষপালক ও নেকড়িয়া	...	...	৬৫
পর্ব্বতের কাতরতা	...	...	৬৬
শশক ও শিকারী কুকুর	...	...	৬৭
দুইটি থলে'	...	...	৬৮
সর্প ও উথা	...	...	৬৯
গর্ব্বিত পথিক	...	...	৭০

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
লাঙ্গূলহীন শৃগাল	...	...	৭১
ক্রীড়নেচ্ছু গর্দ্দভ	...	...	৭৪
দুইটি পথিক ও ভল্লুক	...	...	৭৫
কুকুর ও খরগোস	...	...	৭৮
স্নানার্থী বালক	...	...	৭৯

IMPERIAL
LIBRARY.

21 DEC 1912

ঈশপের

নীতিগাথা।

হরিণ-শিশু ও তাহার মাতা।

মৃগশিশু কহে ডাকি' "মোর মনে থাকি' থাকি'
এই প্রশ্ন বড় জেগে' উঠে,

মাগো, তুই কেন এত খেয়ে যা'স্ থতমত
যখনি কুকুর পিছে ছুটে'?
আকারেও তুই বড় ছুটিতেও বেশ দড়,
শিঙ্—তাও আছে তোর দুটা ;
তবে তুই কেন মাগো, অত ভয় পা'স হাঁগো,
তবে কেন বনে বনে ছুটা ?

শিশুর জননী তবে, কহিল করুণ রবে
"সত্য সবি জানি রে বাছনি ;
অনেক সুবিধা আছে, তবু দূরে কিংবা কাছে
কিছু যদি শুনি গরজনি,
হয় প্রাণ ওষ্ঠাগত, ছুটে যাই অতি দ্রুত
একেবারে ঘন বনমাঝে !
ভীরুকে যতই বল, কিছু না পাইবে ফল,
কোন তর্ক আসিবে না কাজে !"

গর্দ্দভ ও ক্রেতা

কোন লোক এই ভাবে গাধা কিনি' লয়,—
"যদি দেখি ভাল তবে রাখিব আলয়।
পরীক্ষায় মনোনীত না হইলে পরে,
পুনরায় আনি দিব তোমারি এ ঘরে।"

বিক্রেতা হইল রাজি, ক্রেতা একেবারে
আরো সব গাধা-পাশে দেয় ছাড়ি তারে ;
নিমেষে সকলে ত্যজি' গাধাটা তখনি,
তার সনে মিশে, যেটা কুড়ে-শিরোমণি।
খায় যেটা দিনরাত, কাজ নাহি করে,
পড়িয়া ঘুমায় শুধু সদা অকাতরে !
দেখিয়াই তাহা ক্রেতা বাঁধিয়া গাধায়
লয়ে' চলে অধিকারী আছিল যথায় ;
বিক্রেতা জিজ্ঞাসে তাবে অবাক্ হইয়া
"এত শীঘ্র পরীক্ষাটি হ'ল কি করিয়া ?
ক্রেতা কহে, "এ গাধায় প্রয়োজন নাই,
"সঙ্গী নির্ব্বাচনে" আমি বুঝিয়াছি ভাই !"

কে কেমন লোক তাহা অতি পরিষ্কার
বুঝা যায়, সঙ্গীটিকে যদি দেখ তার।

ব্রহ্মা ও বানর-শিশু।

রটি' দিলা পশু-মাঝে জগতের পতি
"সব চেয়ে যার ছেলে ভাল হবে অতি,
আনিয়া দেখালে মোরে, দিব উপহার !"
শুনি সবে শিশু ল'য়ে আসে যে যাহার ;

বানরী আসিল সাথে শিশু ল'য়ে তার—
কেশহীন, খাঁদানাক, অতি কদাকার ।
ব্রহ্মার চরণতলে সেই সভা মাঝে
অর্পণ করিয়া মাতা উপহার যাচে ।
সকলেই হেসে উঠে পড়ে গড়াইয়া,
বানরী কহিল তবে গলা চড়াইয়া—
"পা'ব কি না পা'ব কিছু, তাহা নাহি জানি,
আনিয়াছি শিশুটিকে এই অনুমানি'—
আপনার ছেলেটীই সব চেয়ে ভালো,
তাহারি আভায় মা'র কোল হয় আলো !"

তৃণপাত্রে কুকুর।

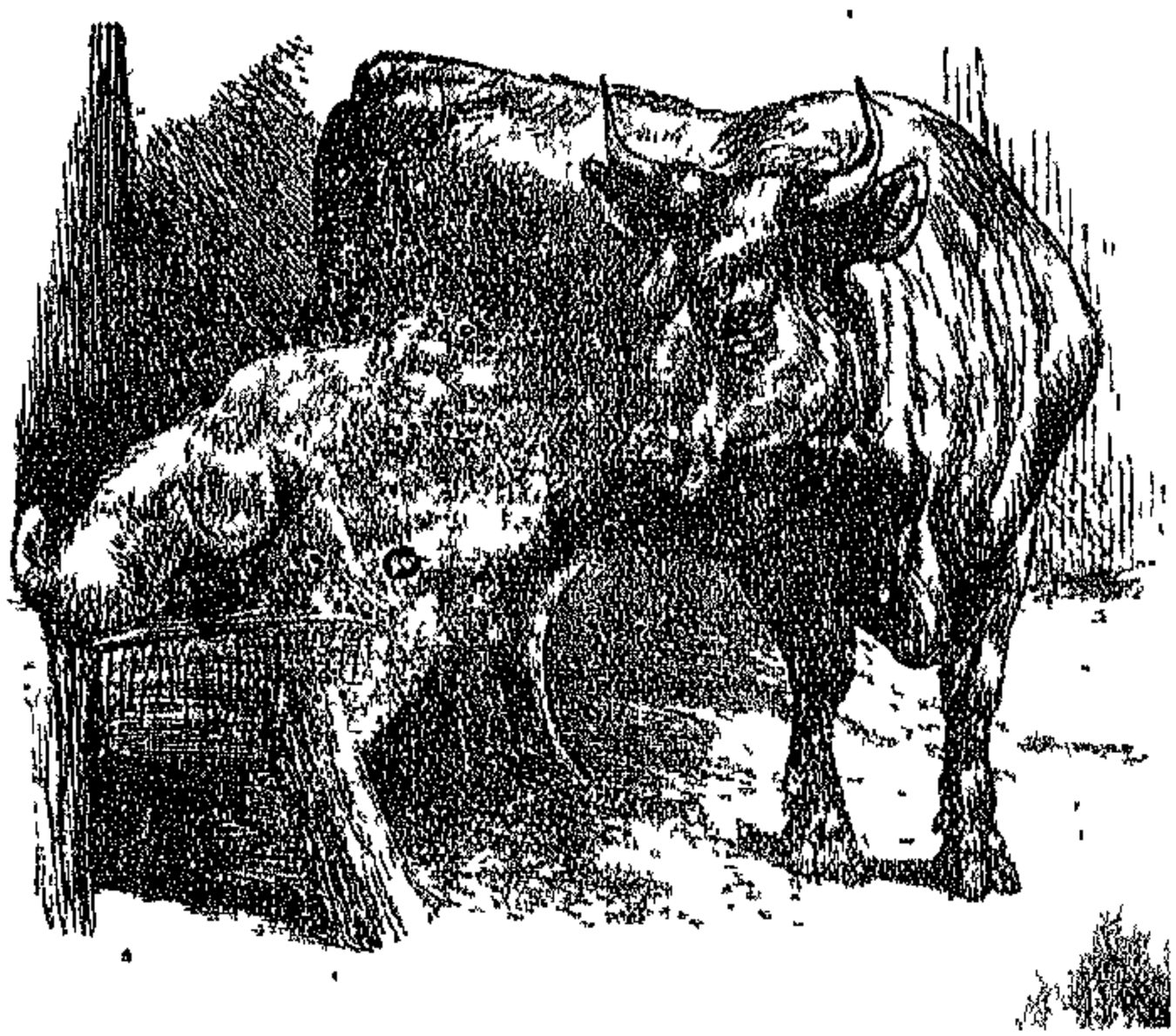

মেচেলার ভিতরেতে বিচালি ও ঘাস,
কুকুর সেথায় আসি লাগাইল ত্রাস।
গোরুগুলি খায় নাক, শুনি' তার শব্দ,
রাত্রিদিন ঘেউ ঘেউ, বেচারীরা জব্দ!
ঘাসগুলা কুকুরের খাদ্য কভু নয়,
সেগুলাকে আগুলিয়া তবু সেথা রয়;

পাত্র হ'তে কোনমতে নিজেও খাবে না,
অন্য কোন জন্তুকেও খেতেও দিবে না !
গোরু কহে, "ভাল বাপু, নিজে পেটে খাও ।"
চেঁচায়ে কুকুর বলে,—"হবে নাক', তা-ও !"

কর্কট ও তাহার মাতা ।

কর্কটী গম্ভীব ভাবে সন্তানেবে কহে
"চলিছ কেবলি বেঁকে, সোজা মোটে নহে !"
শিশুটি শুনিয়া তাহা, কহে তাড়াতাড়ি,
"দেখাইয়া দিলে মোরে সম্ভবতঃ পারি ।"
কর্কটী করিল চেষ্টা, পারিল না কিছু,
লজ্জায় ধিক্কারে শেষে হ'ল মুখ নীচু !

সিংহী ও শিকারী ।

সিংহীর শাবক ছিল নিদ্রিত হইয়া,
বৃষ তারে শিঙ্ দিয়া ফেলে বিনাশিয়া ।
সিংহী ফিরে এসে দেখি' রক্তমাখা দেহ,
কেঁদে কহে, "হায়, আজি শূন্য হ'ল গেহ !"
শুনি' তার এই কথা কোন ব্যাধ কহে,
"ভাব দেখি, মানুষের কত অশ্রু বহে,—

যবে তুমি তাহাদের শিশুগুলি মারো !
সে যাতনা এবে কিছু বুঝিতে কি পারো ?”

কালো ক্রীতদাস।

কোন ক্রেতা ক্রয় করি কালো ক্রীতদাসে,
বড় দুঃখে আপনার ঘরে ফিবে আসে ;
ভাবিল সে, ক্রীতদাস পূর্ব্বপ্রভু-কাছে
অনাদরে অযতনে কালো হ’য়ে আছে !
ইহা ভাবি মহাযত্নে দিনরাত ধরে’
নানারূপে ঘসাঘসি মাজামাজি করে ।
অবিরত জলে থেকে শীতে মরে দাস,
তবু সাদা নাহি হয়,—মনিব নিবাশ !!

যে স্বভাব হাড়ে মাসে জড়াইয়া রয়,
তাহারে টানিয়া ফেলা সোজা কাজ নয় !

হোগলা ও বট।

বটবৃক্ষ উৎপাটিত হ'য়ে মহা ঝড়ে,
সব সুদ্ধ কোন এক নদীবক্ষে পড়ে ;
হোগলা আছিল সেথা—ঝড় তার পিছু
লাগিলেও, ক্ষতি তার হয় নাই কিছু।
বিস্মিত হইয়া বট, কহে "ঘাস তুমি,
এখনো শিকড় তব ছুঁয়ে আছে ভূমি ?"

হোগলা কহিল, "তুমি করিয়াছ যুদ্ধ
ঝড় সনে! তাই তুমি গেছ মূল সুদ্ধ;
এতটুকু বাতাসেও হই আমি নত,
অভগ্ন-শরীরে তাই থাকি হে সতত।

উদ্ধত যে জন তার শত্রু সব ঠাঁই,
বিনয়ীর ত্রিভুবনে অরি কেহ নাই।

বরাহ ও শৃগাল।

বরাহ গাছেতে দন্ত ঘসিছেন কসি'
শৃগাল কহিল, "কেন মিছে ঘসাঘসি?
শত্রু কোথা ঠিক নাই, আগে হ'তে কেন
করিতেছ অনর্থক যুদ্ধসাজ হেন!"
বরাহ কহিল হাসি'—"করি এই জন্য,
সমর-সময়ে যা'তে না হই নগণ্য;
প্রয়োজন-কালে যদি ছুটি শাণ দিতে,
কি ঘটে কপালে মোর, বল দেখি মিতে?"

উদর ও অন্যান্য অবয়ব।

শরীরের সব অঙ্গ বিদ্রোহী হইয়া
কহিল, "উদর, ওরে নিরদয়-হিয়া!

যাহা কিছু চাই তোর, সংগ্রহের তরে
আমরা কেবলি খাটি দিবানিশি ধরে' !
তুই ত আছিস্ বেশ আহারাদি ল'য়ে
আমরাই মরি শুধু তোর কাজ ব'য়ে।"
এতেক কহিয়া সবে করে এই পণ—
উদরেব কোন কাজে নাহি দিব মন !
কিছুকাল কেটে গেলে, না খেয়ে শরীর
তেজহীন হ'য়ে আসে, হাড় জির্ জির্ !
তখন কাঁদিয়া কহে, হাত মুখ চোখ
"বৃথা কেন করে'ছিনু এত খানি রোখ !"

যাহা হ'তে উপকার যদি তার সনে
বিবাদে জড়াও, তবে দুঃখ পাবে মনে।

কাক ও ঘুঘু।

ঘুঘুদের গৃহে দেখি' প্রচুর আহার,
সাদা রঙ্ মাখি' কাক ধরিল বাহার !
ঘুঘু সনে মিশি কাক কথাটি না ক'য়ে
ছিল বেশ ; এক দিন আত্মহারা হ'য়ে,
স্বকীয় ভাষায় তুলে নীরস চীৎকার ;
ঘুঘুরা তাড়া'য়ে দেয় গলা টিপে তার !

ঘুঘুদের গৃহে তার খাওয়া গেল ঘুচে,'
স্বজাতির দলে আসে চক্ষুজল মুছে' !
তাবাও কাকের সেই সাদা রঙ্ দেখে,'
তখনি তাড়া'য়ে দিল নিজ দল থেকে !

সৈনিক ও বাদক।

বাঁধিয়াছে মহাযুদ্ধ দুই সৈন্যদলে,
তূরীর বাদক এক সেই সাথে চলে ·

তূরীর নিনাদ শুনি' সৈন্যগুলি তার
শত্রুপানে ছুটে চলে করিতে সংহার !
হেনকালে শত্রু এক তারে বন্দী করি'
মারিতে উদ্যত হ'ল গলা টিপি ধরি' ;
বাদক কহিল কাঁদি "মোরে বিনা দোষে
মারিতে আসিলে দেখি' মরি আপ্‌শোষে !
একজন' তোমাদের বধি নাই কভু,
তবু মোর নিতে প্রাণ আসিয়াছ প্রভু !
শুধু এক বাঁশী আছে, তাহাই বাজাই,
সেটী ছাড়া কিছুমাত্র কোন অস্ত্র নাই।
শত্রু কহে, "হুঁ, হুঁ। তব ঐ দোষ মহা,
অতিমাত্র ক্ষুদ্র এই বাঁশীটারে বহা ;
তুমি ত বাজাও বাঁশী অতীব সরল,
কিন্তু সে যে টানি' আনে ভীষণ গরল !

যেই জন করে কভু পরের অহিত,
বিধিমত শাস্তি তার অবশ্য উচিত।
কিন্তু তারে প্ররোচনা করে যে দুর্ম্মতি,
শাস্তি হ'তে কভু তার নাহি অব্যাহতি।

পীড়িত চিল।

পীড়ায় মরিতে বসি' কোন এক চিল
কহে "মাগো, কেন তোর নয়নে সলিল ?
সদা দেবতারে ডাকো করি' প্রাণপণ,
দেখিবে লভিব আমি সুদীর্ঘ জীবন।"
মাতা কাঁদি' কহে, "বাছা, কি কহিব হায়,
তোমারি দোষেই যে গো রুদ্ধ সে উপায় ;
মনে কি পড়ে না, যবে আছিলে নীরোগ
অনায়াসে ছোঁ মারিতে দেবতার ভোগ ?
হ'য়েছে জীবন তব এবে নিব-নিব,
তাই ভাবিতেছ, "দেব, তোমারে সেবিব !"
সম্পদের কালে তাঁরে কর নাই মান্য,
সেই হেতু আশা মোর অতীব সামান্য ;
আর না হেরিতে পা'ব ও চাঁদ-বদনে,
কাঁদি তাই সারাদিন, বারি দুনয়নে।

বিপদে পড়িলে যাঁরে হইবে ডাকিতে,
সম্পদে উচিত তাঁরে স্মরণে রাখিতে।

কৃপণ।

একতাল স্বর্ণ কিনি' দিয়া সব ধন,
মাটিতে পুতিল এক দারুণ কৃপণ ;

প্রতিদিন দেখে' আসে আছে কি না আছে,
কোনরূপে কেহ তাহা চুরি করে পাছে!
ভৃত্য এক দেখি তাকে ঘন ঘন সেথা,
ভাবিল, দেখিতে হবে কিবা আছে হেথা;
দিন কত কৃপণের চলাফেরা হেরি,
ভাবিল এবার দেখি, আর কেন দেরি?
মাটিগুলা উঠা'তেই সোণা বাহিরয়,
ভৃত্যটী তখনি তাহা লইয়া পলায়;
পরদিনে কৃপণও তথায় আসিয়া,
গর্ত্তটিকে শূন্য দেখি' পড়ে আছাড়িয়া!
আর্ত্তরব শুনি তার প্রতিবাসী এসে,
দুঃখের কারণ শুনি' কহে মৃদু হেসে,
"এত দুঃখ কেন বাপু, সোণার বদলে
পাথর পুতিয়া রাখ, তারে সোণা বলে',
মনেরে প্রবোধ দাও, দেখিবে তোমার
একেবারে কমে' যাবে সব দুঃখভার!
লাগেনি ত উহা কভু কোন ব্যবহারে,
ঢিল ও ঢেলার মত ছিল এক ধারে!

কৃপণের ধন রহে ঢিলের সমান,
ভাল কাজে না লাগিলে কিসে মূল্যবান্?

বৃষ ও ভেক।

কোন বৃষ ডোবা হ'তে করি' বারি পান,
ভেকের শাবকে এক পদে দলি' যান!
ভেক-মাতা ঘরে আসি তাহাকে না দেখি',
অপর সন্তানে ডাকি' কহে "আরে একি!
তোর ভাই কোথা? ভাল পড়ে'ছি আপদে,
লয়ে গেল বুঝি তারে বনের শ্বাপদে!"

শিশু কহে, "মাগো, এক পশু এল হেথা,—
চার পা, বিশাল দেহ, জানি না সে কে তা' ;—
সহসা দলিয়া গেল ভ্রাতাকে আমার,
চলে' গেলে দেখি আর কিছু নাই তার !"
জিজ্ঞাসিল ভেকী তবে, ফুলাইয়া দেহ,
"এত বড় জানোয়ার এসেছিল কেহ ?"
শিশু কহে, "আরো ঢের বড় হ'লে তবে,
পায়ের খুরের মত সম্ভবতঃ হবে।"
ইহা শুনি ভেকী আরো শরীর ফুলায়,
হঠাৎ ফাটিয়া শেষে গড়া'ল ধূলায় !

মশক ও বৃষ।

মশক বৃষের কাণে বাজাইয়া বাঁশী,
বসিতে শৃঙ্গের 'পরে হ'ল অভিলাষী ;
ক্ষণকাল বসি, সেথা বৃষে কহে ডাকি',
"হাঁহে ভাই, মোর দেহ বেশী ভারী নাকি ?
যদি বেশী কষ্ট হয়, এই বেলা কহ,
কেন মিছে মোর ভারে গুমরিয়া রহ ?
দুর্ব্বলে যে পীড়া দিব—হেন লোক নহি,
বলে' ফেলো, কি ভাবিছ, কাল যায় বহি' !"

বৃষ কহে "শুন, তবে মশা মহাশয়,
থাকা ও না থাকা তব তুল্য মনে হয় !
তুমি এত ক্ষুদ্রকায়—হইবে খুঁজিতে,
আছ কি গিয়াছ, তা'ও না পারি বুঝিতে !"

যার যত ক্ষুদ্র মন, আপনারে তত
ভাবে, জ্ঞানী গুণী কেহ নাই তার মত ।

গর্ব্বিত দাঁড়কাক ।

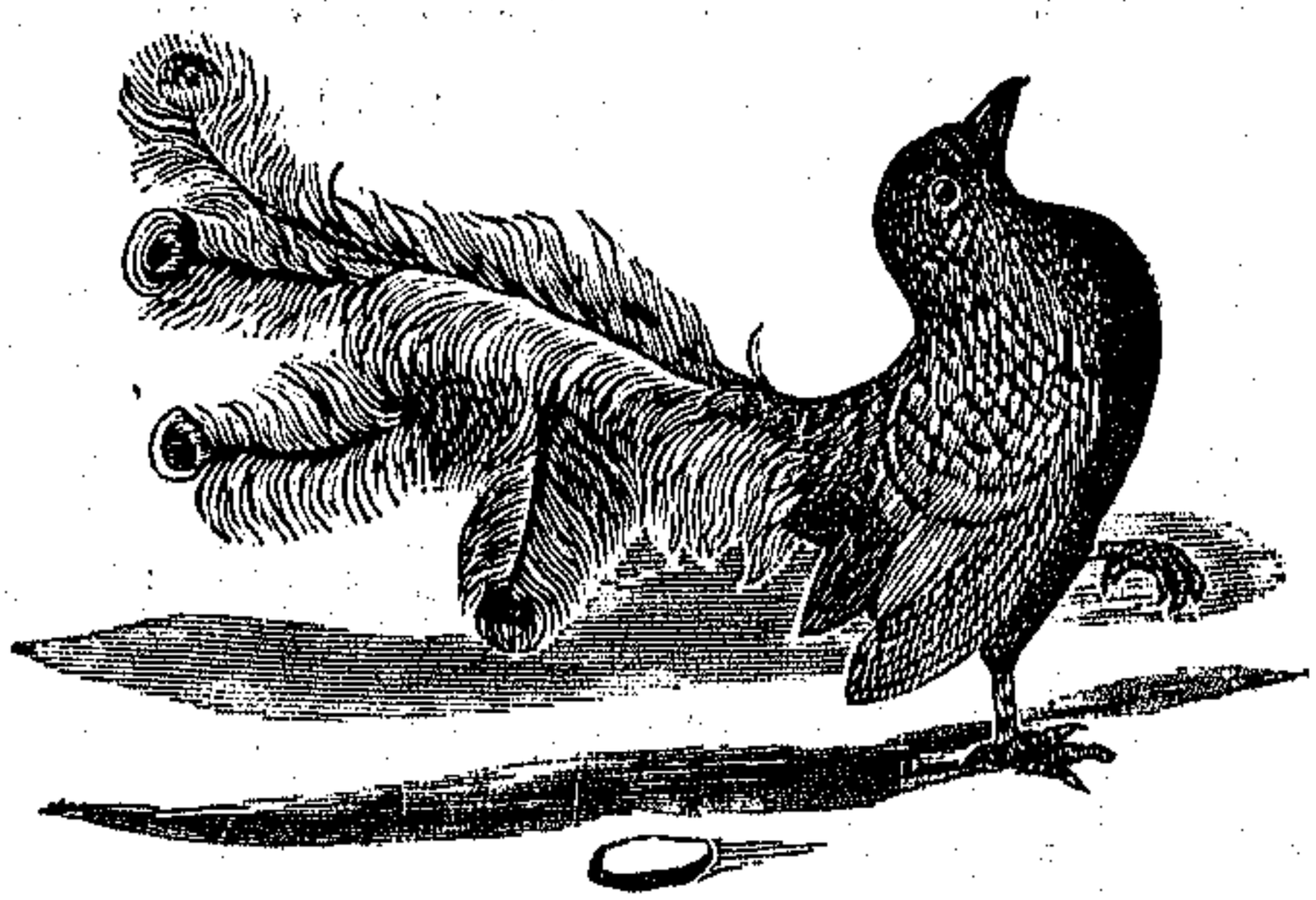

একদা করিলা ঠিক পরম-ঈশ্বর—
করিবেন রাজা এক পাখীদের 'পর ;

যত পাখীদের মাঝে ঘোষি' দিলা তাই,
"রূপে শ্রেষ্ঠ পক্ষী যত হেথা আসা চাই !"
দাঁড়কাক শুনি' তাহা, নিজের আকারে
ব্যথিত হইয়া ফিরে শোকে চারি ধারে ;
অবশেষে কোথা হ'তে কুড়াইয়া পায
অন্য পাখীদের পাখা,—তাহাই লাগায়
আপনার গাত্রময় ; আশা হ'ল মনে
অনায়াসে এইবার পা'ব রাজ্যধনে !
সবে আসি' উপস্থিত বিভুব সকাশে,
বিচিত্র পাখায় সাজি কাক(ও) সেথা আসে !
দেখি' তার পক্ষশোভা নয়ন-মোহন,
বিভু তারে রাজপদে করিলা ববণ !
আগাগোড়া পাখী তবে রাগেতে ফুলিয়া,
বায়সের পাখা হ'তে লইল খুলিয়া
নিজ নিজ পাখাগুলা,—নিমেষে তখনি
দাঁড়কাক বাহিরায় কুরূপের খনি !

অশ্ব ও ছায়া।

অশ্ব এক ভাড়া করি পান্থ একজন
অধিকারী সনে চলে করিতে ভ্রমণ।
যে'তে যে'তে পথমাঝে বেলা বেড়ে উঠে,
রবির কিরণ-দাহে গায়ে ঘাম ছুটে।
অসহ্য গরম হ'লে পথিক দাঁড়ায়
পথপাশে ঘোড়া রাখি—তাহারি ছায়ায়।
এতটুকুমাত্র ছায়া, শুধু একজন
তাহাতে করিতে পারে শ্রম-বিনোদন।

দুজনারি অভিলাষ ছায়া লভিবারে,
সেই হেতু অধিকারী বাধা দিল তারে ;
কহিল, "দিয়াছি ভাড়া শুধু ঘোড়াটাই,
সেই সনে তার ছায়া কভু দিই নাই।"
পথিক কহিল, "অরে, দিয়াছি যে দাম,
ঘোড়া সনে তার ছায়া তাও লভিলাম !"
এইরূপে কথা হ'তে উঠে ঘুসাঘুসি,
ঘোড়াটা পলায়ে যায় যেথা তার খুসি।

কৃষক ও সর্প।

শীতের সময়ে চাষা পায় দেখিবারে
কাঠপানা হয়ে সাপ পড়ে' একধারে ;
দয়ায় গলিয়া চাষা তারে তুলি লয়
আপন বুকের 'পরে, সাপ সুখে রয়।
কিছু পরে মৃদু তাপে তাজা হয়ে উঠি'
তা'রি বুকে ফুটাইল বিষ-দাঁত দুটি !
মরণের মুখে আসি কহে তবে চাষা,
"হায়, কেন খলে দিতে গেনু ভালবাসা :
যত দেও উপকার অকৃতজ্ঞ জনে,
ভুলেও কৃতজ্ঞ তারা হয় না জীবনে।"

IMPERIAL LIBRARY.

কাক ও সর্প।

সারা দেশ ঘুরি' কাক আহারের তরে
নিরাশ হৃদয়ে শেষে বসে বৃক্ষ 'পরে।
ক্ষুধায় অবশ অঙ্গ বিরস বদন,
মাথা নীচু করি রহে চিন্তায় মগন।
সহসা দেখিল চাহি কুণ্ডলী পাকায়ে
সর্প এক প'ড়ে আছে সেই বৃক্ষ-ছায়ে!
ক্ষুধার জ্বালায় কিছু চিন্তা নাহি করে,
একেবারে সর্পটারে চঞ্চুপুটে ধরে।
চঞ্চুর আঘাত পেয়ে ক্রুদ্ধ বিষধর
দংশিল তাহারে,—কাক বিষে জরজর।
কহে, "হায়, না ভাবিয়া করিয়াছি কাজ,
তারি এই পরিণাম লভিলাম আজ।"

শৃগাল ও আঙুর।

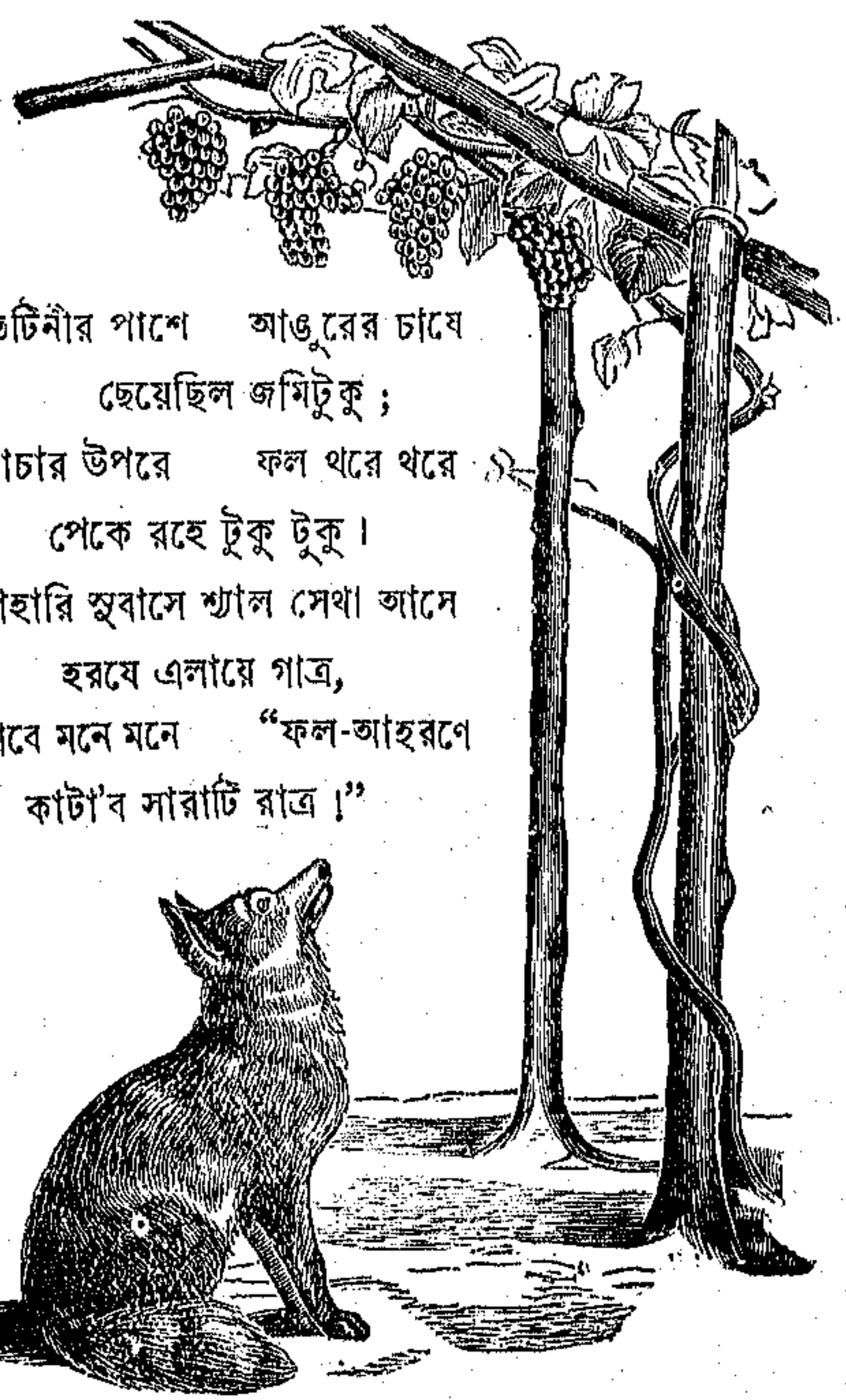

তটিনীর পাশে আঙুরের চাষে
ছেয়েছিল জমিটুকু ;
মাচার উপরে ফল থরে থরে
পেকে রহে টুকু টুকু।
তাহারি সুবাসে শ্যাল সেথা আসে
হরষে এলায়ে গাত্র,
ভাবে মনে মনে "ফল-আহরণে
কাটা'ব সারাটি রাত্র !"

এ দিকে মাচাটী অতি পরিপাটী ! মাটিও অনেক নীচে,
শ্যাল ফিরে চায়, ঊর্দ্ধেতে লাফায়, লাফায় কেবলি মিছে !!
গভীর আঁধারে পৃথিবী ঘাঝারে যামিনী নামিয়া আসে,
স্তবধ প্রাসাদ ল'য়ে অবসাদ রহে যেন এক পাশে !
ঘুমায় সকলে, শৃগাল সবলে লাফায় সারাটি রাতি ;
ভোর হ'লে শেষে কহে ভারি হেসে দ্বিগুণ ফুলায়ে ছাতি ;
—"আরে রাম রাম, একি করিলাম, একেবারে গেছি ভুলে,
আঙুরের মত আছে ফল যত দাঁত টকে' যায় ছুঁলে।
কি বিষম ভুল, এ যে কচি ফুল—পাকা ত দূরের কথা !
দূর ! চলে' যাই আর কোন ঠাঁই,—কেন এত মাথা-ব্যথা !'

ভ্রমণকারী ও কুক্কুর।

পথিক ভ্রমণ হেতু হবেন বাহির,
দেখিলা কুকুর তাঁর দাঁড়াইয়া ধীর।
রোষানলে জ্বলি' উঠি' কহিলা পথিক,
"এখনি বেরোতে হবে, কিছু নাই ঠিক ?
সব(ই) মোর ঠিক ঠাক, শুধু তোর লাগি'
যত কিছু দেরী হ'ল—সাধ করি রাগি ?"
কুকুর কহিল ক্ষোভে লেজ নাড়ি' "স্বামি,
তোমারি তরেই আছি দাঁড়াইয়া আমি।"

নিজে যারা অকর্ম্মণ্য, অপরের ঘাড়ে
সব দোষ চাপাইয়া তারা গালি পাড়ে।

সিংহ ও ইন্দুর।

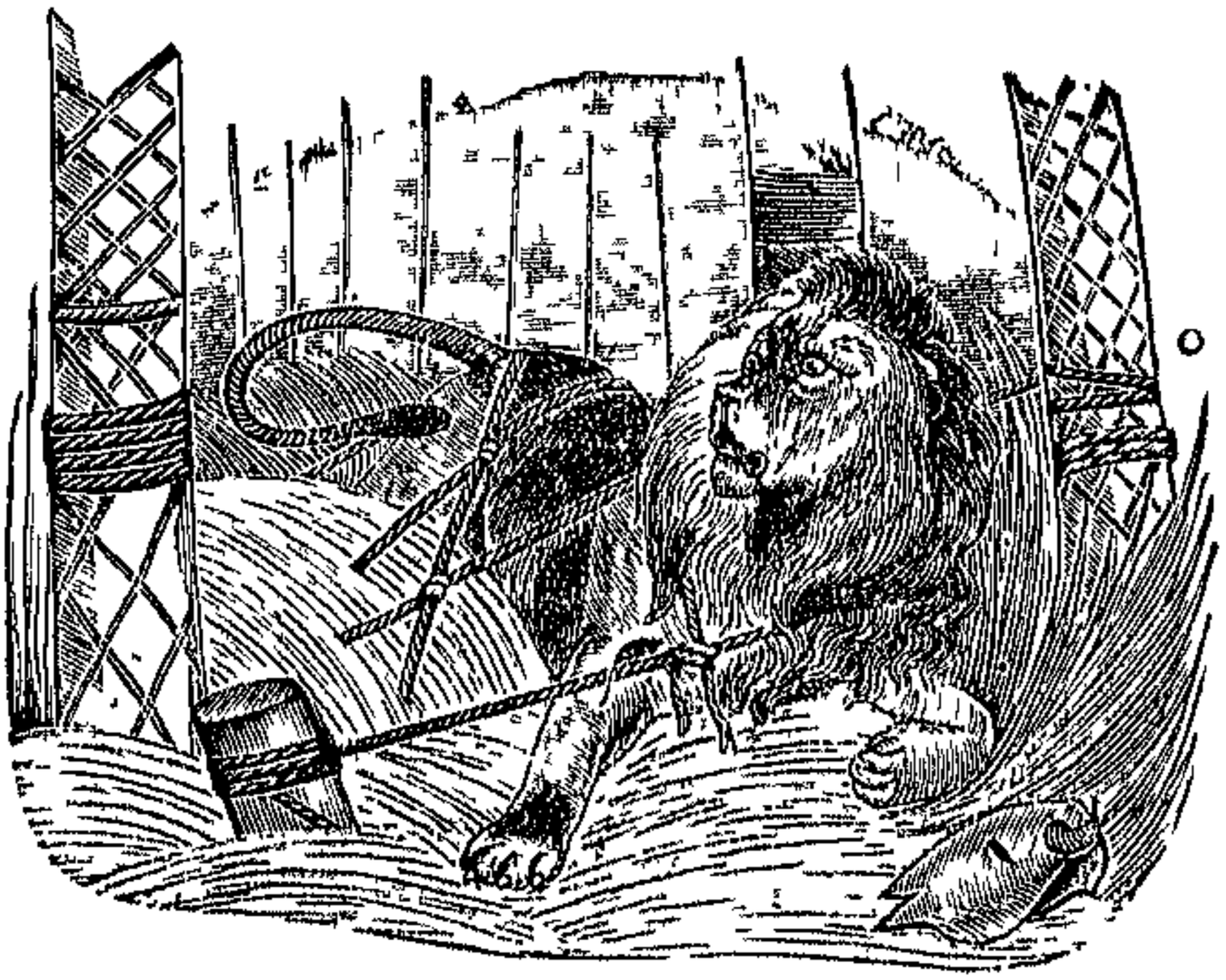

সিংহ সুখে নিদ্রামগ্ন ছিল এক বনে,
মুষিক মাথায় তার উঠিল কেমনে।
গর্জ্জি উঠি' পশুরাজ, ধরিয়া তাহারে,
টুঁটিটা টিপিয়া ধরে প্রাণ লইবারে।

ইঁদুর কাঁদিয়া উঠি' কহে যোড় করে,
"ছাড়ো এবে, দয়া তব শোধ দিব পরে।"
পশুরাজ শুনি' ইহা হেসে উঠে জোরে,
কহে, "যাও, দেখো আর রাগায়ো না মোরে।"
কিছুদিন গত হ'লে পশুরাজ ভুলে,
কেমনে পড়িয়া ফাঁদে গবজন ভুলে।
চিনিতে পারিয়া গলা আসিল ইঁদুর,
ফাঁদ কাটি' দুখ তার করিল বিদূর।
ইঁদুর কহিল পরে, "দেখ মহারাজ,
অতি ছোট প্রাণীটিও কি করিল কাজ।
হাসিয়া উড়ায়েছিলে শুনি' যার কথা,
আজি দেখ সেই তব ঘুচাইল ব্যথা।"

ছাগ ও রাখাল।

দল-ছাড়া কোন ছাগে ফিরাবার তরে
রাখাল চেঁচায়ে কত ডাকাডাকি করে;
তবু ছাগ কোন কথা নাহি শুনে কাণে,
তাড়নার ভয় আদি কিছু নাহি মানে।
রাগিয়া রাখাল তবে ছুঁড়িল পাথর,
ভাঙে শিঙ্—হ'ল ছাগ অতীব কাতর।

তাহা দেখি' রাখালের ভয়ে প্রাণ উড়ে,
ছাগেরে মিনতি করে দুটি হাত যুড়ে—
"দয়া করি' বলিও না বাটী গিয়া ইহা,
তা হ'লে লাথিতে মোর ফেটে যাবে প্লীহা!"
ছাগ কহে, "আমি কথা নাহি ক'ব কভু,
রক্তমাখা শিঙ্ দেখে' জানিবে ত প্রভু!"

কিছুতেই যে জিনিস লুকাবার নয়,
তাহাই করিলে, তাকে অতি বোকা কয়।

কাক ও জলের কলস।

দারুণ পিপাসা-ভরে ছুটে কাক বারি তরে,
জল বিনা বুক ফাটে বুঝি;

মাথাটা উঠিল ঘুরে —হেন কালে কিছু দূরে
কলসী পাইল এক খুঁজি'।
মহা হর্ষে কাছে এসে কলসের মুখ ঘেঁসে
দেখে কাক এত অল্প জল,
চঞ্চুও পাবে না তাহা, এত নীচে বারি, আহা,
ভাবিতে নয়ন ছলছল !
যত রূপে পারিল সে বারি পাইবার আশে
খাটাইল কতই কৌশল ;
শেষে এক ফন্দি আঁটে, —নুড়ি-রাশি ছিল মাঠে,
আনে তাহা ছিল যত বল।
তার পরে কোন মতে নুড়িগুলা কলসেতে
ফেলি দেয়, জল উঠে আসে,
সেই জল ক্রমে উঠে একেবারে চঞ্চুপুটে,
পান করি মহা হর্ষে ভাসে ॥

প্রয়োজন হ'লে পরে, হয় আবিষ্কার
নব নব কত পথ, খুলে যায় দ্বার !

শিশু ও ভেক।

একদা ছেলের দল পুকুরের ধারে
ভেক দেখি' ঢেলা লয়ে' খেলা-ছলে মারে ;
সে আঘাতে কত ভেক জনমের মত
দিল প্রাণ, বালকেরা তবু ক্রীড়ারত !
ভয়ে ভয়ে কোন ভেক কহে মাথা তুলে,
"তোমরা খেলিছ শুধু, নাহি ভাব ভুলে,
আমরা যে প্রাণে মরি ! করিও স্মরণ—
তোমাদের খেলা ইহা, মোদের মরণ।"

শিশু ও বাদাম।

ঘড়াটি ঘরেতে ছিল বাদামেতে ভরা,
তার মাঝে হাত পূরি' দিল শিশু ত্বরা ;
মুঠাখানি ভরি' লয়ে টানিবারে চায়,
ঘড়া হ'তে হাত কিন্তু নাহি বাহিরায়।
বাদাম ত্যজিতে নারে, হাত নাহি আসে,
নিরুপায় হ'য়ে শিশু চক্ষুজলে ভাসে।
"অল্প লয়ে খুসী হও" কহে একজন
"বাহির হইবে হাত দেখিও তখন।"

একেবারে বেশী ল'ব অভিলাষ হেন
কভু নাহি পূর্ণ হয়, মনে থাকে যেন।

রাখাল ও বাঘ।

গ্রাম-প্রান্তে চরাইতে গিয়া মেষ-পাল,
চীৎকার করিয়া কাঁদে একদা রাখাল,
"বাঘ আসিয়াছে" বলি। শুনি' সেই স্বরে
ছুটে আসে যত লোক লাঠি সোঁটা করে।
রাখাল দেখিয়া তাহা হেসে আটখানা,
তারা দেখে শার্দ্দূলের নাহিক ঠিকানা।
এইরূপে বারে বারে দেখাইয়া ভয়,
তাহাদের ডেকে আনে বার পাঁচ ছয়।
পরিশেষে প্রকৃতই বাঘ এসে পড়ে,
রাখালের আর যেন প্রাণ নাই ধড়ে!
তখন চেঁচায়ে কহে, "ভাই সব কোথা,
এবার প্রকৃত বাঘ আসিয়াছে হেথা!"
কে বা শুনে তার কথা, অন্যমনা সবে,
ভাবে মনে, "এটাও বা পরিহাস হবে!"
সুবিধা পাইয়া বাঘ ধ্বংস করে মেষ,
নিমেষের মধ্যে সব হইল নিঃশেষ।

মিথ্যাবাদী ভুলে যদি সত্য কথা কয়,
সে কথাও বিশ্বাসের যোগ্য কভু নয়।

নেকড়িয়া ও সিংহ।

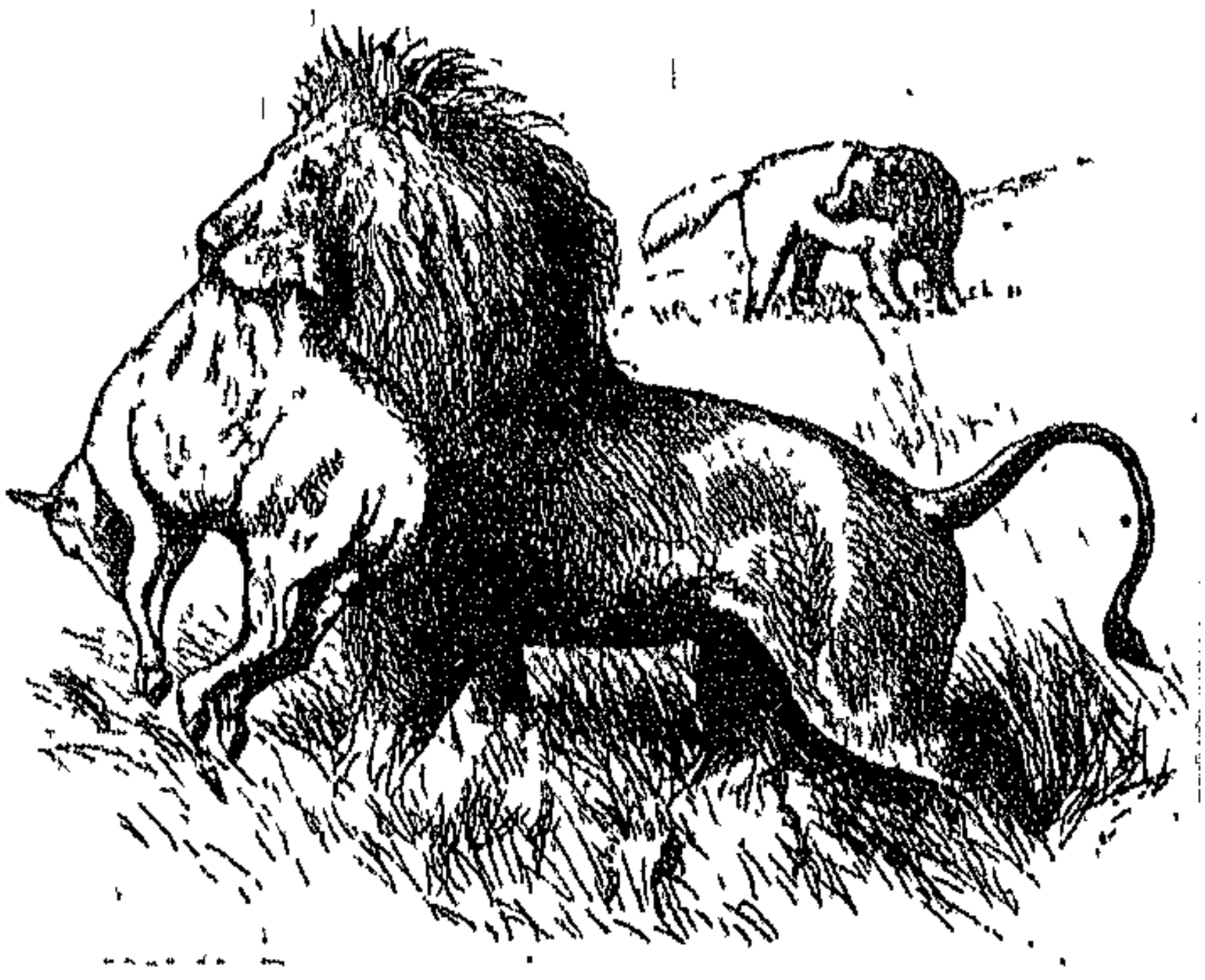

একদা সুযোগ বুঝি' আসে নেকড়িয়া
চুরি করি' মেষ-শিশু ছুটে পথ দিয়া ;
সিংহ সাথে দেখা হ'ল যাবার-সময়ে;
পলাবার ইচ্ছা, তবু দাঁড়া'ল সভয়ে।

একটীও কথা নাহি,—পশুরাজ হাসি'
কেড়ে লয় মেষ-শিশু হরষেতে ভাসি' !
মুখ ভার করি' বাঘ দাঁড়াইয়া দূরে
কহে, "আমি কত কষ্টে কত দেশ ঘুরে
আনি যাহা, লও কেড়ে; একি অবিচার !
ইহা কি উচিত কার্য্য বনের রাজার ?"
সিংহ কহে, "সত্য নাকি ? ন্যায়তঃ তোমার ?
কোন বন্ধু দে'ছে নাকি ? না—কবে'ছ ধার ?"

চোর যবে কহে চোরে "তুই মহা চোর,"
দ্বিতীয় জিজ্ঞাসে, "ভাল, কিবা গুণ তোর ?"

প্রদীপ।

একদা প্রদীপ এক রাত্রি শেষাশেষি
সজোরে জ্বলিতেছিল তৈল পেয়ে বেশী।
"রাত্রি শেষ হয়ে আসে, তবু তেজীয়ান্,
মোর গুণ এক মুখে কে করে বাখান !"
এইরূপ ভাবি মনে গর্ব্ব হ'ল তার—
রবিও তেজেতে খর্ব্ব, তারকা ত ছার !
হেন কালে ছুটে আসি' প্রভাতের বায়ু
সহসা সে প্রদীপের নাশ করে আয়ু।

যার যত শক্তি কম, অন্তর অসার,
দেখা যায় তার তত বেশী অহঙ্কার!

শৃগাল ও চিতা বাঘ।

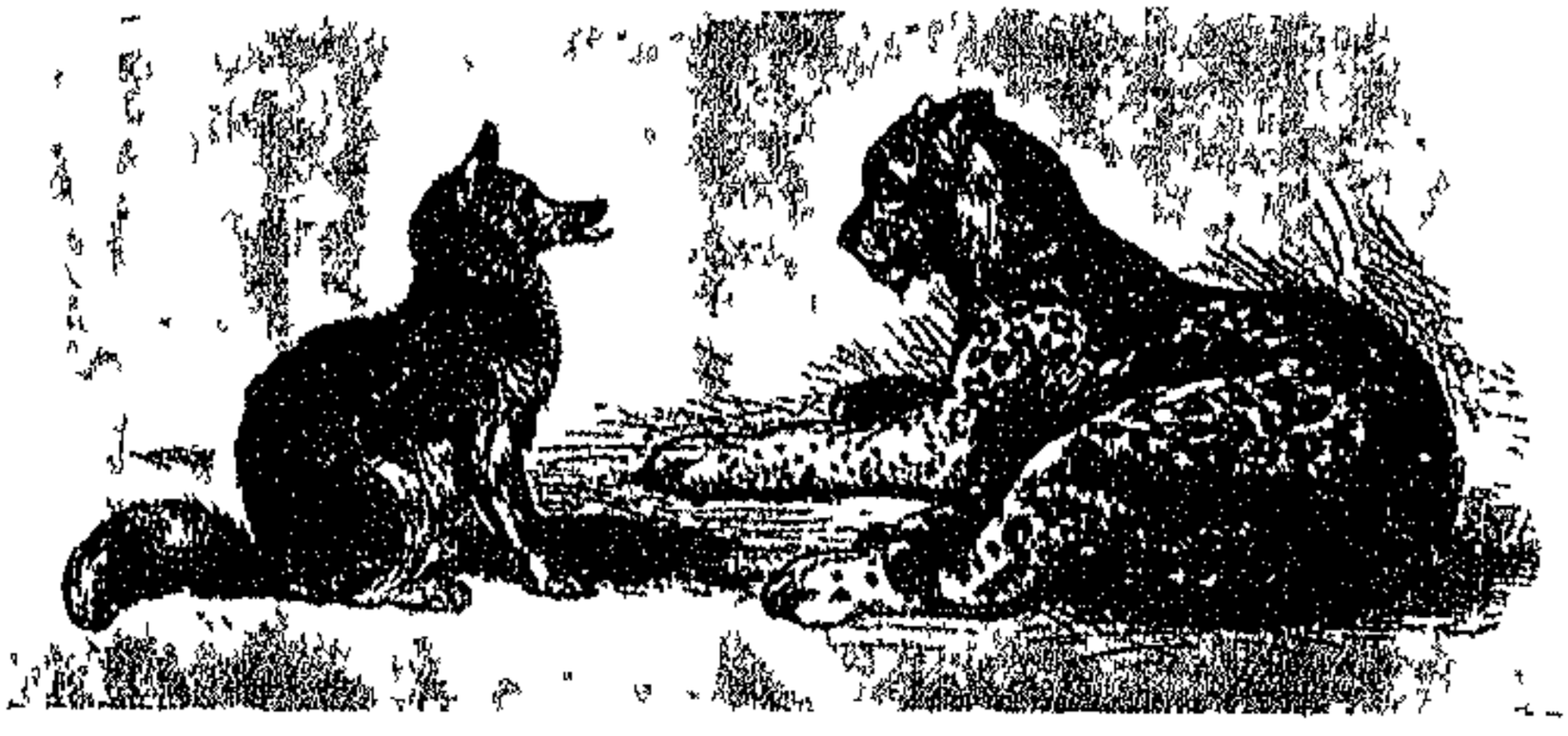

শৃগালের সাথে চিতা বিতর্ক বাধায়,
"রবিও হেরেছে মোর রূপের ছটায়!"
এত বলি চক্রগুলি দেখাইতে থাকে,
শেয়াল কহিল তবে বাধা দিয়া তাকে,
"কারিকুরি যত তব রহে ত উপরে,
আমি যে ভূষিত রহি মনের ভিতরে।
যতটুকু বুদ্ধি ধরি, সেই মম রূপ,
তাহার নিকটে তুমি বিকট বিরূপ।"

তিতির ও ব্যাধ।

তিতিরে ধরিয়া ব্যাধ হননে উদ্যত ;
কাতরে কহিল পাখী "করিও না হত ;
দয়া করি ছাড়ো মোরে, আনো শত শত
তিতিরে দেখায়ে লোভ, আনি দিব কত !!"
এই কথা শুনি ব্যাধ কহিল রাগিয়া,
"আরে, হতভাগা পাখী নিরদয়-হিয়া,
তোর প্রাণ বাঁচাইয়া সঙ্গিগণে শেষে
বিপদের মুখে দিয়া পলাইবি হেসে !
বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে আত্মীয় স্বজনে
মোর হাতে সঁপে' দিবি ভেবেছিস মনে ?'
না, না, তাহা কিছুতেই হ'তে নাহি দিব,
সকলের আগে আমি তোরেই বধিব।"

চিল, কপোত ও বাজ।

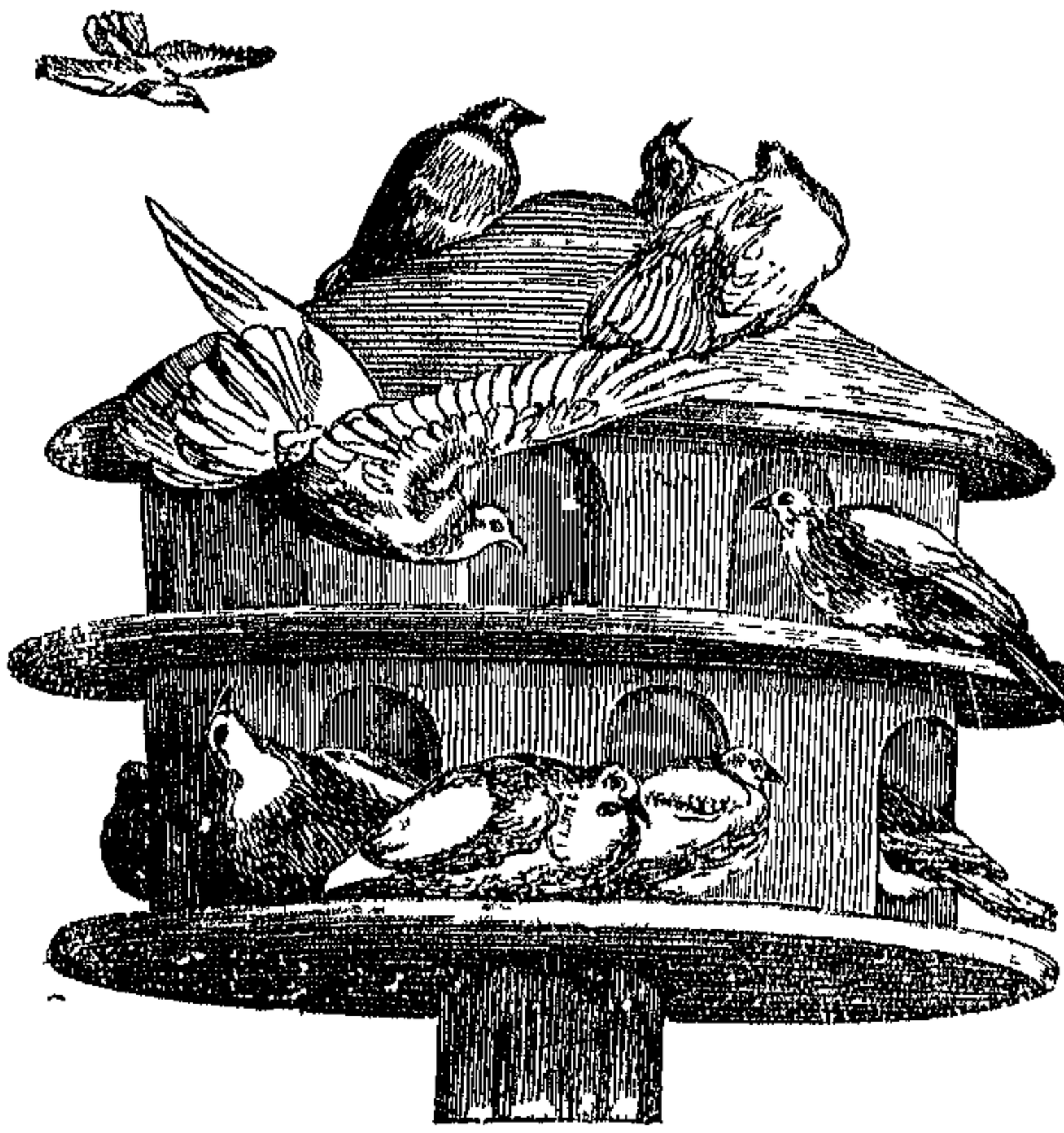

নৃশংস চিলের ভয়ে কপোতেরা ক্ষোভে
বাজপাখী ঘরে আনে,—সেও রাজি লোভে ;
বলিল "মোদের তুমি বাঁচাইয়া রাখ ,
চিরদিন রাজা হ'য়ে এখানেই থাক।"

পরদিনে জন-কত ঘুম থেকে উঠে
চেয়ে দেখে সঙ্গিগণ ভূমিতলে লুটে !
বাজ পাখী একদিনে মারিয়াছে যত,
চিল সারা বছরেও পারে নাই তত !

দুঃখের ভিতরে যার বেশী গুরু ভার,
তাহারে ত্যজিয়া লহ কিছু কম যার।

মেষপালক ও নেকড়িয়া-শিশু।

একদা রাখাল এক গিয়া দেখে বনে
নেকড়িয়া-শিশু রহে সেথা এক কোণে ;
তাহারে লইয়া ক্রোড়ে ঘরে ফিবে আসে,
আহারাদি দিয়া তা'কে ভারি ভালবাসে।
কিছুকাল গত হ'লে, তাহাবে শিখায
কেমনে অপর গৃহে চুবি করা যায়।
উপযুক্ত ছাত্রটীও অতি অল্পকালে,
প্রতিবেশীদের মেষ আনে নানা ছলে।
একদিন নেকড়িয়া রাখালেরে কয়,
"শিখায়েছ চুরি বিদ্যা মোরে মহাশয়,
সেই হেতু বলি তোমা'—নিজ মেষ 'পরে
ভাল করি' চোখ রেখ'। চোর নিজ ঘরে।"

অশ্ব ও সহিস।

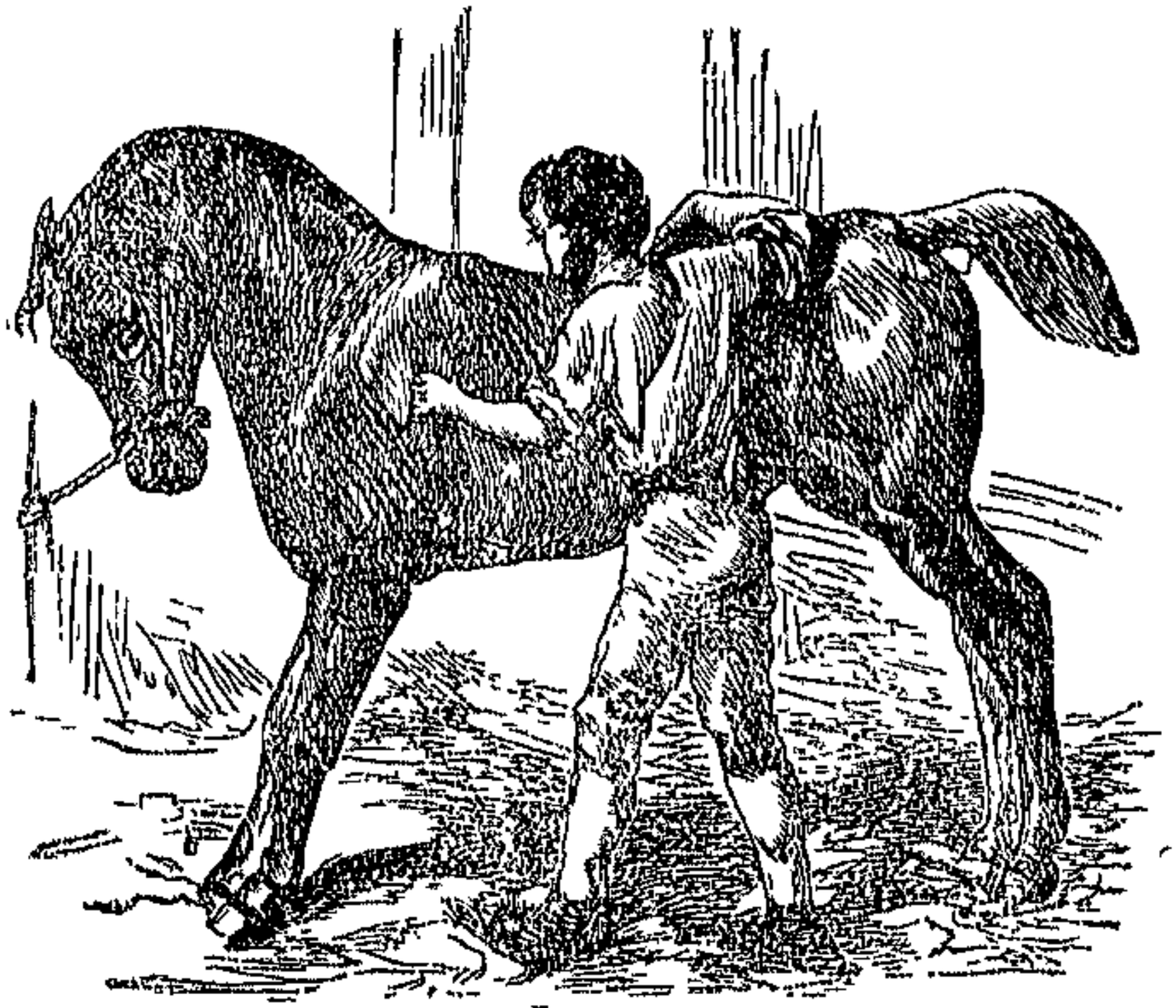

উত্তম সহিস এক ঘোড়া ল'য়ে থাকে,
দলন মলনে তাকে অতি যত্নে রাখে !
এদিকেতে দানাগুলা নিত্য চুরি করে,—
তাহা দেখি ঘোটকের চোখে অশ্রু ঝরে ;
আহার না পেয়ে দেহ ক্ষীণ হ'য়ে আসে,
তখন কহিল ঘোড়া সকাতর-ভাষে,—
"দানাগুলা চুরি করি' শুধু কি মলনে
বাঁচায়ে রাখিবে মোরে করিয়াছ মনে ?

যদি মোরে ভাল করি' রাখিতে চাহিতে,
দলন মলন ছাড়ি' খেতে কিছু দিতে।"

সোজাসুজি সাধুতাই বড় ভাল পথ,
সকলেরি পূর্ণ তাহে হয় মনোরথ ;
ঝুঁটা, মেকী ভালবাসা ভাসিয়া বেড়ায়,
খাঁটি প্রীতি প্রতি কাজে ছাপ রাখি' যায়।

দুই ভেক।

ক্ষুদ্র জলাশয়ে দুটী ভেক করে বাস ;
গ্রীষ্মে জল শুষ্ক দেখি প্রাণেতে হতাশ !
বাহির হইল তারা অন্য গৃহ আশে,
পথ-পাশে পেয়ে কূপ এল তার পাশে ;
সেটি জলে পূর্ণ দেখি' এক ভেক কহে,
"এখানেই নেমে পড়ি, হেথা বারি রহে।"
অন্য ভেক মাথা নাড়ি' কহে, "উঁহু, ভাই,
মনে নাহি ধরে ইহা, আরো ভাল চাই ;
বল দেখি এর জল যদি শুষি' যায়,
উপরেতে উঠিবার কি হবে উপায় ?"

পথিক ও বৃক্ষ।

একদা পথিক এক যেতেছিল হাটে,
যেতে যেতে বেলা হ'ল, রৌদ্রে মাথা ফাটে !

পথ-পাশে গাছ এক বিতরিছে ছায়া,
ফলহীন বটে, কিন্তু সুবিশাল কায়া।
তাহারি ছায়ায় বসি' জুড়ায়ে শরীর
অতি ঘৃণাভরে গাছে কহে পান্থবীর,
"ফুল নাই, ফল নাই, কিছু নাই, আরে!
হয়েছিস্ মানবের কোন্ উপকারে?"
গাছ তবে কহে, "বেশ, ওরে অজ্ঞ ছেলে,
ছায়া দিনু, উপকার তবু নাহি পে'লে?
মোর ছায়া লভি' তব জুড়াইল দেহ,
তবু মোর উপকারে করহ সন্দেহ!"

মক্ষিকা ও মধুপাত্র।

উপুড় হওয়াতে কোন মধুর কলস,
মক্ষিকা ছুটিয়া আসে আনন্দে অবশ।
মধুর উপরে মাছি বসি' দলে দলে,
হরষে করিল পান অতি কুতূহলে।
এদিকে চরণগুলি হ'য়ে মধুমাখা
চলিতে চাহে না মোটে, নড়েও না পাখা।
নিরুপায় হ'য়ে তবে মরণের কালে,
কহে তারা "হায়, শেষে এই ছিল ভালে!
এতটুকু সুখ হেতু কি যে করিলাম,
একেবারে ধনে প্রাণে সবে মজিলাম!!"

না ভাবিয়া পরিণাম, ক্ষণিকের সুখে
মগন হইবে যাবা, ব'বে চির দুখে।

সিংহ ও বরাহ।

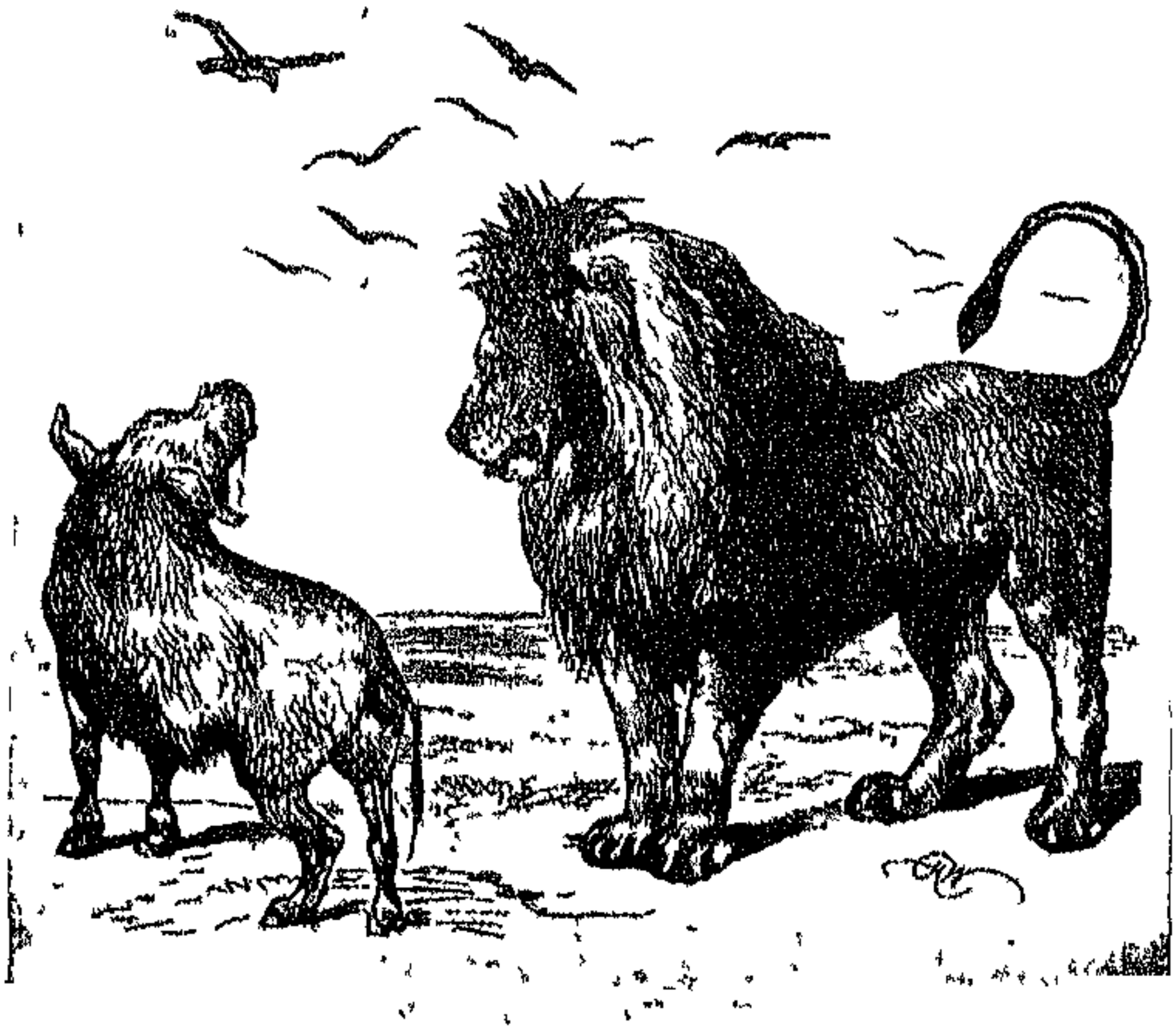

পড়িল ভীষণ গ্রীষ্ম, দারুণ তৃষায়
দিগ্বিদিকে ছুটে সবে জলের আশায়;

হেনকালে দুটি প্রাণী—সিংহ ও শূকর
হেরে স্বচ্ছ হিমবারি-পূর্ণ সরোবর।
দুজনারি ইচ্ছা হ'ল আগে করে পান
সেই বারিটুকু, তা'তে যায় যা'ক্ প্রাণ!
বাধিল বিবাদ তাই দুই মহা শূরে;
বারিপান নিমেষেতে কোথা গেল ঘুরে।
অরণ্যের পশুপক্ষী কম্পমান ত্রাসে;
হেনকালে শকুনিরা দলে দলে আসে।
পশুরাজ কহে তবে "ওই দেখ ভাই,
শকুনি আসিছে হেথা, আর কাজ নাই।
কিবা তুচ্ছ তর্ক হেতু কি ভীষণ রণে
মাতিয়াছি, হারাইতে প্রাণ অকারণে!
আমাদের মাঝে যেবা পড়িবে ভূতলে,
শকুনি, খাইবে বলি, আসে দলে দলে।
এস করি কোলাকুলি, ভুলে যাই সব,
মুছে ফেলি মন হ'তে যা আছে গরব।"

সিংহ ও শশক।

নিদ্রিত শশক ছিল ঘন ঝোপ-পাশে,
শিকার হেরিয়া সিংহ সেথা দ্রুত আসে;
হেরিল সহসা তারে ধরিতে আসিয়া,
নধর হরিণ-শিশু ছুটে পাশ দিয়া।
তখনি করিল তাড়া হরিণ-শিশুরে,
শশকেরে ছাড়ি' দিয়া চলি' গেল দূরে।
গোলেমালে শশকের ঘুম যায় টুটি',
বিষম বিপদ্ হেরি' পলাইল ছুটি'।
এ দিকেতে পশুরাজ ছুটি' মৃগ-পিছে,
ধরিবারে নাহি পারে, শ্রম হ'ল মিছে!
তখন ফিরিল সিংহ শশকের আশে,
"কোথায় শশক?" সিংহ ফুকারে হতাশে।

পেয়েও হাতের কাছে তারে ছাড়ি দিয়া,
দূরে ভ্রমে যেই জন বেশীর লাগিয়া,
যে আশায় দূরে যায়, সে ত তার টুটে;
সহজে পা'বার যাহা, তাও নাহি জুটে!

কৃষক-কন্যা ও দুগ্ধভাণ্ড।

কৃষকের মেয়ে এক চলে পথ দিয়া
দুধের কেঁড়েটি তার মাথায় রাখিয়া ;

ভাবিতে লাগিল পথে, "এই দুধ বেচে
শ'তিনেক ডিম পা'ব দেখিতেছি এঁচে!

ছাড় ছোড দিযা তবু অন্ততঃ তাহাব
শ'আড়াই ফুটে উঠে' ধরিবে বাহার!

তার পরে ছানাগুলা—ক্রমে বড় হ'লে,
সব চেয়ে বেশী দ'মে কিনিবে সকলে।

উপরি যে লাভ হবে আমি তাহা দিয়া
নূতন কাপড জামা পবিব কিনিয়া,

সাজিয়া মোহন সাজে যাইব মেলায়,
সেথায় হরষে আমি মাতিব খেলায়;

সেই রূপ হেরি' মোর যুবকের দল
বিবাহ করিতে মোরে চাহিবে কেবল;

বিবাহ করিতে তারা ভারি ব্যস্ত হবে,
আমি কিন্তু মাথা নাড়ি ফিরাইব সবে!

এই ভাবি মাথা তার নাড়িল সজোরে,
দুধের কেঁড়েটা পড়ে মাটির উপরে!!

১

কল্পনা ছুটিয়া গেল নিমেষের মাঝে,
এত লোভ, এত আশা সব হ'ল বাজে!

৭

দুই পথিক ও কুঠার।

দুটী সঙ্গী একদিন পথ বাহি যায়,
হঠাৎ কুঠার এক দেখিল ধূলায়।
ল'য়ে তাহা একজন কহে তাড়াতাড়ি
"বা রে! বেশ কুড়ালি ত, লয়ে যাই বাড়ী।"
সঙ্গী তার রাগি' কহে, "ও কেমন কথা,
দুজনে পেয়েছি বল, ক'য়ো না অযথা!
দুজনে পেলেম মোরা তুমি এ-টা ল'বে?
এযে দেখি একেবারে ধর্ম্ম নাই ভবে!"
কুঠারের অধিকারী আসে হেন কালে,
পথিক কহিল তবে, "আমাদের ভালে
এই ছিল শেষে, মোরা চোর নাম ধরি'!
আর কেন, এস ভাই ইষ্টদেব স্মরি!!"
সঙ্গী এবে ভয়ে কহে, "আরে কহ কি যে!
তুমিই পেয়েছ একা কহে'ছিলে নিজে;
তখন যা ভেবেছিলে, এখন তা কহ,
তোমার দলেতে কেন মোরে টানি' লহ?"

সিংহ ও তিন বৃষ।

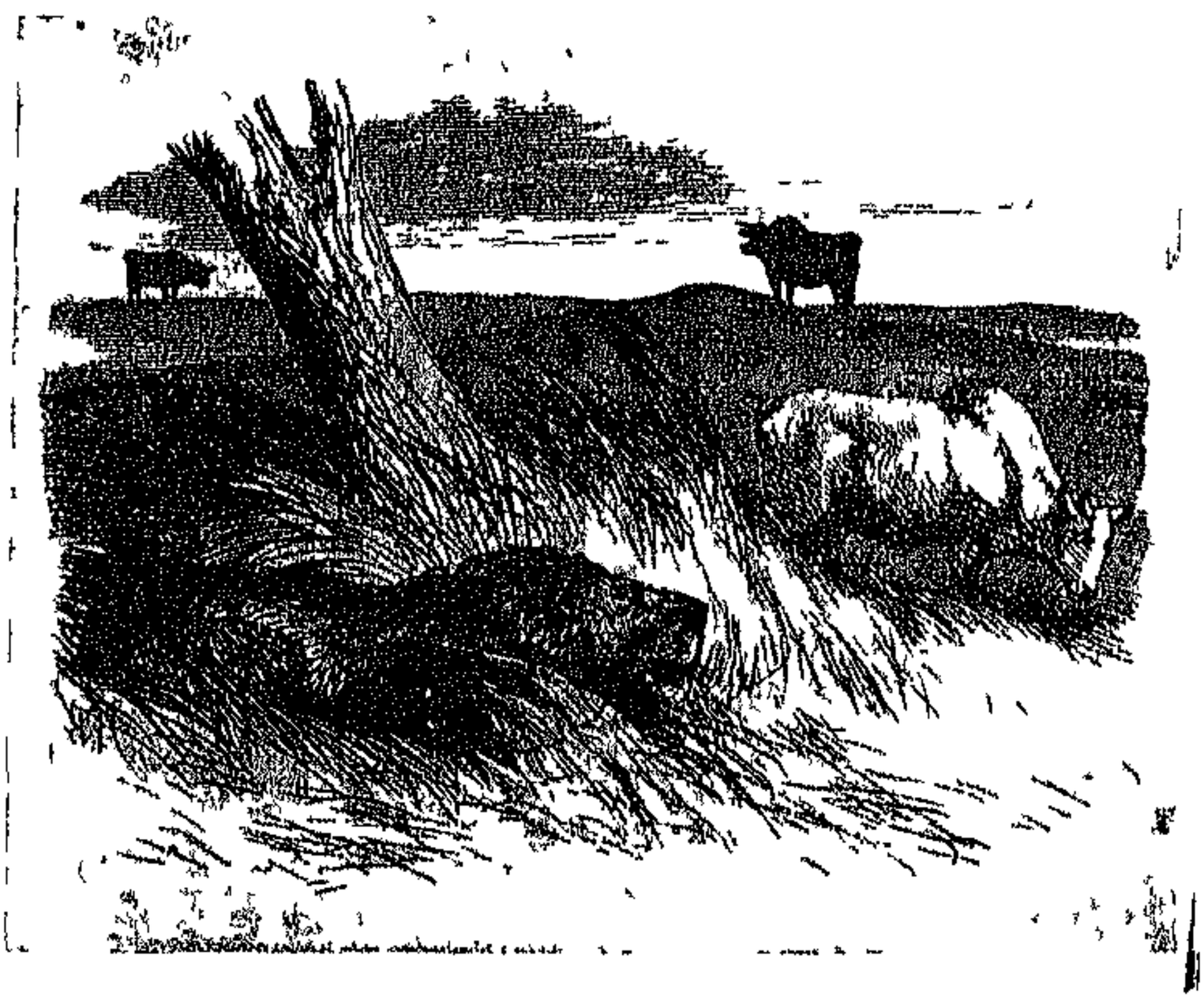

তিনটী বলদ চরে একসাথে মিলি,
সিংহটা দেখিয়া তাহা রহে নিরিবিলি ;
প্রতিদণ্ডে ইচ্ছা হয় করে আক্রমণ,
কিন্তু কাছে যায়,—নাহি সাহস এমন !
যেখানেই ভ্রমে তারা সদা এক যোগ,
কিছুতেই কোনরূপে ঘটে না সুযোগ।

ফন্দি করি সিংহ তবে ভেদবুদ্ধি আনে,
চুপি চুপি এব নিন্দা তুলে ওর কাণে !
বৃষেরা পৃথক্ হয়, সিংহ অনায়াসে
একে একে তিনজনে তখনি বিনাশে !

যে জন থাকিবে বাঁধা ডোবে একতার,
আপনি বিপদ্ সেথা মে'নে যায় হাব !

জ্যোতির্ব্বেত্তা।

জ্যোতির্ব্বিদ্ চেয়ে রয় শুধু ঊর্দ্ধপানে,
পৃথিবীরে একেবারে তুচ্ছ বলি মানে।
একদা সে নিশাকালে পথে যেতে যেতে,
তারকা দেখিতেছিল নীল আকাশেতে ;
পথ-পাশে ছিল কূপ, ফিরেও না চায়,
সহসা তাহারি মাঝে পড়িয়া গড়ায়।
হাত পা ভাঙ্গিয়া গেল, যাতনায় মরে,
"বাঁচাও বাঁচাও" বলি ডাকাডাকি করে ;
প্রতিবাসী ছুটে আসি শুনি' আর্ত্তরব,
কাণ্ড দেখি কহে হাসি "একি অসম্ভব !
আকাশেতে গ্রহতারা খুঁজে মর রোজ,
পা'র কাছে যেটা আছে তার না-ই খোঁজ !"

কুকুর ও প্রতিবিম্ব।

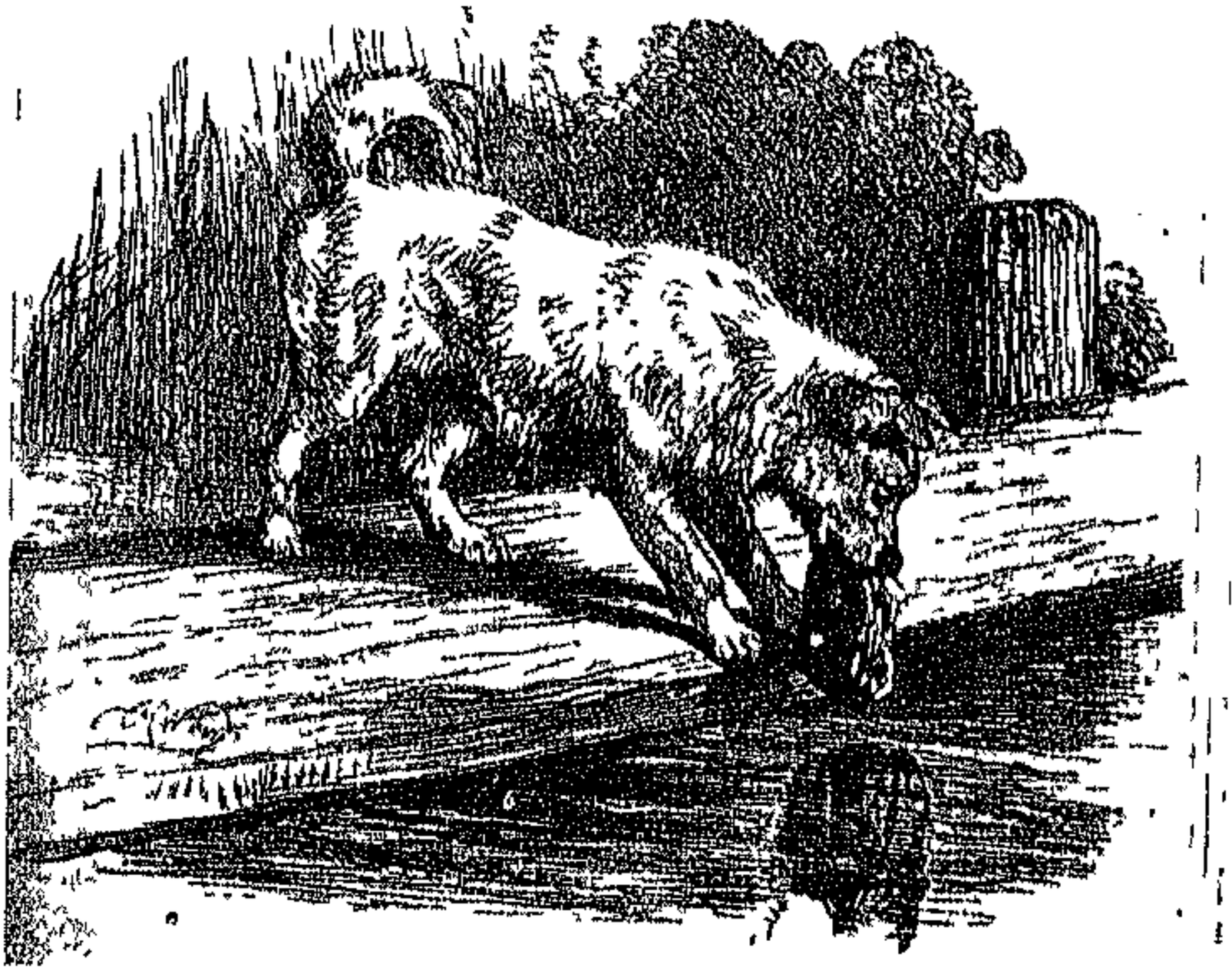

চলিয়াছে সেতু বে'য়ে কুকুর নীচেতে চেয়ে
মুখে ল'য়ে মাংস একখানি ;
তটিনী বহিয়া চলে,— নিজ ছায়া পড়ে জলে
তাহে সত্য লয় অনুমানি'।
কুকুর জ্বলিয়া মরে," ভাবে হিংসা-লোভ-ভরে
"মাংসখণ্ড বড় মোর হ'তে

ওর মুখে কেন রয়, এ ত প্রাণে নাহি সয়,
ওটা কাড়ি' ল'ব কোন মতে !"
এই ভাবি লাফাইয়া আক্রমণ করে গিয়া
অনিশ্চিত বড় খণ্ডটিকে ;
বেশী পা'ব করি' ঠিক, মারা গেল সব দিক্,
প্রতিবিম্ব কতকাল টিঁকে ?
যে ধনের আশা করি' লোভ এল বুক ভরি',
নিমেষে বুঝিল সেটী ছায়া ।
সেই সঙ্গে যাহা ছিল, খরস্রোত টানি' নিল,
দারুণ লোভের এ কি মায়া ।

গর্দ্দভ ও অশ্ব ।

ক্ষুধাবশে গাধা এক করে ছট্‌ফট্,
ভিক্ষা করে খাদ্য তরে ঘোড়ার নিকট ।
"দিব কৈকি" ঘোড়া কয়, ফুলাইয়া বুক,
"দান ছাড়া মহতের কিবা আছে সুখ ?
আহার করিয়া শেষে যদি বাঁচে কিছু,
দিব তোমা' থলি ভরি', এস দেখি পিছু ।"
গাধা কহে, "নমস্কার চরণে তোমার,
মনে গাঁথা র'বে তব করুণা অপার ।

এখন পার না দিতে কণা-পরিমাণ,
পরে দিবে রাশিরাশি—এ কেমন দান ?”

শশকগণ ও ভেকগণ।

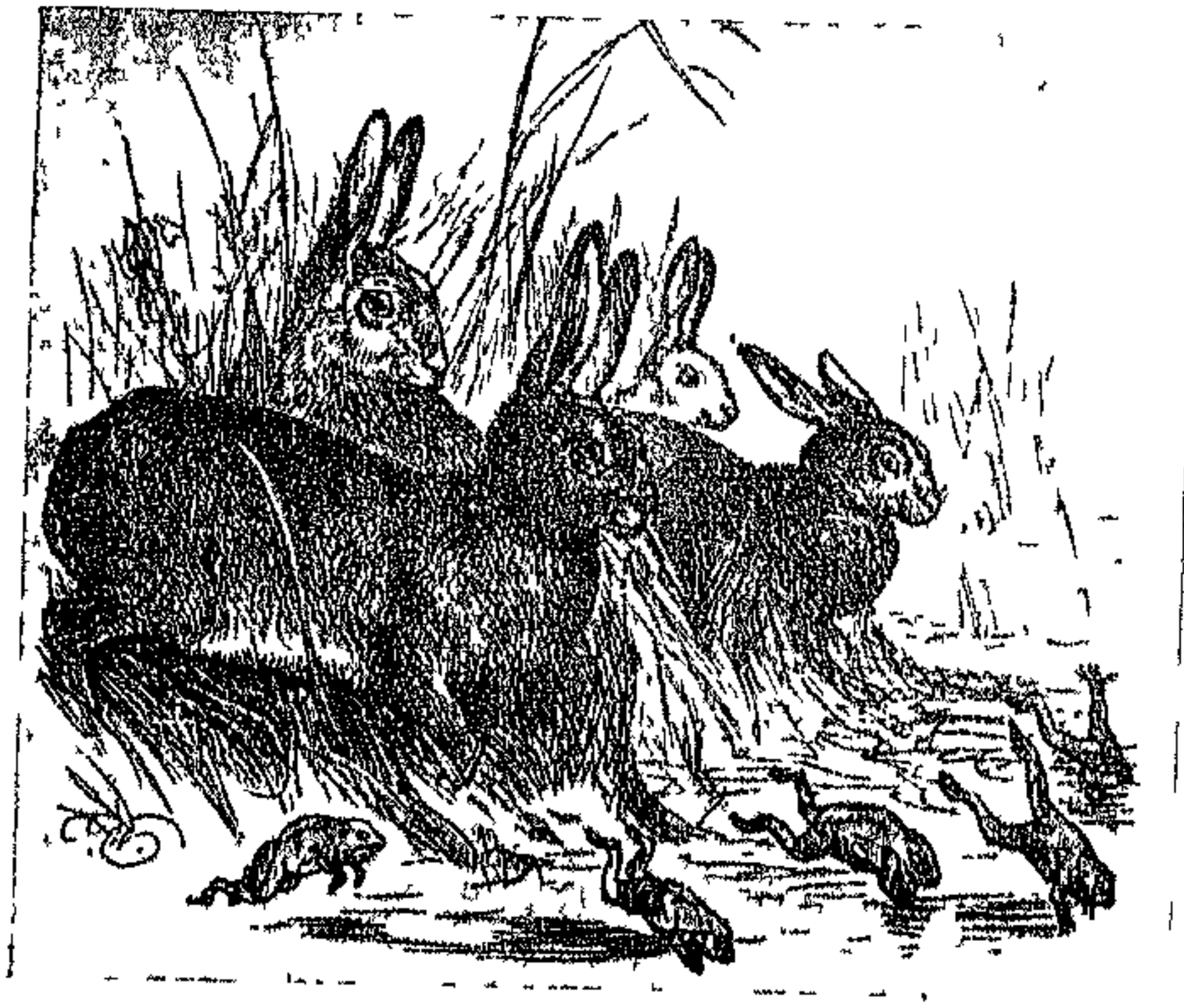

শশকেরা প্রপীড়িত হ য়ে একদিন
ভাবিতে লাগিল, “হায়, আমরা কি হীন !
এমন হীনতা ল’য়ে বাঁচিয়া কি হবে,
তার চেয়ে জলে ডুবে’ মরে’ যাই সবে !”

ইহা ভাবি মরিবারে স্থির করি মতি,
শশকেরা হ্রদপাশে আসে দ্রুতগতি ;
ভেকেরা আছিল সেথা, ভয় পেয়ে তারা
গোলেমালে একেবারে হ'ল জ্ঞানহারা।
কে কোথা পলাবে কিছু ভাবিয়া না পায়,
ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করি' সবে হ্রদেতে ঝাঁপায়।
তখন শশক এক কহে সবে ডাকি,'
"ভাই সব, আর কেন মনে দুঃখ রাখি ;
আমরা যে হীন শুধু, কভু তাহা নহে ;
মোদের হ'তেও দেখি ভীরু জীব রহে !"

বিড়াল ও পক্ষী।

পাখীদের মধ্যে দেখি' পশিয়াছে রোগ
বিড়াল ভাবিল, "এ যে পরম সুযোগ !"
তখনি সাজিল ধূর্ত্ত মহাজ্ঞানী বৈদ্য,
"আরাম করিব" কহে, "যত রোগ সদ্যঃ।"
জিজ্ঞাসিল সবে ডাকি' "আছ কি হে ভালো ?
রোগে ভুগে', আহা, দেখ, বর্ণ সব কালো !"
পাখীরা কহিল তা'কে, "বৈদ্য মহাশয়,
আপনার কথাতেই রোগ দূর হয় !

আমরা হয়েছি ভাল, আপনি এখন
দয়া করি' যান যদি, ভাল থাকে মন !"

মৃগ ও দ্রাক্ষালতা।

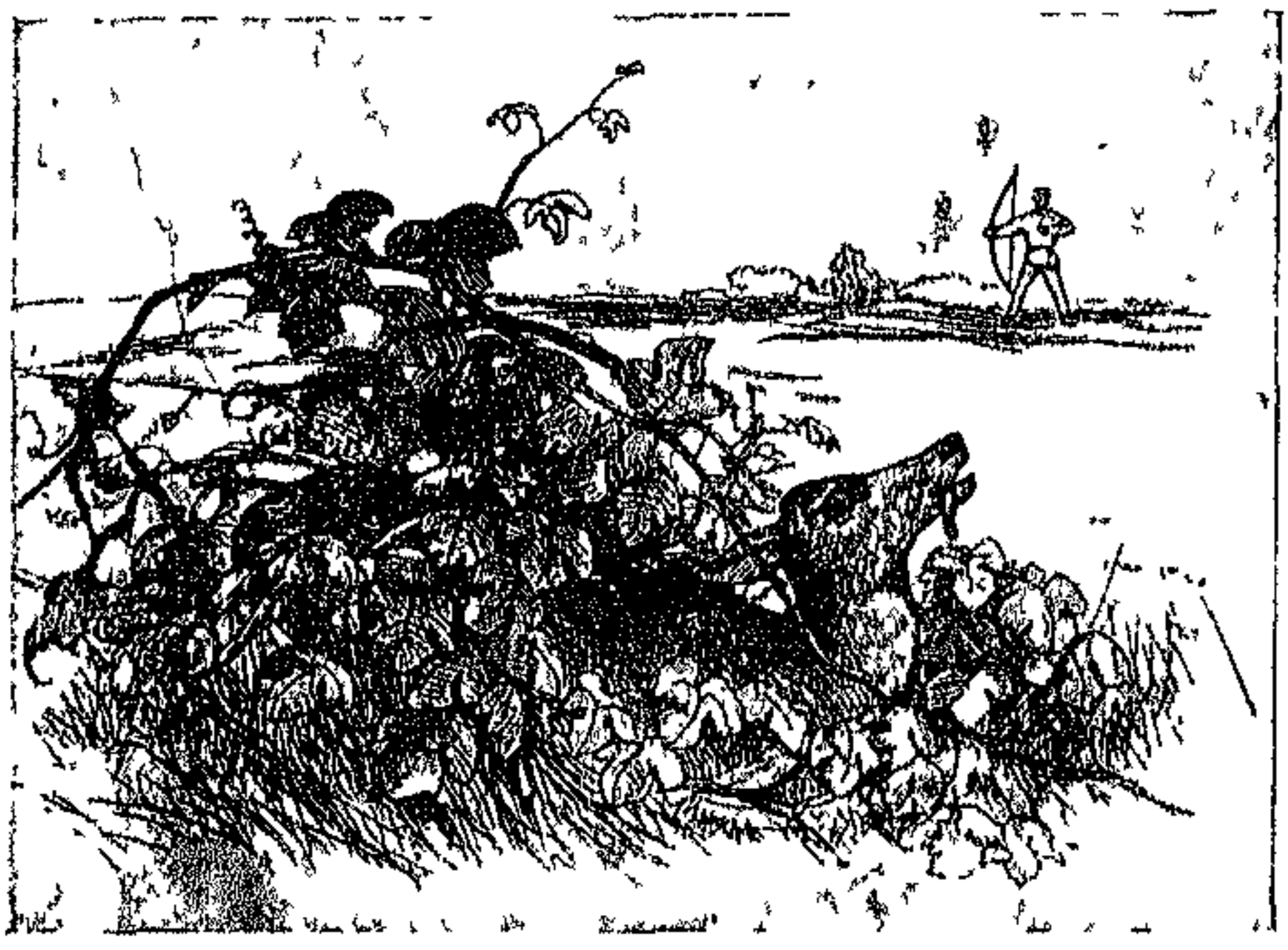

তাড়া খেয়ে মৃগ দ্রুত লুকা'ল তরাসে,
ছেয়েছিল জমি যেথা আঙুরের চাষে ;
"এই ছিল, কোথা গেল" শিকারীরা কয়,
"আগাগোড়া লক্ষ্যগুলা সবি বৃথা হয় !"
পাতার আড়ালে থাকি' মৃগ ভাবে মনে,
কেটে গেছে যত কিছু ভয় এইক্ষণে।

আঙুরের ডগাগুলা দাঁত দিয়া কাটি,
সুখে খায়, বলে "আহা, অতি পরিপাটী !"
খস্ খস্ চপ্ চপ্ শব্দ শুনি' তার,
শিকারী ছুড়িল বাণ অতি তীক্ষ্ণধার।
মর্ম্মে বিদ্ধ হয়ে মৃগ মৃত্যুকালে কয়,
"পরম বিপদে মোরে যে দিল আশ্রয়,
তাহারি ক'রেছি ক্ষতি, লোভে হতজ্ঞান,
সেই পাপে এই দণ্ড দিলা ভগবান্।"

মেষ-শাবক ও ব্যাঘ্র।

পশ্চাতে আসিছে বাঘ, দেখি' প্রাণ-ভয়ে
মেষের শাবক ছুটি' পশে দেবালয়ে।
বাঘ কহে, "কোথা যা'স্, হীনবুদ্ধি ওরে,
মন্দিরের পুরোহিত কাটিবে যে তোরে !"
মেষ কহে, "সে ত ভাল মন্দিরেতে মরা,
তোর হাতে ভুলে যেন নাহি পড়ি ধরা !"

চোর ও কুকুর।

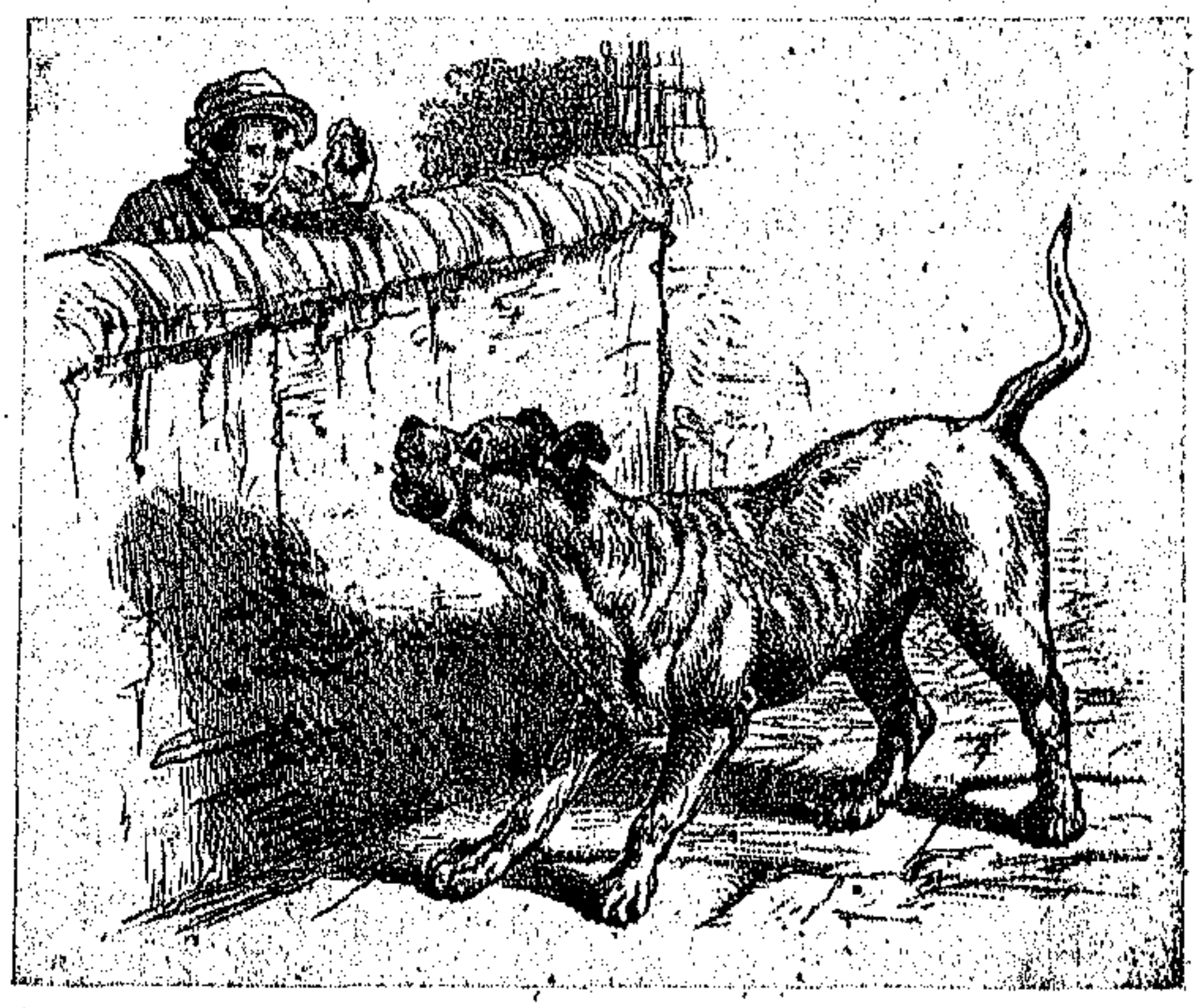

নিশাকালে আসে চোর চুরি করিবারে ;
কুকুর দেখিয়া তাহা, তাড়া করে তারে।
"সকলেই যদি জাগে কলরবে তার,
চুরি করা তাহা হ'লে হয়ে উঠে ভার।"
ইহা ভাবি রাশি রাশি মাংস দিয়া তারে,
ভাবে চোর কাজ বুঝি হইল এবারে।

কুকুর কহিল তবে সন্দেহের ঘোরে,
"চীৎকার করিবে বন্ধ, মাংস দিয়া মোরে ?
সহসা এতটা দয়া বর্ষিয়াছ বলি'
সন্দেহ উঠিছে মনে আমার কেবলি ;
কিছু অভিসন্ধি তব আছে সুনিশ্চয়,
বিশ্বাস তোমার 'পরে তাই নাহি হয় !"

জ্যোতিষী।

জ্যোতিষী বসিয়া থাকে বাজারের পাশে,
"ভবিতব্য" যাহা কিছু, বলে অনায়াসে।
পরে যে ঘটিবে কি কি, পথিকেরে কহে ;
তারাও সদাই ভয়ে সাবধানে রহে !
একদিন কেহ ছুটে আসি' তার কাছে,
কহে, "ওরে, তোর ঘরে চোর পশিয়াছে !"
তাহা শুনি' জ্যোতিষীটী ছুটে প্রাণপণে,
হেনকালে দেখা হ'ল প্রতিবেশীসনে ;
কহিল সে, "ওহে বাপু, তুমি নাকি পার'
ভবিষ্যৎ বলে' দিতে দ্রুত সবাকার' ?
শুনিয়া পরের কথা ছুটিতেছ দেখি,
নিজের বেলায় কিছু বুঝ নাক'—একি !"

অন্ধ ও নেকড়িয়া-শিশু।

অন্ধ এক, স্পর্শমাত্র করিত সে ঠিক
সেটা কোন্ জানোয়ার,—যে যাহাই দি'ক।
একদিন আনি' দিয়া নেকড়িয়া-শিশু
সবে কহে, "বল দেখি এটি কোন্ পশু ?"
অনুভবে অন্ধ কহে, "নাই ঠিক জানা—
নেকড়িয়া-শিশু কি এ শৃগালের ছানা ;
তবে মোর মন যেন এই কথা কহে,
"পশিলে এ, মেষ-গৃহ নিরাপদ্ নহে !!"

কয়লা-ব্যবসায়ী ও রজক।

কোন লোক কয়লার ব্যবসায় করে,
একাকী থাকিয়া তার আপনার ঘরে ;
একদিন তার বন্ধু রজকের সনে
বহুকাল পরে দেখা হইল কেমনে ;
অনুরোধ জানা'ল সে, "দেখ ধোপা ভাই,
এস মোরা মিলে মিশে থাকি এক ঠাঁই !"
রজক কহিল তবে, "অসম্ভব তাহা !
বহুশ্রমে শুভ্র আমি করি' দিব যাহা,
নিমেষে করিবে তুমি তাহাকেই কালো !
—বিসদৃশ এ দুটীতে মিলন কি ভালো ?"

দুইটী পাত্র।

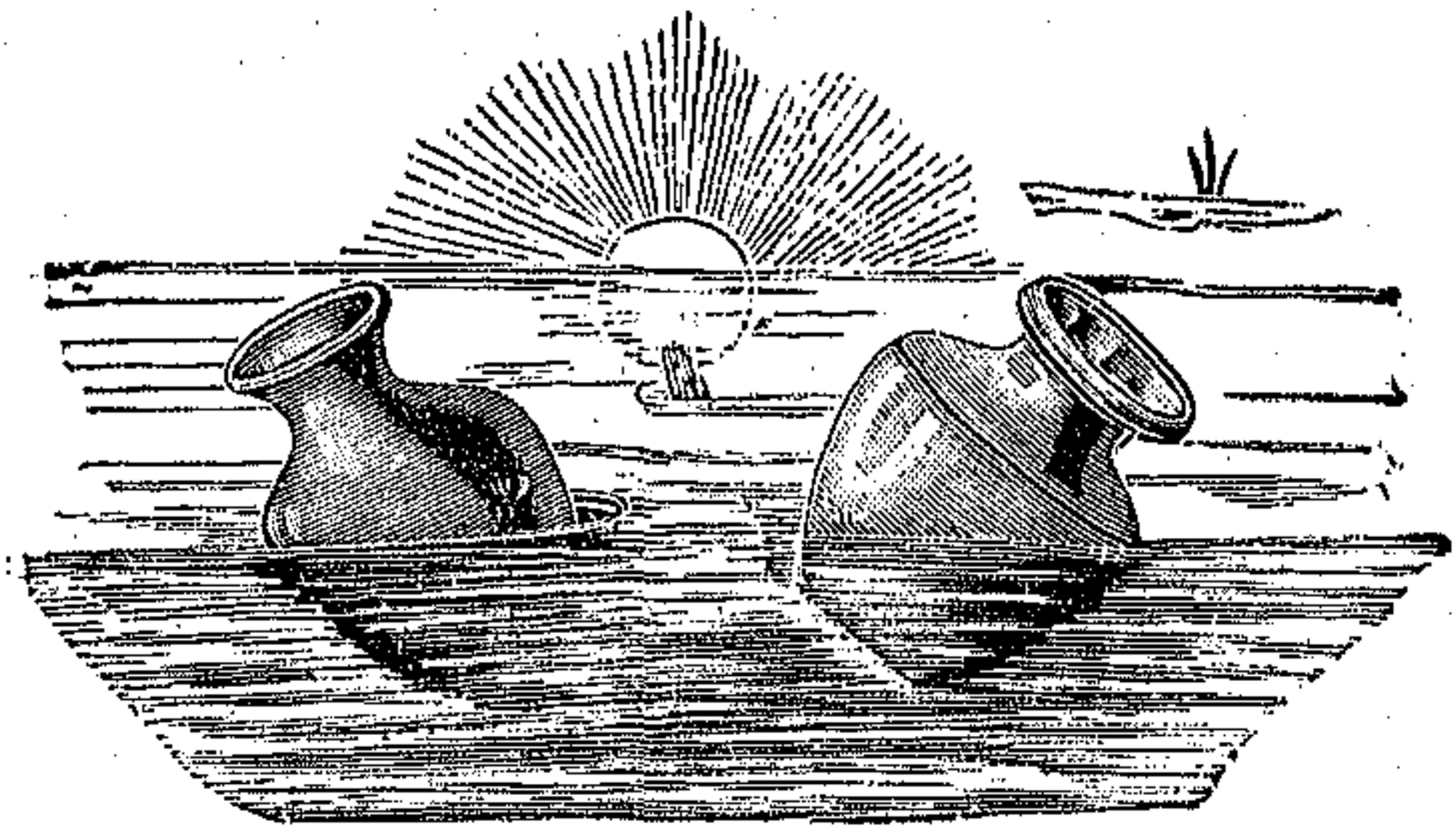

নদী এক বহে' যায়, স্রোতে ভেসে তার
আসিল দুইটী পাত্র—মাটি ও কাঁসার ;
কাঁসাটা মাটিরে দেখি' কহে, "কেও, আরে,
মাটি দাদা, কাছে এস ! কেন এক ধারে ?"
গলা ছাড়ি' দিয়া কহে মাটির কলস,
"কাঁসা, ভাই, দয়া করি' কোরো' না পরশ !
তুমি যদি ছোঁও মোরে অতি মৃদুভাবে,
তা হ'লেও দেহ মোর গুঁড়া হয়ে যাবে ।
সেই হেতু চিরকাল দূরে দূরে রহি,
কোনমতে কাছে যেতে অভিলাষী নহি ।"

নীতিগাথা।

মিত্রতা মানায় ভাল সমানে সমানে,
ক্ষীণ ও বলীতে কভু সাম্য নাহি জানে।

মূষিকের পরামর্শ।

এক মহাসভা-মাঝে মূষিকেরা ভাবে
"বিড়ালের আগমন কিসে বুঝা যাবে ?"
বিড়াল সহসা যা'তে কাছে নাহি আসে,
সেই হেতু কেহ কহে সুচতুর ভাষে,
"কোনরূপে বেঁধে দাও ঘণ্টা তার গলে,
বাজিলেই পলাইব সবে দলে দলে !"
উপদেশ শুনি' সবে কহে তারে ধন্য,
সোজাপথ থাকিতেও ভেবে মরি অন্য !"
শেষে এক বুড়া কয় তুলি' উচ্চ স্বর,
"বাঁধিতে যাইবে কেবা ?"—সবে নিরুত্তর !!

কৃষক ও পুত্রগণ।

কৃষকের মন হ'ল উচাটন,
ছেলেরা বিবাদে সদাই রত।
তারা দিনরাতি করে হাতাহাতি,
বাপের মিনতি শোনেও না ত!

"কি করিব হায়, বুঝিতে না চায়,
কত যে বিপদ্ ঘটিতে পারে,
বলি ভাল কথা, তবুও একতা
কিছুতে ফিরিয়া আসে না হা-রে!"

ছাড়ি' উপদেশে, বুড়া অবশেষে
নূতন উপায় করিল খাড়া ;
ছেলেদের কাছে ডাকি' আনি' যাচে
সরু কঞ্চির একটি তাড়া।
আনি' দিলে তাহা, বুড়া "কহে, বাহা !
এস' দেখি এবে আমার কাছে ,
সবে,একে একে ভাঙ্গো দেখি এ'কে,
বুঝে লই জোর কতটা আছে !"
লয় সবে ধীরে কঞ্চির আঁটিরে,
ভাবে সবে, "ইহা কঠিন টা কি ?
কাজের বেলায় সবে হেরে' যায়,
ফিরে শেষে লাজে বদন ঢাকি' !
পেয়ে কিছু আশা, কহে তবে চাষা,
তাড়া খুলে ফেলি' সবার মাঝে,
"লয়ে একটারে ভাঙ্গো এই বারে,
সফল হইবে দেখো একাজে !"
ভাঙে অনায়াসে ! বুড়া দেখি' হাসে,
—"একতার বল কতটা দেখো ;
একতা বিহনে এ তিন ভুবনে
সবে হীনবল স্মরণে রেখো !"

বৃদ্ধা ও আতরের শিশি।

বুড়ী এক পথে পায় আতরের শিশি,
কিছু নাই, তবু গন্ধে ভরে দশদিশি!
এক হস্তে তুলি' তাহা নাসিকায় ধরে,
শূন্য শিশি স্বরগের সৌরভ বিতরে!

গন্ধে মুগ্ধ বৃদ্ধা কহে, কি সুবাস আহা!
এ গন্ধ যে রাখি' যায়, কি সুন্দর তাহা!"

যত কিছু ভাল কাজ, তার যেটি স্মৃতি,
হৃদয়ে জাগায়ে তুলে সুখ নিতি নিতি।

শিশু ও বৃশ্চিক।

শিশু এক, পতঙ্গের সংগ্রহের তরে
যেখানে সেখানে গিয়া তাহাদের ধরে;
বৃশ্চিক কোথায় ছিল—তা'রো মুখপানে
বাড়াইয়া দেয় হাত ধরিবার আশে!
বৃশ্চিক তখন কহে দেখাইয়া হুল,
"ওহে বাপু, তুমি বড় বুঝিয়াছ ভুল।
যেমনি ছুঁইবে মোরে—হারাইবে সব,
আমি ত পলা'ব, আরো যতেক শলভ।

মেষপালক ও নেকড়িয়া।

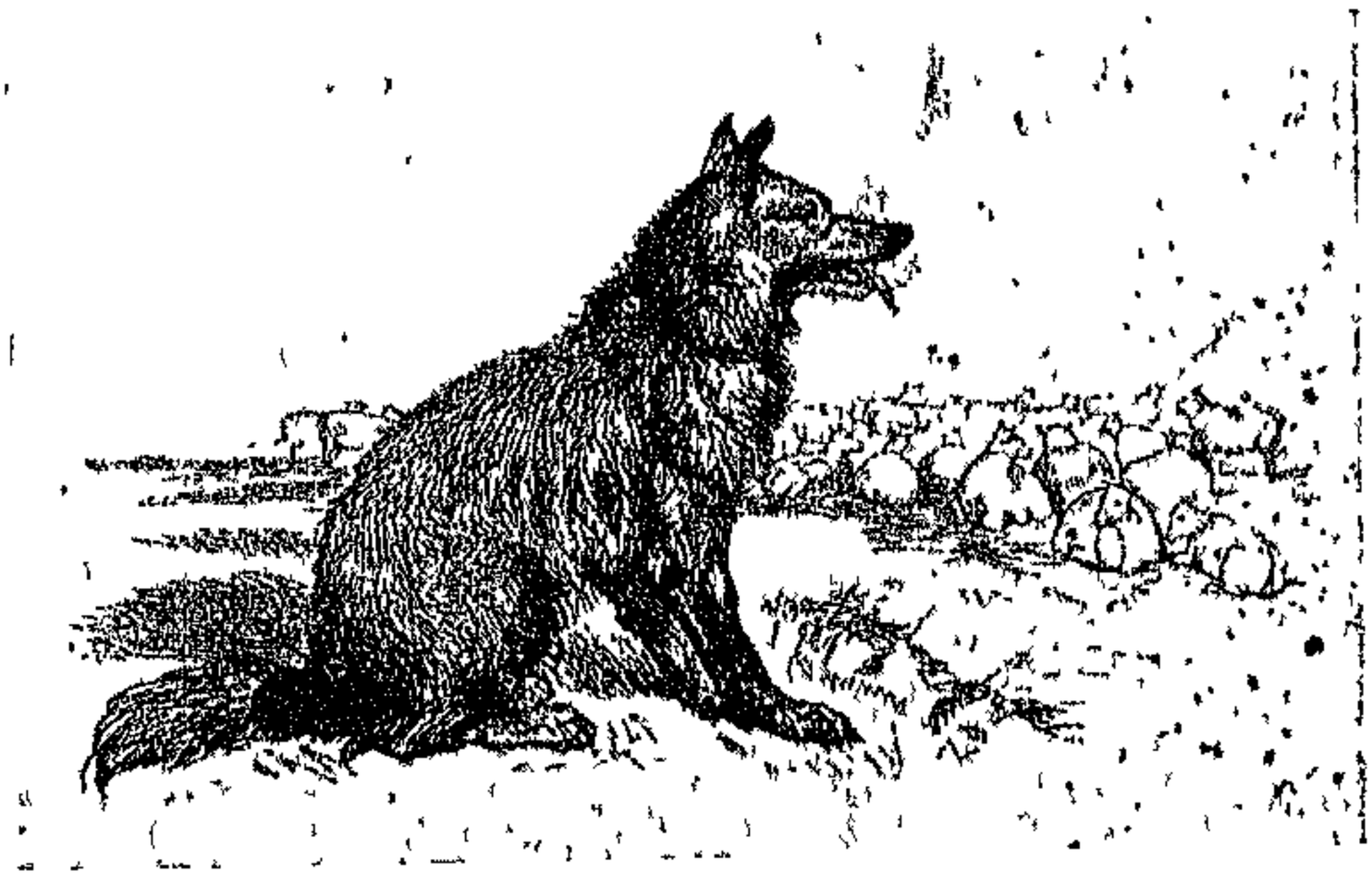

লইয়া মেষের সঙ্গ, এক নেকড়িয়া
অনিষ্ট না করি' রহে পিছনে পড়িয়া।
মেষের পালক অতি সতর্ক-নজরে
দেখিল কেমনে বাঘ চলাফেরা করে;
কিন্তু যবে দেখিল সে, প্রাণিহিংসাহীন
ব্যাঘ্র শুধু চরে, হ'ল সন্দেহ-বিহীন।

তখন সাজায়ে তা'রে রক্ষকের সাজে
মেষের পালক গেল নগরে কি কাজে।

সুবিধা পাইয়া তবে ব্যাঘ্র মহাশয়
দলে দলে মেষ মারি' করে নয়-ছয় !!
মেষপাল ফিরে আসি' হেরিয়া ব্যাপার,
শিরে কর হানি' কাঁদে করি' হাহাকার !
—"জেনে শুনে তবু দিনু নেকড়িয়া-করে,
আমারি ত দোষে হায়, অভাগারা মরে !"

অবিশ্বাসী জনে যেবা জানি' চিরদিন
তবুও বিশ্বাস করে,—অতি জ্ঞানহীন !

পর্ব্বতের কাতরতা।

একদা পর্ব্বত এক কাতর চীৎকারে
মাথায় করিল দেশ ; কাতারে কাতারে
জনতা আসিল ছেয়ে চারিপাশে তার,
সবাই জানিতে চাহে হ'ল কি ব্যাপার !
কি হয়, কি হয়, ভাবি' সবে চেয়ে রহে,
মূষিক বেরোয় শেষে, আর কিছু নহে।
পাহাড় কাঁদিতে থাকে বিদারি' গগন—
বিস্ময়ে কপালে উঠে সবার নয়ন।

"বেশী আড়ম্বর যার, কম তার কাজ,"
এ গাথায় এই সত্য করিছে বিরাজ !

শশক ও শিকারী কুকুর।

শশকেরে তাড়া করি' শিকারী কুকুর
ফিরে আসে হাঁফ ছাড়ি' গিয়া কিছুদূর ;
মাঠেতে রাখাল এক ইহা দেখি' কহে,
"ছোটটীই ভাল দেখি, বড়টী ত নহে !"

কুকুর শুনিয়া ইহা, কহে কিছু হেসে,
"দুজনায় কি তফাৎ দেখ দেখি এসে!
একজন ছুটে শুধু আহার-আশয়ে,
অন্যজনে ছুটিযাছে নিজ প্রাণ-ভয়ে!"

দুইটি থলে'।

গল্প আছে শুনি সেই প্রাচীন পুরাণে—
বিধাতা পাঠান যবে মানবে এখানে,
সঙ্গে তার দেন দু'টি মনোহর থলে'—
গলে বাঁধা, সম্মুখে ও পিছনে তা' ঝোলে!
সম্মুখেতে যেটী আছে, তায় আছে খালি
প্রতিবাসীদের দোষ, কুকাজ ও গালি;
বড় যেটী পিছে আছে, সে রহে বোঝাই—
আপনার বহুদোষে, আর কিছু নাই।
সেই হেতু যত লোক পরনিন্দা করে,
জানে না গলদ বেশী আপনার ঘরে!

সর্প ও উখা।

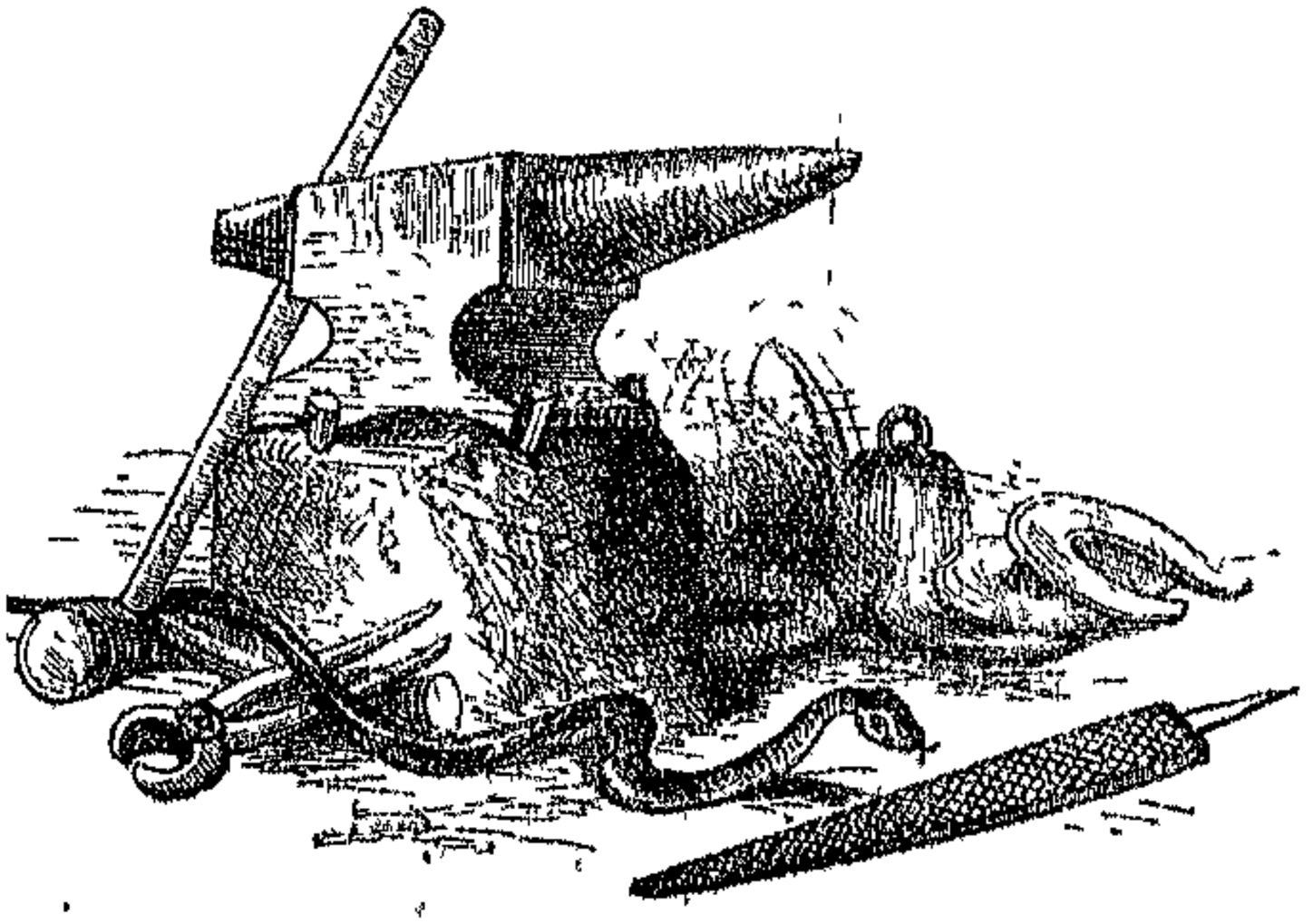

বিষধর সর্প পশি' কারাগারের ঘরে,
ক্ষুধা হেতু যন্ত্র-পাঁতি নাড়াচাড়া করে।
সেথায় উখারে হেরি' কহিল কাতরে,
"কিছু মোরে দিতে পার' যা'তে পেট ভরে ?"
উখা কহে, "তুমি দেখি অতীব সরল,
তা না হ'লে মোর কাছে পাতো করতল!
আমি শুধু—সকলের কাছ হ'তে লহি,
কাহাকেও দিব কিছু—হেন লোক নহি!"

জীবনে দানের শিক্ষা না হ'য়েছে যার,
কাহাকেও দে(ও)য়া কিছু হয় তার ভার!

গর্ব্বিত পথিক।

বহুদেশ ভ্রমি' আসি' একটি পথিক
আত্মীয় স্বজনে করে সদা ধিক্ ধিক্!
'কোথায় নূতন দেশে বীরের মতন
কত কাজ করিয়াছে, পেয়েছে যতন,
অপূর্ব্ব কত না দৃশ্য হেরেছে নয়নে—
আত্মীয়েরা কভু যাহা ভাবেনি স্বপনে।'
কতবার এই সব বর্ণনের শেষে
বিজ্ঞতার ভাণ করি' কহে মৃদু হেসে,
"একদা—সে এক দ্বীপে এমন ভীষণ
লাফা'লেম, বায়ু যেন বহে সন্ সন্!
জগতের কোন লোক পারে নাই যাহা,
অনায়াসে আমি সেথা সাধিলাম তাহা!
সেথাকার সর্ব্বলোকে সাক্ষ্য দিতে পারে,
ডাকি' আনি' সত্য কি না জিজ্ঞাস' সবারে।"
শ্রোতা এক শুনি' তাহা, কহে "আরে ভাই,
সাক্ষীরে ডাকিয়া আনা প্রয়োজন নাই;

ধরে' লও সেই দ্বীপ হেথা বিরাজিছে,
লাফা'লেই হেথা, বুঝি সত্য কি বা মিছে।"

লাঙ্গূলহীন শৃগাল।

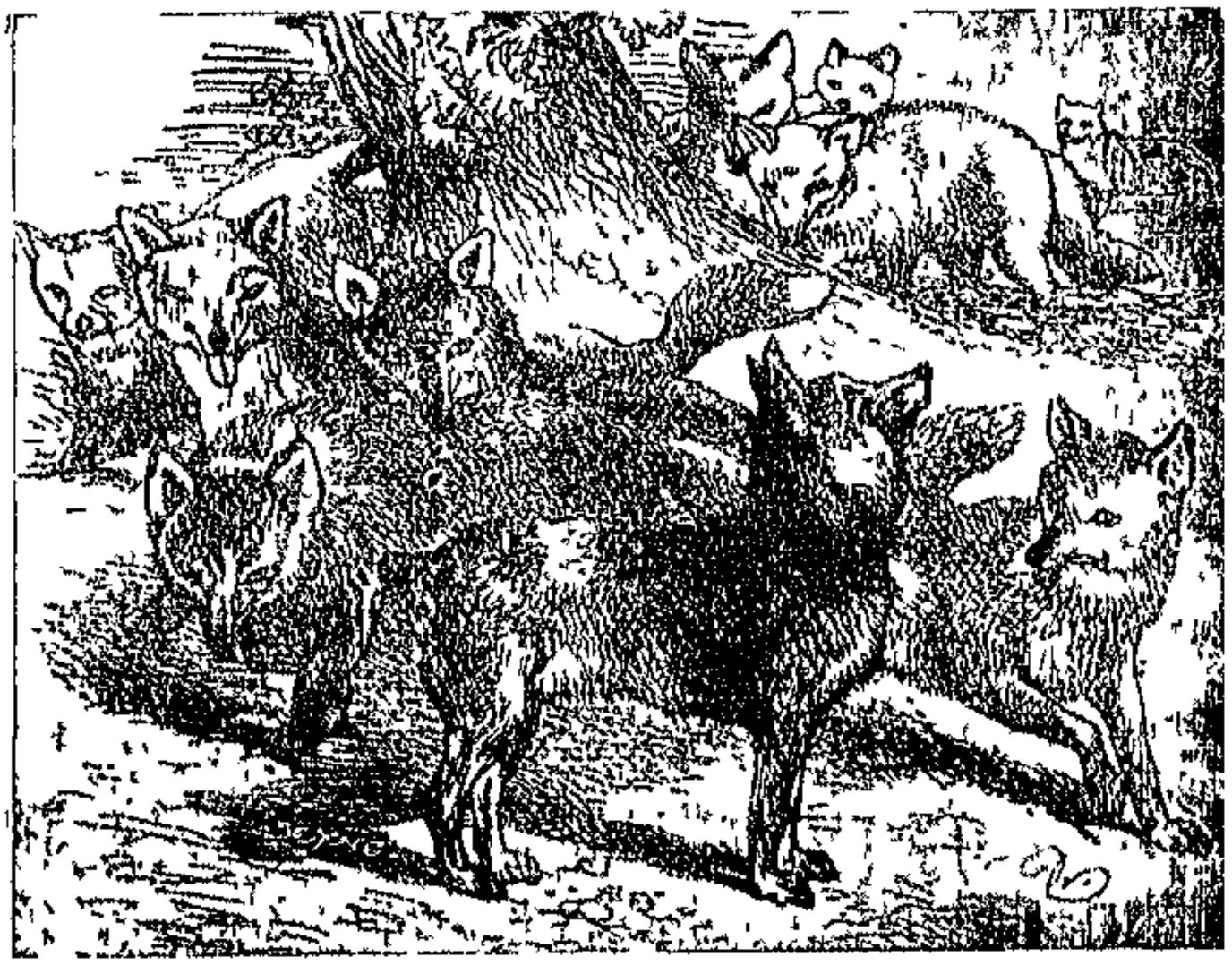

ফাঁদে পড়ে' শিয়াল ঐ আজ,
কোনক্রমে পলাইতে নারে ;
শেষে, আহা,—আপনার ল্যাজ
কেটে গেল খর অস্ত্র-ধারে !

ল্যাজটুকু কাটা গেলে পর
ভাবে মনে শ্যাল মহাশয়,
"কি উপায়ে পঁহুছাই ঘর,
ল্যাজ-নিন্দা যা'তে নাহি হয়!"

হঠাৎ মাথায় এ'ল ফন্দি,
হর্ষে শ্যাল হুয়া কবি' ওঠে,
"ফাঁদে প'ড়ি হইনি ত বন্দী,
ল্যাজটুকু কাটা গেছে মোটে!"

এই ভেবে' বাড়ী ফিরে গিয়ে
একরাশি শ্যাল করে' জড়ো,
বক্তৃতা করিল, "দেখ, ইয়ে,
আমাদের ল্যাজ ভারি বড়ো!

"ও'র ভারে হাঁপাইতে হয়,
দেখিতেও অতি বদ্‌খত,
এত কষ্ট করে' থাকা সয়?
—তোমাদের ইহাতে কি মত?

আমি বলি ও'গুলাকে কাটো,
দেখিতে সে হইবে এমন!
শরীরের মহাভার ছাঁটো,
দেখ দেখি আমার কেমন!!"

হুক্কা হুয়া করি' এক শ্রোতা,
বাধা দিল বক্তা মহাশয়ে,
কহিল, "হে প্রিয়বন্ধু মিতা,
ক'ব কিছু বলি নির্‌ভয়ে,—

"তুমি আজ হারায়েছ ল্যাজ,
আমাদের হারায়নি কেহ ;
পাছে কেহ দেয় তোমা' লাজ,
বাড়িয়া উঠিল তাই স্নেহ ?

তাই এত পরামর্শ কাণে,
তাই এত উপদেশ-কথা !
'ল্যাজ-কাটা ভাল' যা'তে মানে
তাই তব এত মাথা-ব্যথা ?

ল্যাজ বড় বেশী ভারী, তবু
চিরদিন বহে'ছি ও বোঝা,
ভার বোধ হবেও না কভু,
—তুমি নিজ পথ দেখ সোজা !"

ক্রীড়নেচ্ছু গর্দ্দভ।

একদিন কিরূপেতে গাধা উঠে' টালি-ছাতে
নাচিতে লাগিল নানারঙ্গে!
লাথির চোটেতে তার, টালি ভেঙে' ছারেখার!
গাঁ গাঁ করি' গাহে সেই সঙ্গে!!

সে রবে অধৈর্য্য হ'য়ে মোটা লাঠি হাতে ল'য়ে
গৃহস্থ আসিল সেথা দ্রুত;
মারিল বেদম তারে, গাধা বলে "শুন, আরে!"
কর্ত্তা কহে, "লাগা দু'শ্ জুতো!!"

মার খাওয়া হ'লে পরে গাধা কেঁদে বলে, "বাবে!
কা'ল আমি দেখেছিনু প্রাতে,
বানর এমনি করে' নেচেছিল ঘুরে ফিরে,
তোমরাও হেসেছিলে তা'তে!"

যে জন জানে না ঠিক সীমা তার কত,
অবশ্য শিখাতে হবে তা'কে বিধিমত।

দুইটি পথিক ও ভল্লুক।

বন্ধু দুটি যুক্তি করি বহু
বাহির হ'ল দেশ দেখিতে শেষে ;
অনেক রৌদ্র মাথায় করে' নিয়ে,
অনেক ফাঁকা মাঠের মাঝ দিয়ে,
অনেক রাস্তা,—অনেক দূরে গিয়ে
ঠেক্‌ল' দোঁহে বনের ধারে এসে।

সেইখানেতে দেখে বন্ধু দুটি
পথের মাঝে খাক্ষ আগুয়ান।
সর্ব্বদেহে কালো রোগের ঘটা,
তীক্ষ্ণ দাঁতে ঝরে দীপ্তি-ছটা,
মেজাজখানা ভীষণতরো চটা,
মুণ্ড ছিঁড়ে কখন্ রবে প্রাণ !!

চম্‌কে উঠে' একটি পলাতক
একেবারে গাছের উপরেতে !
অন্যজনে কি আর করে—হায়,
ভল্লুকেতে মুণ্ড বুঝি খায় !
——দৈববশে ফন্দি এসে যায়,
চেষ্টা এল প্রাণে মুক্তি পে'তে।

'ভুলেও কভু ছোঁয় না উহা মড়া',
—ভাবামাত্র পথের 'পরে পড়া,
দম বন্ধ, অবশ হ'ল গা—
ভালুক ভাবে "এ যে নড়েই না !"
বারেক তবু শুঁকিয়া মাথা পা,—
কহিল, "এ, ছিঃ, নেহাৎ পচা মড়া !"

নাক বাঁকায়ে ভালুক-শিরোমণি
ক্ষুণ্ণমনে ভাগে বনের পানে ;

মাথা হ'তে পা পর্য্যন্ত ঘেমে,
বৃক্ষ হ'তে বন্ধুবর(ও) নেমে'
জিজ্ঞাসিল সঙ্গীটিকে প্রেমে
——"কি ব'ল্লে হে ঋক্ষ তব কাণে ?"

"ব'ল্‌বে কি আর ?—ব'ল্লে শুধু 'ওহে,
একটা কথা ব'ল্‌ব রেখো মনে ;
আপৎ-কালে যে কেউ তোমা ফেলে
নিজেই শুধু পলায় অবহেলে,
মিশ'না কভু জীবন(ও) ছেড়ে গেলে—
অমন্‌তরো বান্ধবেরি সনে !"

যে জন প্রকৃত বন্ধু, ভুলেও তাহার
জীবনে আসে না কভু এমন বিকার ;
খাঁটি বন্ধু বুঝা যায় বিপৎসাগরে,
ঝাঁটা বন্ধু বিপদেতে কোথা যায় সরে'।

কুকুর ও খরগোস।

শিকারী কুকুর এক
তাড়া করি' কোন খরগোসে
কখন' দংশন করে
কখন' বা তুলে ধরে,
কভু টানে দুটা কাণ,
কভু অশ্রু ফেলে আপ্‌শোষে !
শশক কহিল তবে
হেরি' তার কাণ্ড এইরূপ,—
"তোমার গতিকখানা
কিছু নাহি গেল জানা,
দংশিছ কখন গৌরবে,
কখন' বা একেবারে চুপ !
কি করিতে চাহ তুমি
সোজাসুজি কহ পশুবর !
যদি মোর মিত্র হবে,
দংশিছ কেন হে তবে ?
শত্রু যদি ভাব' মোরে,
তবে কেন করিছ আদর !!"

স্নানার্থী বালক।

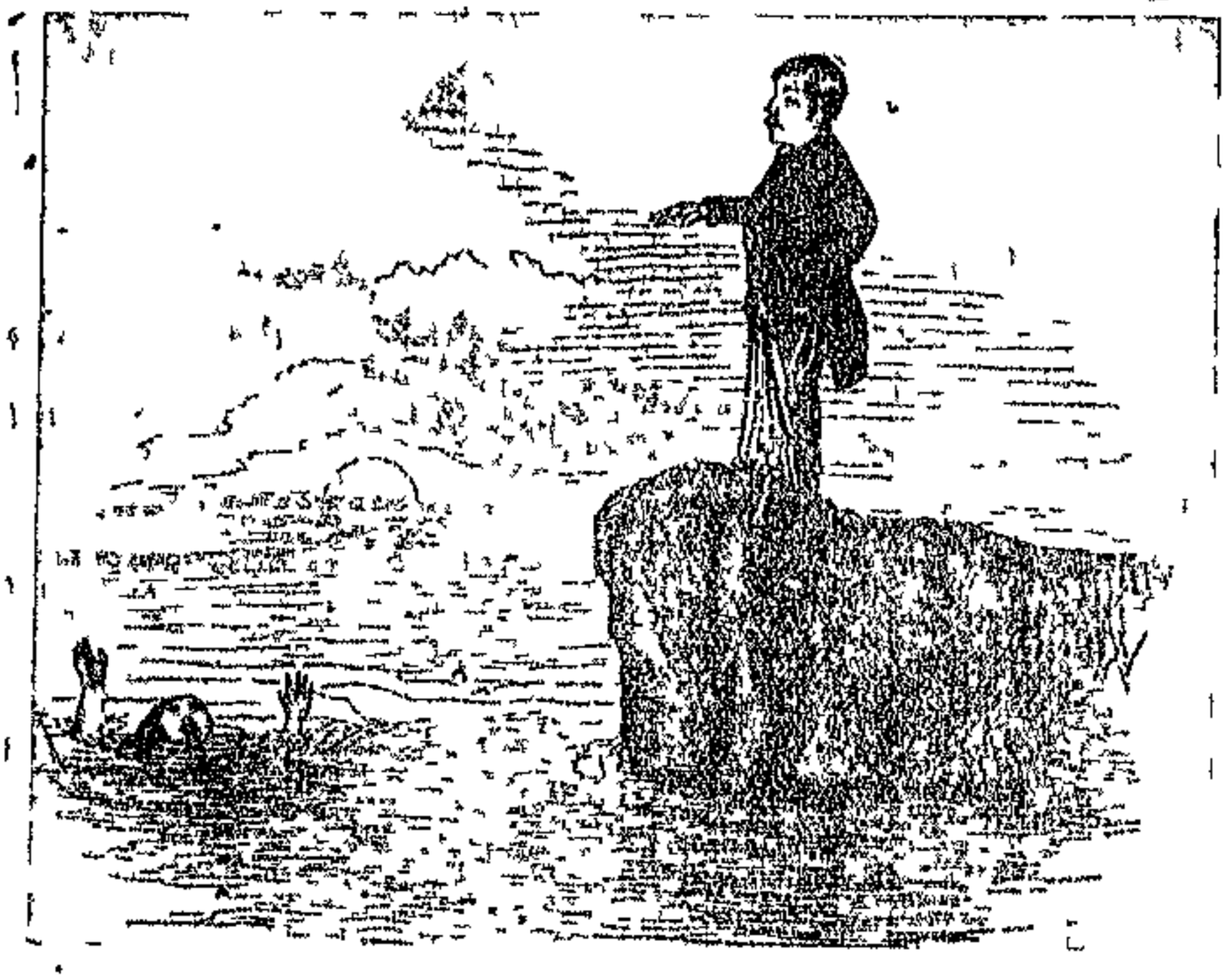

একদা বালক এক স্নান করিবারে
নদীমাঝে ঝাঁপ দিয়া, হরষে সাঁতারে ;
কিছু পরে হস্ত পদ অবশ্ হইয়া
তাহারে করিল কাবু, মরে বা ডুবিয়া !
তখন পথিকে দেখি ফুকারিয়া ডাকে,
"দয়া করি' রক্ষা কর বাঁচাও আমাকে।"

বাঁচান' রহিল দূরে, বকিল পথিক,
"কিছু তোর বুদ্ধি নাই? আরে ধিক্ ধিক্!"
"মশায়," বালক কহে "বাঁচাও এখন,
পরে তুমি যত খুসী করিও শাসন।"

IMPERIAL LIBRARY